এই লেখকের বাংলা রচনা

"ইউরো কমিউনিজম"

—মার্ক্সীয় বিশ্লেষণ

# আন্তোনিও গ্রামসি

## জীবন ও তত্ত্ব

পার্ল পাবলিশার্স

২০৬ বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০০০৬

নভেম্বর. 1960

প্রকাশক ঃ

মদন ভট্টাচার্য
পার্ল পাবলিশার্স
২০৬ বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

মুদ্রণ ঃ

নিরঞ্জন চৌধুরী
রঘুনাথ প্রেস
৮৩ বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ ঃ

অজয় গুপ্ত

নন্দিনীকে

বিদ্যায়তনিক পরিবেশের বাইরে
গ্রামসির সঙ্গে আসল পরিচয়ের
পথকে একটু সুগম করার জন্যে

# ভূমিকা

এন্তোনিও গ্রামসির চিন্তার ফসল আজ সারা দুনিয়ায় মার্ক্সবাদী মহলে বিপুল আগ্রহের সঞ্চার করলেও বাংলাভাষায় এ বিষয়ে বিশেষ কিছুই প্রকাশিত হয় নি। প্রায় দু'দশক ধরে ইতালীয় ভাষা ছাড়াও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় গ্রামসির জীবন ও চিন্তাধারা নিয়ে ব্যাপক গবেষণা ও আলোচনা চলছে, যার কিছু অংশ ইংরাজি অনুবাদ মারফৎ এ দেশের বুদ্ধিজীবী মহলে এসে পৌঁছেছে। কিন্তু সক্রিয় রাজনীতিতে যাঁরা নিয়োজিত তাঁদের অনেকেরই ইংরাজি-জ্ঞান সীমিত বলে এই ভাণ্ডারের দ্বার তাঁদের কাছে আজও রুদ্ধ। গ্রামসির সঙ্গে বাংলাভাষী মার্ক্সবাদী কর্মীর প্রাথমিক পরিচয়ের সীমিত উদ্দেশ্যই এই প্রচেষ্টার প্রেরণা, গ্রামসি সম্পর্কে এ দেশে (প্রধানত ইংরাজিতে) যে মূল্যবান আলোচনা চলছে, তা'তে অংশগ্রহণ নয়। বিজ্ঞ পাঠককে যদি এই প্রয়াস নিরাশ করে, এই লেখকের কাছে তা' একটুও অপ্রত্যাশিত হবে না।

গ্রামসির রচনার সঙ্গে যাঁরাই পরিচিত তাঁরা সকলেই জানেন যে ইতালীয়, তথা ইউরোপীয়, রাজনৈতিক-সামাজিক-দার্শনিক ইতিহাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ব্যতীত গ্রামসির তাত্ত্বিক চিন্তার অন্তঃস্থলে প্রবেশ একান্তই অসম্ভব। অথচ যে পাঠকদের কথা মনে রেখে এই প্রয়াস, তাঁদের কাছে এই প্রস্তুতি আশা করা অবাস্তব। ফলে গ্রামসিকে নিয়ে এই রচনায় তাঁর নির্দেশিত ও অনুসৃত পদ্ধতি প্রণালী উপেক্ষা করে বহুক্ষেত্রে মূর্ত ইতিহাসকে পরিহার করে অমূর্ত তত্ত্বের বিস্তারণ করতে হয়েছে। কিন্তু অমূর্তায়িত সূত্রাকারেও গ্রামসির বক্তব্য এমনই প্রাঞ্জল যে তা' অনুসরণ করা বা তা' থেকে নিজ নিজ চিন্তাকে সমৃদ্ধ করা কারও পক্ষে কঠিন কাজ হবে না বলেই এই লেখকের বিশ্বাস।

বিদ্বজ্জনেরা আরও অনেক ত্রুটি লক্ষ্য করবেন নিশ্চয়ই, যার মধ্যে একটি হল ইতালীয়, ফরাসি, প্রভৃতি নাম বা শব্দের বাংলা বানান বহুক্ষেত্রে এ সব ভাষায় যথাযথ উচ্চারণের অনুগামী হয়নি। লেখকের অজ্ঞতা ছাড়াও অন্য কিছু বিচার-বিবেচনা এর জন্যে দায়ী। প্রথমত, মূল ভাষায় উচ্চারণ কোনও কোনও ক্ষেত্রে আমাদের প্রচলিত উচ্চারণ থেকে এতই ভিন্নতর যে তার প্রয়োগ আমাদের দেশে সাধারণ পাঠকের মনে বিভ্রান্তি জাগাতে পারে। 'জেকোবিন' এর সঙ্গে কিছু কিছু বাংলাভাষী পাঠকের পরিচয় থাকলেও 'জাকোবাঁ' সম্পূর্ণ অপরিচিত, তেমনই 'তোলিয়াতি'কে আমরা তোগলিয়াত্তি বলেই জানি।

আরেকটি বৈশিষ্ট্য—নিশ্চয়ই ত্রুটি—স্বীকার করা প্রয়োজন; বিশেষ করে গ্রামসি ও তোগলিয়াত্তির রচনার ইংরেজি তর্জমা থেকে বাংলায় অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলের প্রতি বিশ্বস্ততার প্রেরণায় অনেক ক্ষেত্রে সাবলীলতাকে কিছুটা উপেক্ষা করা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে হয়তো পাঠককে একাধিকবার পড়ে

মর্মোদ্ধার করতে হবে। আশা করি এই ত্রুটির যৌক্তিকতা উপলব্ধি করে লেখকের অক্ষমতাকে পাঠকরা মার্জনা করবেন।

পরিশিষ্ট হিসাবে একটি মূল্যবান রচনা যুক্ত হল—ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক আলেজান্দ্রো নাটার সঙ্গে একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার, যা পার্টির মুখপত্রেই প্রকাশিত হয়েছিল। এই দীর্ঘ নিবন্ধটি ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করে প্রীতিভাজন শক্তি রাহা আমাকে ঋণী করেছেন। এ কথা হয় তো উল্লেখ করা উচিত হবে যে নাটার বক্তব্যকে সর্বক্ষেত্রে এই লেখকের মতামতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে ধরে নেওয়া ঠিক হবে না।

প্রধানত রাজনৈতিক কর্মীর উদ্দেশ্যে লেখা এই পুস্তিকাকে সহজপাঠ্য করার জন্যে পাদটীকা কণ্টকিত করা হয় নি—বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতিরই শুধু সূত্র নির্দেশ করা হয়েছে।

এই লেখাটি প্রস্তুত করতে অনেক সময় লেগেছে, যার জন্যে লেখকের শারীরিক অসুস্থতা কিছু পরিমাণে দায়ী। প্রকাশক এবং সুদীর্ঘকালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু শ্রীমদন ভট্টাচার্যের আগ্রহ ও ধৈর্যের ফলে কাজটি শেষ পর্যন্ত সমাপ্ত হল; বন্ধুবরকে অশেষ ধন্যবাদ। ধন্যবাদ অনুজপ্রতিম বন্ধু শ্রীশক্তি রাহাকেও, তিনিও নানাক্ষেত্রে মূল্যবান সহায়তা দিয়েছেন।

শেষ পর্যন্ত এই রচনা যদি বাংলাভাষী (এবং ইংরেজি-অনভিজ্ঞ) মার্কসবাদী কর্মীমহলে গ্রামসির তাত্ত্বিক চিন্তা সম্বন্ধে কিছু আগ্রহ জাগাতে পারে, তা হলেই এই প্রয়াস সার্থক হবে।

কলিকাতা অজিত রায়

# বিষয় সূচী

# সূচনা

সত্তরের দশক থেকে মার্ক্সীয় তত্ত্বের জগতে গ্রামসীয় চিন্তাধারা এক বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। ১৯২৮ সনের ৪ঠা জুন ইতালির ফ্যাসিস্ত সরকারের স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল এন্তোনিও গ্রামসিকে ২০ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করার সময়ে একটা বিশেষ অভীষ্ট সাধনে তৎপর হয়েছিল। সে অভীষ্ট ঘোষিত হয়েছিল সরকারি উকিলের জবানিতেঃ '২০ বছরের জন্যে গ্রামসির মাথাটিকে অকেজো করে রাখতে হবে।' এই উদ্দেশ্যসাধনে ফ্যাসিস্ত সরকারের তৎপরতার অভাব ছিল না। দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যে গ্রামসিকে বন্দী জীবন যাপন করতে হয়। তা' সত্ত্বেও এই মার্ক্সবাদী বিপ্লবী বীর অন্ধকার কারাকক্ষে দিনের পর দিন তাঁর অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন মাথা খাটিয়ে খাতার পর খাতা ভর্তি করেছেন—ইতিহাস, দর্শন, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, রণনীতি ও রণকৌশল—এক কথায় শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি সংগ্রামের বহুমুখী তাত্ত্বিক আলোচনা দিয়ে।

গ্রামসি মারা যান ১৯৩৭ সনের এপ্রিল মাসে। রোমের এক নার্সিংহোমে উর্দিবিহীন পুলিশ চরের প্রহরাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু ও অন্ত্যেষ্টির পরে ৫০ বছর পার হয়েছে। বিলম্বিত হলেও এই সময়কালের মধ্যে গ্রামসির রচনাবলী সারা দুনিয়ায় মার্ক্সীয় চিন্তা ভাবনার ক্ষেত্রে এক নতুন ধারার প্রবর্তন করেছে। গ্রামসির শেষ যাত্রার সময়ে তার শব দেহের অনুবর্তী ছিলেন শুধু মাত্র তাঁর দুজন নিকটাত্মীয়। আজ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সজীব, সৃজনশীল মার্ক্সবাদীরা হাজারে হাজারে তাঁর চিন্তাধারার অনুশীলন/অনুসরণে রত।

এই ধরণের ব্যাপক আগ্রহের ফলে গ্রামসীয় চিন্তার চরিত্রায়ন ও মূল্যায়নে বিভিন্ন মহলের মধ্যে মোটামুটি একটা মতৈক্য প্রতিষ্ঠা হয়েছে, সে রকম মনে করার কারণ নেই। বরঞ্চ এই বিষয়ে ব্যাপক আগ্রহ ও আলোচনার ফলে যা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তা হচ্ছে গ্রামসীয় চিন্তার প্রায় প্রতিটি মাত্রা সম্পর্কেই গভীর মতানৈক্য। ইউরো-কমিউনিজম্‌পন্থী সংস্কারবাদী ধারা থেকে নিষ্ঠাবান লেনিনবাদী ধারা পর্যন্ত, বিভিন্ন ঝোঁকের মার্ক্সবাদী চিন্তা ও কর্মের ধারক-বাহকরা গ্রামসীয় চিন্তাধারার সঙ্গে আত্মীয়তার দাবিতে আজ মুখর।

স্বভাবতই, চরিত্রায়ন ও মূল্যায়নের এই বিভিন্নতা শুধুমাত্র সামগ্রিক বিচারের ক্ষেত্রেই সীমিত নয়। গ্রামসীয় রচনার বিভিন্ন বিষয়বস্তুর প্রায় প্রত্যেকটি প্রশ্নের ব্যাখ্যাতেও মতভেদ পরিস্ফুট। উনি কি বিশেষ করে ইতালীয় বা পশ্চিম ইউরোপীয় বিপ্লবের তাত্ত্বিক ভিত্তি রচনায় সচেষ্ট ছিলেন, না, তাঁর রচনা বিশ্বজনীন তাৎপর্য সম্পন্ন? তাঁর দৃষ্টিতে ভাবাদর্শগত অধিকাঠামো (super-structure) আর্থনীতিক কাঠামোর তুলনায় প্রাধান্য পেয়েছে কি পায় নি? 'ইতিহাস' ও 'দর্শনে'র মধ্যেকার সম্পর্ক নিয়ে বক্তব্যে গ্রামসি কি 'দর্শন'কে শুধু বর্তমানের সচেতন ও পরিশীলিত অভিব্যক্তি হিসেবে দেখেছেন? আধিপত্য (hegemony) ও প্রভুত্ব (domination)—এদের

পারস্পারিক সম্পর্ক বিষয়ে গ্রামসির বক্তব্য কি মার্ক্স-লেনিনের বুনিয়াদী তত্ত্ব থেকে পথচ্যুত ? এই ধরণের নানাবিধ প্রশ্নের উদ্ভব সাম্প্রতিক গ্রামসি-তত্ত্বের আলোচনা থেকে।

বিভিন্ন বিষয়ে মতভেদ যতই থাক না কেন, লেনিনের তিরোধানের পরে, তথা স্তালিনের অতি-সরলীকৃত তত্ত্বের প্রসারের পরে মার্ক্সীয় তত্ত্বের নবীকরণের ক্ষেত্রে গ্রামসির ভূমিকা আজ ব্যাপকভাবে স্বীকৃত।

গ্রামসির কারা-রচনা (Prison Notebooks) জনসমক্ষে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ সনে—ফ্যাসিস্ত শাসনমুক্ত ইতালিতে। এই রচনার তাৎক্ষণিক প্রতিঘাত সম্পর্কে গ্রামসির এককালীন ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ও সুহৃদ, ইতালীয় কমিউনিস্ট নেতা পালমিরো তোগলিয়াত্তি বলেছেন "যেন কোন গূঢ় তত্ত্বের প্রকাশ (revelation) হল"। "কারাবন্দী, রুগ্ন গ্রামসি কয়েক হাজার পৃষ্ঠায় তাঁর যে ভাবনাচিন্তাকে রূপ দিয়েছেন···তা' আসলে শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী তত্ত্ব, মার্ক্সবাদ, ছাড়া আর কিছুই নয়; সেই মার্ক্সবাদের অবিমিশ্র বিশুদ্ধতা-(genuine purity) সম্পন্ন রূপটিকেই পরিবেশন করে বাস্তব জগতের নতুন, অভিনব এবং চিত্তাকর্ষী অর্ন্তদৃষ্টি ও বিশ্লেষণ উপহার দিতে গ্রামসির উজ্জ্বল প্রতিভাকে সাহায্য করেছে এই মার্ক্সবাদই।"

ইতালির ইতিহাসের সেই যুগসন্ধিকালে যে সব সমস্যা জনচিত্তকে আলোড়িত করেছিল, গ্রামসির রচনা তাদের উপরে মূল্যবান আলোকপাত করছে বলে সকলের মনে হয়েছিল। "তাই, কর্মী ও চিন্তাবিদ, পার্টির তাত্ত্বিক ও মিলিট্যাণ্ট, ধর্ম নিরপেক্ষ মানুষ ও ক্যাথলিক, কমিউনিস্ট, সোশ্যালিস্ট, ক্রীশ্চিয়ান-ডেমোক্র্যাট, এঁরা সকলেই গ্রামসির রচনার পৃষ্ঠার উপরে ঝুঁকে পড়ে ছিলেন। গ্রামসির বুদ্ধিজীবী তৎপরতা নতুন করে প্রবাহিত হচ্ছে। ইতালীয় জনগণ তাদের নিজেদের জন্যে নতুন সাধনায় লিপ্ত, সেই প্রচেষ্টায় যে- সহযোদ্ধা ও শিক্ষককে অবহেলা করা যায় না, সেই ব্যক্তি (গ্রামসি) আজ আবার সমুপস্থিত।"

পরবর্তীকালে ইতালির বাইরে, বিভিন্ন দেশের মার্ক্সবাদী ও প্রগতিপন্থী মহল যখন গ্রামসির কারা-রচনা ও অন্যান্য রচনার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেতে লাগল, তখন থেকেই তাঁর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হচ্ছে ঃ

(ক) অদ্যাবধি ব্যাপকভাবে প্রচলিত যান্ত্রিক, নিয়তিবাদী মার্ক্সবাদী চিন্তাধারার বিকল্প, অর্থাৎ মানুষের সক্রিয় ভূমিকার সপক্ষে সবল বক্তব্য। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সময় থেকে মার্ক্সবাদের যে নিয়তিবাদী প্রয়োগ আধিপত্য বিস্তার করেছিল, লেনিনের নেতৃত্বে রুশ বিপ্লব ও কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক সক্রিয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে তার প্রভাবকে বহুলাংশে খণ্ডন করতে পেরেছিল, সন্দেহ নেই। তত্ত্বের ক্ষেত্রে লেনিন এই সংগ্রামকে বিশেষ করে তাঁর অন্তিম কয়েকটি রচনায় অনেকখানি এগিয়ে দিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও, তাঁর মৃত্যুর পরে

এই তাত্ত্বিক সংগ্রামের ধারা ক্ষীণ হয়ে যায়। গ্রামসি আবার এই সংগ্রামকে পুনরুজ্জীবিত করেন।

গ্রামসির রচনার বিপুল সম্ভার তত্ত্বের ক্ষেত্রে নানা দিকে, নানা প্রশ্নে প্রসারিত হওয়া সত্ত্বেও তার বহুমুখী আলোচনার মধ্যে এমন এক অঙ্গাঙ্গী ঐক্য ও সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়, যা তাঁর গভীরভাবে সমন্বিত মার্ক্সীয় উপলব্ধিরই বহিঃপ্রকাশ। বস্তুতপক্ষে, গ্রামসির বিভিন্ন মৌল বক্তব্যের পারস্পরিক বন্ধন সত্যিই লক্ষণীয়, যেমনঃ

বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা, আধিপত্য (হেগিমনি), জাতীয় লোকায়ত মোর্চা, (ন্যাশনাল পপুলার ফ্রন্ট) চলিষ্ণু সংগ্রাম ও অবস্থায়ী সংগ্রাম (ওয়ার অব মুভমেণ্ট ও ওয়ার অব পজিশন), বিচারবাদী-ব্যবহারিক কার্যক্রমকে (ক্রিটিকো-প্র্যাক্‌টিক্যাল অ্যাক্‌টিভিটি) দর্শনের সঙ্গে সমীকরণ—গ্রামসীয় চিন্তাধারার এই মৌল বক্তব্য সবই একসূত্রে গাঁথা। একটি অন্যটিতে উত্তরণের সোপান।

গ্রামসির 'বুদ্ধিজীবী' আসলে স্বীয় শ্রেণীর আশা-আকাঙ্খা ও পরিচালন নীতির ধারক ও বাহক; নির্দিষ্ট শ্রেণীর অঙ্গীভূত। বুদ্ধিজীবীর এই ধারণার উপরেই শ্রমিক-শ্রেণীর বিপ্লবী পার্টি সম্বন্ধে গ্রামসির ধারণা প্রতিষ্ঠিত এবং সেই ধারণা পার্টির অগ্রগামী (ভ্যান গার্ড) চরিত্র সম্পর্কে লেনিনের ধারণার অনুবর্তী।

বুদ্ধিজীবী এবং পার্টি সম্পর্কে এই বিশিষ্ট ধারণার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে গ্রামসির আধিপত্য, তথা ভাবনাগত ও নৈতিক নেতৃত্বের ধারণা। এর সঙ্গেই জড়িত জাতীয় লোকায়ত মোর্চা তথা শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে কৃষকশ্রেণীকে সমাবিষ্ট করার প্রত্যয়। তেমনি সংশ্লিষ্ট হচ্ছে অবস্থায়ী সংগ্রামের ধারণা—যার মূল কথা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জনের আগে এবং তার পূর্বশর্ত হিসেবে নেতৃত্বকামী শ্রেণী কর্তৃক সমাজের অন্যান্য অংশের উপরে নৈতিক ভাবাদর্শগত প্রভাব বিস্তার।

এইভাবে গ্রামসির চিন্তাধারার প্রত্যেকটি মাত্রা অন্যান্য মাত্রার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত এবং এক অখণ্ড তাত্ত্বিক বিস্তার বিভিন্ন মাত্রার সমন্বয়ে রূপায়িত হয়ে উঠেছে।

এরই পাশাপাশি, প্রতিটি বিষয়ের আলোচনায় প্রতিফলিত গ্রামসির দুটি মূল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য—এক ডায়ালেকটিক, দুই ডায়ালেকটিকেরই এক জীবন্ত প্রতিফলনঃ তত্ত্ব ও কর্মের সমন্বয়।

ডায়ালেকটিক্যাল অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে গ্রামসি তাঁর বিভিন্ন রচনার মধ্যে যে সত্যটি প্রতিনিয়ত প্রকাশ করেছেন, তা হচ্ছে এই যে, দর্শন, রাজনীতি ও অর্থনীতি, "এই তিনটি কার্যক্রম যদি একই অখণ্ড বিশ্ব-ধারণার উপাদান-স্বরূপ হয়ে থাকে, তা' হলে, তাদের তত্ত্বগত সূত্রে অবশ্যই অন্তর্নিহিত থাকবে একটি থেকে অপরটিতে রূপান্তরণের এবং প্রত্যেকটি উপাদানকে অন্য উপাদানের নির্দিষ্ট পরিভাষায় রূপান্তরণের সম্ভাবনা। পরস্পরের মধ্যে

অন্তর্নিহিত এই তিনটি উপাদান একযোগে একটি সমজাতিক বৃত্ত রচনা করে।"

এই ডায়ালেকটিক উপলব্ধিরই অন্যতম প্রকাশ কর্মমুখী দর্শন ও দর্শন-পরিচালিত কর্ম, অর্থাৎ দর্শন ও কর্মের একাত্মতা। এরই সঙ্গে সম্পৃক্ত গ্রামসির রাজনৈতিক ক্রিয়া-কাণ্ডের সামগ্রিকতা : যৌথ কর্মোদ্যোগ, উচ্চতর নেতৃত্বের উদ্যোগে ভাবধারার এবং বিচারী চিন্তাবৃত্তির প্রসারণ—এই পদ্ধতিতে ক্রমশঃই বেশি বেশি সংখ্যক মানুষের মধ্যে প্রতি মুহূর্তের রাজনৈতিক কার্যকলাপ।

গ্রামসির রচনার ডায়ালেকটিক চরিত্র আরও একটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রকাশিত। তাঁর অধিকাংশ রচনাই মার্ক্সবাদী অথবা মার্ক্সবাদ-বিরোধী বিভিন্ন চিন্তাবিদের রচনার সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে বা তাদের খণ্ডন-প্রচেষ্টায় নিয়োজিত। এই প্রচেষ্টায়, তোগলিয়াত্তির ভাষায়, গ্রামসি "সর্বদাই বিষয়বস্তুর শিকড়ে পৌঁছুতে, তাদের অন্তর্লীন সংঘাতকে এমনভাবে উন্মোচনে সচেষ্ট, যাতে তাদের বিধ্বংসী ও সৃজনশীল উভয়বিধ মূল্যকেই তিনি একযোগে প্রকাশ করতে পারেন।"

অন্যত্র, এই বিষয়ে তোগলিয়াত্তি আবার বলেন : গ্রামসি এ কথা কখনও ভুলে যান নি যে "বিরোধী অবস্থিতি···এমন জটিল এক বাস্তবের অংশ, যে বাস্তবকে শুধু কথা ও যুক্তি দিয়ে প্রকাশ করা যায় না, এবং যে বাস্তবকে অনুধাবন করতে হবে তার মূল সত্তার পরস্পর বিরোধী মাত্রাগুলির স্বরূপ উদ্ঘাটন করে। নিজের মূল্যায়ন এবং বিতর্কমূলক যুক্তি যাতে ইতিহাসের বস্তুমূলক দর্শনে পৌঁছতে পারে সেইভাবে এগোতে হবে।"

সর্বোপরি, গ্রামসির রচনা, তথা, ধ্যান ধারণা তাঁর প্রকৃতই অসাধারণ বুদ্ধিবৃত্তি বা চিন্তাক্ষমতার নিছক ফসল মাত্র নয়—তা' তার সামগ্রিক জীবন সাধনারও উপলব্ধি। নিদারুণ দারিদ্র, দৈহিক দুর্বলতা ও রোগভোগ, ভালোবাসা-ভাবাবেগের ক্ষেত্রে রিক্ততা এবং ফ্যাসিস্ত রাজত্বে কারাবাস ও নির্যাতন—এত রকমের দুর্দৈবের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এন্তোনিও গ্রামসি মার্ক্সবাদকে গ্রহণ, আয়ত্ত ও বিকশিত করেছেন।

গ্রামসির জীবন ও রচনা—দুই-ই মার্ক্সবাদী বৈপ্লবিক তত্ত্ব ও সংগ্রামের উজ্জ্বল প্রতিফলন।

# প্রথম ভাগ

# জীবন কথা

# জন্ম—পরিণতি—মৃত্যু

এন্তোনিও গ্রামসির জন্ম ১৮৯১ সনের ২২শে জানুয়ারি, ইতালির মূল ভূখন্ড থেকে বেশ দূরে ভূমধ্যসাগরের সার্দিনিয়া দ্বীপের আলেস্ নামে এক ছোট গ্রামে। তবে বাল্যকালের বেশির ভাগ সময়ই তাঁর কাটে সোরজোনো নামে আরেকটি গ্রামে। এই সময়েই একটি ছোট শহর, ঘিলার্জায় গ্রামসি পরিবার একটি একতলা বাড়ির মালিক হন।

এন্তোনিও মা-বাবার চতুর্থ সন্তান। তাঁর আগে এক দাদা ও দুই দিদি এবং পরে আরও দুটি ভাই ও একটি বোনের জন্ম হয়।

এন্তোনিওর বাবা ফ্রান্সেস্কো গ্রামসি। তিনি মূল ভূখণ্ডের অর্থাৎ নেপল্স্-এর অন্তর্গত কাম্পানিয়া অঞ্চলের মানুষ। মোটামুটি অবস্থাপন্ন পরিবারে জন্ম। ফ্রান্সেস্কোর বাবা, এন্তোনিওর ঠাকুর্দা, ছিলেন পুলিশ বাহিনীর কর্নেল। ফ্রান্সেস্কোর ভাই দুজনও মোটামুটি সচ্ছল ও পদস্থ ছিলেন—একজন রোমে স্টেশন মাস্টার হয়েছিলেন, অপরজন সামরিক অফিসার। ফ্রান্সেস্কো নিজেও আইন পড়ছিলেন। কিন্তু, হঠাৎ তাঁর বাবা মারা যাওয়ায় তাঁকে চাকুরির খোঁজ করতে হয় এবং শেষ পর্যন্ত ঘিলার্জার রেজিস্ট্রারের অফিসে কাজ পেয়ে ওখানেই স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান।

এন্তোনিওর মা, পেপ্পিনা মার্সিয়াজ্, আলেস্ গ্রামের মেয়ে। তাঁর বাবা ট্যাক্স সংগ্রহের দায়িত্বে ছিলেন—তা' ছাড়া তাঁর কিছু জমি জমাও ছিল। সে যুগে সার্দিনিয়ায় মেয়েদের লেখাপড়ার বিশেষ চল ছিল না। পেপ্পিনা কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণী অবধি পড়াশোনা করেছিলেন। পড়াশোনার ঝোঁকও ছিল তাঁর। হাতের কাছে যা' পেতেন, তা'ই পড়তেন।

এই বিয়েতে ফ্রান্সেস্কোর পরিবার মোটেই খুশি হতে পারেন নি। তাঁদের কাছে গেঁয়ো, আধা-কৃষক পরিবারের পেপ্পিনা সামাজিক ভাবে গ্রহণযোগ্য হন নি। সে যা' হোক, দু'টি দুর্ঘটনা না ঘটলে নব দম্পতি মোটামুটি সুখেই দিন কাটাতে পারতেন—এন্তোনিওর বাল্যজীবনও মোটামুটি মধুর হতে পারত। কিন্তু বাস্তব অন্যদিকে মোড় নিল।

এন্তোনিওর যখন ছয়-সাত বছর বয়স, তখন তাঁর বাবা অফিসের তহবিল তছরূপের অভিযোগে চাকুরি থেকে বরখাস্ত হন—যদিও বিচারের রায়ে ফ্রান্সেস্কোর অপরাধ খুবই নগণ্য এবং হিসেবের গরমিলও সামান্য প্রমাণিত হয়, তবুও তিনি কারাদন্ডে দণ্ডিত হন। বিচারের আগে এবং দণ্ডিত হবার পরে—দুই মেয়াদ মিলে তাঁকে প্রায় ছয় বছর কারাবাস করতে হয়। একদিকে যখন এই সংকট, যার ফলে গ্রামসি পরিবারের বরাতে জোটে নিদারুণ আর্থিক অনটন এবং সামাজিক গ্লানি তখনই এন্তোনিওকে এক অদ্ভুত রোগে ধরল।

এন্তোনিও—যাঁর ডাকনাম ছিল নিনো—জন্মের পরে একটু রুগ্ন হলেও প্রথমটায় স্বাভাবিক ও সুশ্রী শিশুর মতই বেড়ে উঠছিলেন। ওঁর যখন বছর সাতেক বয়স, তখন পিঠের একটা জায়গা ফুলে উঠল—আর তা' বাড়তেই থাকে। ক্রমশঃ বুক-পিঠ দু'দিকেই বিকৃতি শুরু হয়। কিছুকাল পরে আরও নানা উপসর্গ হাজির হয়—বিশেষ করে নাক মুখ দিয়ে রক্তপাত।

আর্থিক অনটন, স্বামীর বন্দীদশা, তার সঙ্গে জড়িত মামলা-মোকদ্দমা—এইসব গুরুভারে ভারাক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও পেপিনা নিনোর চিকিৎসার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা চালালেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। না হল বুক পিঠের বিকৃতি রোধ, না হল নিনোর সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি। বরং নিনোর শারীরিক বৃদ্ধিই রুদ্ধ হয়ে গেল—গ্রামসি পরিণত বয়সেও দেড় মিটার খানেক লম্বা হয়েছিলেন।

এই সময়ে নিনোর মা পেপিনা অসাধারণ দৃঢ়তা ও মনোবলের পরিচয় দেন। তাঁদের বিয়েকে অনুমোদন না করার জন্যে তিনি স্বচ্ছল শ্বশুরকুলের কারও সাহায্যপ্রার্থী হলেন না। তাঁর নিজের এক বোনও অবস্থাপন্ন, তাঁর কাছেও তিনি হাত পাতলেন না। পৈত্রিকসূত্রে কিছু জমি পেয়েছিলেন; প্রথমে তা বিক্রি করে দিয়ে জরুরী চাহিদা মেটালেন। তারপরে বাড়িতে একজন 'পেয়িং গেস্ট' রেখে এবং সেলাই ফোঁড়াই করে কষ্টেসৃষ্টে পুত্রকন্যা নিয়ে সংসারটিকে চালিয়ে যেতে লাগলেন।

নিনোকে এই সময় ঘিলার্জার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেওয়া হয়। রুগ্ন ও খানিকটা বিকলাঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও তিনি লেখাপড়ায় তীক্ষ্ন মেধার পরিচয় দেন। প্রতি বছরই খুব বেশি নম্বর নিয়ে পরীক্ষায় পাস করেন। তৃতীয় বার্ষিক পরীক্ষায় তিনি ১১টি বিষয়ে দশের মধ্যে দশ পেয়েছিলেন—আর তিনটি বিষয়ে দু' এক নম্বর কম। শেষের এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে দু'টি ছিল ব্যায়াম ও হাতের কাজ।

স্বভাবতই শারীরিক অক্ষমতার জন্যে নিনোকে বেশ কিছুটা সঙ্কুচিত হয়ে থাকতে হত। অন্য ছেলেমেয়েদের মত খেলাধুলো, দৌড়ঝাঁপে যোগ দেওয়া সম্ভব ছিল না তাঁর। দু'একজন অন্তরঙ্গ আত্মীয় বা বন্ধুর সঙ্গে মিলে অবশ্য তিনি কখনও কখনও কিছু কিছু আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত হয়েছেন। লেখাপড়া ছাড়া কলকব্জা তৈরিতেও তাঁর খুব আগ্রহ ছিল—স্নানের জন্যে একটা ঝরণাধারা বানিয়েছিলেন। পাড়ার কর্মকারের অনুরোধে বানিয়ে দিয়েছিলেন একটা জাহাজের মডেল, যা দেখে তাঁরা পরে টিনের খেলনা বানাবেন।

বাবার অবর্তমানে নিনোর চেয়ে সাত বছরের বড় ভাই গেনারোকে মাত্র ১৬ বছর বয়সে স্থানীয় জমি রেজিস্ট্রি অফিসে একটা ছোটখাটো চাকুরি নিতে হয়েছিল। পরীক্ষা শেষে ১৯০২ সনের গ্রীষ্মের সময় নিনো কিছুদিনের জন্যে তাঁর দাদার অফিসে কাজ করতে ঢুকলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ১১ বছর। রবিবার সকালবেলায় কিছুক্ষণ এবং প্রতিদিন ১০ ঘণ্টা করে তাঁকে কাজ করতে হ'ত। কাজ ছিল ভারী ভারী রেজিস্টার এক জায়গা থেকে

আরেক জায়গায় বয়ে নিয়ে যাওয়া। এই কাজের ফলে তাঁর সর্বাঙ্গে এমন ব্যথা হ'ত যে রাতে ঘুমানো কষ্টকর হয়ে পড়ত।

এই সময়ে গ্রামসি যে পারিপার্শ্বিক ও মানসিক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিলেন, সে সম্বন্ধে তাঁর এক বহুল সমাদৃত জীবনীগ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ "তাঁর পরিবারের কাছ থেকে বিশেষ নজর পাওয়া সত্ত্বেও এরকম দৈহিক রোগাক্রান্ত এক শিশুর উপরে এই ধরণের ক্লান্তিকর রুটিনের মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া হত খুবই গুরুতর। সব থেকে মনোরম দৃশ্য যে ঘর থেকে দেখা যেত, সেটিই তাঁকে দেওয়া হ'ত, সব থেকে ভালো খাবার যা' জুটত, তাও তিনিই পেতেন। ( তবুও ) তাঁর নিজের দৈহিক বিকৃতি, পিতার কারাবাসের লজ্জা, সংসারের নিরানন্দ পরিবেশ এবং অন্তহীন ত্যাগ—এই সবই তাঁকে আরও বেশি করে বিষণ্ণ করে তুলত।"

পরবর্তী কালে গ্রামসি নিজেই বলেছেন ঃ "আমার শারীরিক সামর্থ্য এতই সীমিত ছিল, আমাকে এত বেশি ত্যাগস্বীকার করতে হত যাতে আমার বদ্ধমূল বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল যে আমি পরিবারের উপরে একটা বোঝা, নিজের পরিবারে অনধিকার-প্রবেশকারী!"

আর্থিক, দৈহিক, মানসিক—নানা রকম প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও গ্রামসি লেখাপড়ায় ঢিলে দেননি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় ( ১৯০২-০৩ সনে ) তিনি প্রত্যেকটি বিষয়েই দশের মধ্যে দশ পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

কিন্তু তারপর? পরীক্ষায় এত ভালো ফল করেও এন্তোনিও গ্রামসির পক্ষে তখনই লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হল না। কাছাকাছি কোন মাধ্যমিক স্কুল নেই। পরিবারের খাওয়া জোটাই ভার, সুতরাং দূরে ছাত্রাবাসে ঠাঁই নিয়ে লেখাপড়ার প্রশ্নই ওঠে না। তা' ছাড়া দাদা গেনারোকে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষায় চলে যেতে হবে—চাকুরি থেকে ছুটি নিয়ে। তাই পরিবারের ভরণপোষণের জন্যে রেজিস্ট্রি অফিসে এন্তোনিওর কাজটা চালিয়ে যাওয়া সংসারের পক্ষে খুবই প্রয়োজন।

প্রায় সাড়ে পাঁচ বছর জেলে কাটিয়ে ১৯০৪ সনের জানুয়ারিতে এন্তোনিওর বাবা বাড়ি ফিরে এলেন। তার পরেও কয়েক মাস কেটে গেলে ঘিলার্জার সমাজে তাঁর পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং একটা চাকুরি পেতে। তিনি জমি রেজিস্ট্রি অফিসেই মোটামুটি একটা কাজ পেয়ে গেলেন। ১৯০৫ সনের শেষাশেষি, গ্রামসির বয়স যখন প্রায় ১৫ বছর, তখন তাঁর মা বাবা স্থির করলেন—সংসারের আর সবাইর যতই কষ্ট হোক, ওঁকে স্কুলে ভর্তি করে দিতেই হবে। তিনি শেষ পর্যন্ত ভর্তি হলেন ঘিলার্জা থেকে ১৮ কিলোমিটার দূরে সানতালাসুরজু নামে এক ছোটো শহরে জীর্ণদশার এক স্কুলে।

এই তিন বছর স্কুলে না পড়লেও গ্রামসি লেখাপড়া বন্ধ রাখেন নি। গ্রামে যে দু' চারজন পড়ুয়া ছেলে ছিল, তাদের সঙ্গে ভাব করে, কখনও বা কিছু

পয়সা দিয়েও, তিনি লেখাপড়া যথাসাধ্য চালিয়ে গিয়েছেন। ফলে তিনি এই স্কুলের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হ'তে পারলেন।

এন্তোনিও মাসিক পাঁচ লিরায় এক কৃষক পরিবারে থাকাখাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। প্রতি সোমবার বাড়ি থেকে এসে সেখানে উঠতেন, শনিবার আবার বাড়ি ফিরে যেতেন। বাড়ি থেকে আসার সময়ে মা কিছু খাবার জিনিস সঙ্গে দিয়ে দিতেন। এন্তোনিও অবশ্য মাঝে মাঝেই তা' বিক্রি করে দিয়ে সেই পয়সায় বই কিনতেন এবং পরে ধরা পড়ে মার কাছে বকুনি খেতেন।

এই স্কুলে পড়ার সময়েই সমাজবাদের সঙ্গে এন্তোনিওর প্রথম পরিচয় ঘটে। দাদা গেনারো তখন মিলিটারি ট্রেনিং-এর জন্যে ইতালির মূল ভূখণ্ডে তুরিন শহরে আছেন। শহরটি তখনই শ্রমিক, তথা সমাজবাদী আন্দোলনের পীঠস্থান। গেনারোও এর মধ্যে সমাজবাদী ভাবধারায় দীক্ষিত হয়ে গিয়েছেন। তিনি মাঝে মাঝেই ছোটভাইকে কিছু কিছু রাজনৈতিক বইপত্র পাঠাতেন। এন্তোনিও আগ্রহের সঙ্গে তা' পড়ে ফেলতেন।

গেনারো মিলিটারি ট্রেনিং নিয়ে যখন ফিরে এলেন, তখন তিনি পুরাপুরি সমাজবাদী। এন্তোনিও ক্রমশঃ এই বিশ্বাসের ভাগীদার হয়ে পড়লেন। পরবর্তীকালেও যে রাজনৈতিক বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এই দুই ভাই একই পথে এগিয়েছেন—সোশ্যালিস্ট পার্টি থেকে কমিউনিস্ট পার্টি—তা, আমরা যথা প্রসঙ্গে আলোচনা করব।

অবস্থাগতিকে শেষ পর্যন্ত যে বিদ্যালয়ে গ্রামসি এসে ভর্তি হলেন, তাকে আর যাই হোক, বিদ্যাচর্চার পীঠস্থান বলা চলে না। জীর্ণ, ভঙ্গুর ঘরবাড়ি, পাঠ্যসূচীর অনেক বিষয়ে শিক্ষক নেই। যে সব বিষয়ে শিক্ষক আছেন, তাঁদের মধ্যে কারও কারও আবার শিক্ষকতায় মনোযোগের অভাব। তার উপরে, গ্রামসি'র অস্বাস্থ্যকর বাসস্থান, আর খাদ্যাভাব থেকে অপুষ্টি। সুতরাং পরীক্ষার ফল খুব ভালো হবার জো ছিল না, হলও না। সাড়ে সতেরো বছর বয়সে ফাইন্যাল মাধ্যমিক পরীক্ষায় এন্তোনিও মোটামুটি ভালোভাবে উত্তীর্ণ হলেন।

এর পরে গ্রামসি ভর্তি হলেন সার্দিনিয়ার রাজধানী কাগলিয়ারিতে এক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। গ্রামসিকে এই সুযোগ দেবার জন্যে দাদা ঘিলার্জার রেজিষ্ট্রি অফিসের বদলে এই শহরে এক কাজ জুটিয়ে নেন—মাইনে মাসে একশো লিরা। মোটামুটি এরই ভরসায় দুই ভাই এক জরাজীর্ণ ঘর ভাড়া নিয়ে বাসা বাঁধলেন—রাজধানীতে। মাঝে মাঝে অবশ্য বাড়ি থেকে কিছু টাকা-পয়সা আনাতে হ'ত গ্রামসির জন্যে। মোটের উপরে যা' জুটত, তাতে খুবই দৈন্যদশায় লেখাপড়া চালাতে হত গ্রামসিকে।

রাজধানীতে তখন আমোদ উৎসবের আয়োজন কম ছিল না। থিয়েটার, সিনেমা, ক্লাব, রেস্তোরাঁ—গ্রামসির সহপাঠী ছাত্ররা যখন এইসব উৎসব-ব্যসনে লিপ্ত, গ্রামসি তখন প্রায়ান্ধকার ঘরে ছিন্নবস্ত্রে গা ঢেকে কোনক্রমে হয় তো শীত থেকে আত্মরক্ষার সংগ্রামে ব্যস্ত। তাঁর সহপাঠী এক ছাত্রের স্মৃতিতে ঃ

"গ্রামসির গায়ে কখনও ওভারকোট দেখেছি বলে মনে হয় না। একজোড়া ছোটখাটো ড্রেন পাইপ ট্রাউজার এবং গায়ে ছোট হয় এমন একটা জ্যাকেট—সব সময়ে এটাই তাঁর পোশাক ছিল। ঠান্ডা পড়লে জ্যাকেটের তলায় একটা পশমী স্কার্ফ জড়িয়ে আসতেন তিনি। তাঁর নিজের কোনো বইই হয় তো ছিল না—সব বই তো নয়ই। তবে তিনি খুব মনোযোগী ছিলেন—তাঁর স্মৃতি-শক্তি এবং উচ্চশ্রেণীর মেধা তাঁকে সাহায্য করত। আমি তাঁর পেছনের সারির বেঞ্চে বসে তাঁকে ছোট ছোট হস্তাক্ষরে নোট নিতে দেখতাম। মাঝে মাঝে আমি তাঁকে বই ধার দিতাম—তা ছাড়া, শিক্ষকরাও দিতেন।"

গ্রামসি নিজের স্মৃতিচারনায় বলেছেন যে একবার পুরানো জুতো মেরামতির জন্যে জমা দিয়ে তিনি ঘর থেকে বার হতে পারেন নি।

এখানে একজন শিক্ষক ছিলেন—রাফা গার্সিয়া। লেখক, সাহিত্য-সমালোচক, সাংবাদিক এবং উগ্র প্রগতিবাদী চিন্তাধারার জন্যে তাঁর যথেষ্ট পরিচিতি ছিল। আরও দুজন শিক্ষক ছিলেন প্রগতিবাদী। একজন তো সংগ্রামী সমাজবাদী এবং গ্রামসির দাদা গেনারোর বন্ধু।

গার্সিয়া যদিও সাধারণত ছাত্রদের সঙ্গে কিছুটা রূঢ় ব্যবহার করতেন, গ্রামসির সঙ্গে তাঁর ব্যবহার ছিল কোমল। তিনি তাঁকে বইপত্র দিয়ে সাহায্য করতেন। তাঁর ঘরে আমন্ত্রণ করে আনতেন। এমন কি, তাঁর সম্পাদিত পত্রিকার অফিসে অনুষ্ঠিত আলোচনায়ও গ্রামসির আসাযাওয়া ছিল। শেষ পর্যন্ত এই দুজনের সম্পর্কটা দাঁড়ায় ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত।

গেনারো ইতিমধ্যে রাজনৈতিকভাবে আরও এগিয়ে গিয়েছেন—সংগ্রামী সমাজবাদী হয়ে উঠেছেন। স্থানীয় সোশ্যালিস্ট পার্টির সম্পাদক এবং চেম্বার অব লেবার-এর কোষাধ্যক্ষও।

গ্রামসির পরবর্তীকালের স্মৃতিচারণায় জানা যায় যে এই সময়ে তিনি মার্ক্সের রচনার সঙ্গেও পরিচিত হন—তবে তা' মোটের উপরে 'বুদ্ধিবৃত্তিগত কৌতূহলের জন্যে'।

গ্রামসির সাংবাদিকতারও হাতে খড়ি হয় এই সময়ে। ১৯১০ সনের জুলাইমাসে যখন তিনি ছুটিতে বাড়ি আসেন তখন আগে থেকে ব্যবস্থা করে তিনি তাঁর শিক্ষক-বন্ধু গার্সিয়া-সম্পাদিত পত্রিকায় স্থানীয় খবর দিয়ে রিপোর্ট পাঠাতে শুরু করেন। প্রথম রিপোর্টটি প্রকাশিত হয় ২৬শে জুলাইর পত্রিকায়।

এদিকে দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে গ্রামসি লেখাপড়া চালিয়ে যেতে লাগলেন। কাগলিয়ারিতে শেষ বছরে শেষের আট মাস ব্যয় সঙ্কোচের উদ্দেশ্যে তিনি দিনে এক বার করে খেয়েছেন। দুপুরের খাওয়াটাই অনেক পরে খেয়েছেন—যাতে রাতে অনাহারে কাটানো যায়। যা' হোক, শেষ পর্যন্ত ১৯১১ সনে তিনি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠক্রম শেষ করলেন—শেষ পরীক্ষায় ইতালীয় ভাষার লিখিত পরীক্ষায় পেয়েছিলেন দশে নয়, অন্যসব

বিষয়ে দশে আট। এর পরে উচ্চ শিক্ষার জন্যে চলে এলেন উত্তর ইতালির শিল্পকেন্দ্র ভূতপূর্ব সার্দিনিয়া রাজ্যের রাজধানী তুরিনে।

তুরিন বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্লো আলবার্তো কলেজে ভূতপূর্ব সার্দিনিয়া রাজ্যের দরিদ্র কিন্তু যোগ্যতাসম্পন্ন কিছু ছাত্রকে মাসিক ৭০ লিরা করে বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা ছিল। অনাহারে দুর্বল দেহ নিয়ে, যথোপযুক্ত প্রস্তুতির সুযোগ না পেয়েও গ্রামসি তুরিনে এসে মোট তিনটি বৃত্তির একটি পাবার আশায় প্রতিযোগিতায় যোগ দিলেন। এই সময়ে তিনি কয়েকবার মূর্ছা যান; তা সত্ত্বেও প্রতিযোগিতায় নবম স্থান অধিকার করে তিনি বৃত্তি লাভ করেন। এইখানেই সার্দিনিয়া দ্বীপের অরেকজন দরিদ্র ছাত্র তাঁরই মত বৃত্তি পেয়ে পড়ার সুযোগ করে নিলেন—তিনি পরবর্তীকালে ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টিতে গ্রামসির সহকর্মী এবং আরও পরে সর্বাগ্রগণ্য নেতা হন, তিনি হলেন পালমিরো তোগলিয়াত্তি।

পরবর্তীকালে তোগলিয়াত্তি মন্তব্য করেছেন—"আমাদের দু'জনের চরম দারিদ্র্য প্রকাশ পেত আমাদের জামাকাপড়ে"।

বাড়ি থেকে ১০০ লিরা পকেটে নিয়ে গ্রামসি বার হলেন তুরিনের পথে। তা' থেকে ৪৫ লিরা চলে গেল তৃতীয় শ্রেণীর রেল টিকেট বাবদ। ৫৫ লিরা হাতে নিয়ে তিনি নামলেন অপরিচিত এক নতুন জগতের মুখোমুখি হ'তে। সময়টা হল ১৯১১ সনের অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি। এই সময় থেকে ১৯১৫ সনের এপ্রিল মাস অবধি তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিলাভের জন্যে সর্বপ্রকার কৃচ্ছ্রতা ও কষ্ট স্বীকার করেছেন। অনাহার, অপুষ্টি ও নানাবিধ দৈহিক ব্যাধিতে তিনি বারম্বার পীড়িত হয়ে পড়েছেন। উত্তর ইতালির তীব্র শীতে উপযুক্ত গরম পোশাকের অভাবে, অন্ধকার কোটরের মত দীনহীন আস্তানায়, মানুষজন থেকে নিজেকে গুটিয়ে এনে কাটিয়ে দিয়েছেন দিনের পর দিন। অসুস্থতা ও মানসিক অভাববোধের দরুন মাঝে মাঝেই স্নায়বিক বিকারের ফলে সময় মত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বসতে পারেন নি। এর জন্যে একমাত্র ভরসা মাসিক ৭০ লিরা জলপানি—সাময়িকভাবে রহিত হয়েছে কয়েকবারই। ফলে দারিদ্র্য ও দারিদ্য-জনিত সমস্যাগুলি আরও তীব্র হয়ে সংকটকে গভীরতর করেছে। তা' সত্ত্বেও অসাধারণ চারিত্রিক দৃঢ়তার বলে গ্রামসি পরবর্তী সুযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় একটির পর একটিতে বসেছেন এবং অধিকাংশ পরীক্ষায় উচ্চমানের নম্বর নিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন। এই সময়ের স্মৃতিচারণ করে গ্রামসি নিজে বলেছেন ঃ

"আমি যেভাবে জীবন থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছিলাম, তা' ঠিক হয় নি। বছর দুয়েকের জন্যে আমি এই দুনিয়ার বাইরে চলে গিয়েছিলাম ; সে যেন এক দীর্ঘ স্বপ্ন। মানুষজনের জগতের সঙ্গে আমার সব ক'টি যোগসূত্র আমি ছিন্ন হতে দিয়েছিলাম—একটির পর একটি। আমি শুধু মগজ নিয়েই বেঁচেছিলাম, সম্পূর্ণ হৃদয়বিবর্জিত হয়ে…সমগ্র মানবজাতি

যেন আমার কাছে নস্যাৎ হয়ে গিয়েছিল ; আমি যেন গুহার মধ্যে একাকী একটি নেকড়ে বাঘ।”

এই স্মৃতিচারণার মূল যা, সেই আসল অভিজ্ঞতা যে কতটা হৃদয়বিদারক ও মর্মস্পর্শী, তার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যাবে সমসাময়িককালে বাবার কাছে লেখা গ্রামসির এই পত্র থেকে ঃ

“তোমাকে যখন এই পত্র লিখছি, তখন ক্রোধ আর গভীর হতাশা ছাড়া আর কিছুই আমার মনে ঠাঁই পাচ্ছে না ; এই দিনটা দীর্ঘকাল আমার মনে থাকবে ; তবে দুঃখের বিষয় দিনটা এখনও শেষ হয় নি। সবই বৃথা। আমি পাগলের মত খাটছিলাম মাসখানেক ধরে এবং গত ক'দিন আরও বেশি করে ; কিন্তু এখন—নিদারুণ এক সঙ্কটের পরে—আমাকে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে।···আমি ( এবার ) পরীক্ষা দেব না কারণ আমি আধ-পাগলা হয়ে পড়েছি, অথবা আধা-নির্বোধ বা পুরোপুরি নির্বোধ—কতটা কী, আমি নিজেও জানি না—পুরোপুরি এবং সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয়ে যাবার জন্যে আমি পরীক্ষা দিতে বসব না···প্রিয় বাবা, পুরো একমাস দারুণ মনোযোগ দিয়ে পড়ার পরে আমি যা পেয়েছি, তা হচ্ছে ক্লান্তিতে বেঘোর হয়ে যাওয়া এবং পুরানো সেই মাথাধরা, তবে আগের চাইতে তীব্রতর ; তা' ছাড়াও মস্তিষ্কে এক ধরণের রক্তাল্পতা যার ফলে সব কিছু ভুলে যাই এবং মগজে তোলপাড় শুরু হয় আর আমাকে সত্যিসত্যিই পাগল করে তোলে। আমি কোনক্রমেই এর হাত থেকে রেহাই পাইনা, কিছুতেই শান্তি পাইনা, না হাঁটা-হাঁটি করে, না বিছানায় শুয়ে, না উন্মাদের মত মেঝেতে গড়াগড়ি দিয়ে··· গতকাল আমার ল্যান্ডলেডি এক ডাক্তার ডেকে এনেছিলেন : তিনি আমাকে এক ইঞ্জেকশন দেন শান্ত করার জন্যে। আজ আমি আফিং খাচ্ছি, তবুও সর্বাঙ্গে থর থর করে কাঁপছি, সম্মুখে আসন্ন সর্বনাশের আশঙ্কায় আমি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি···”

আর্থিক, শারীরিক ও মানসিক এত রকম সঙ্কটের মধ্যেও গ্রামসির জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে কোনরকম ক্লান্তি বা আলস্য ছিল না। খাবার পয়সা না জুটলেও যেটুকু সম্বল হাতে থাকত, তার একটা ভালো অংশ তিনি বই পত্র কিনতে ব্যয় করতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর নিজের পাঠ্য বিষয়ের কোনও লেকচার তো বাদ দিতেনই না, অন্য বিভাগেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে লেকচার থাকলে, তিনি হাজির থাকতেন। এ সম্বন্ধে তোগলিয়াত্তি লিখেছেন ঃ যেখানেই কোন অধ্যাপক কোন মূলগত বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দিতেন, সেখানেই গ্রামসির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক অধ্যাপকের সঙ্গেই গ্রামসির হৃদ্যতা জন্মে—বন্ধুত্ব হয়। এঁদের মধ্যে ছিলেন—ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক মাত্তিও কর্তোলি এবং ইতালীয় সাহিত্যের অধ্যাপক উমবার্তো কসমো। বিশ্ববিদ্যালয়ে সহপাঠী ছাত্রদের মধ্যে তাঁর যে সব বন্ধু পরবর্তীকালে রাজনৈতিক সহকর্মী হন, তাঁরা হলেন পালমিরো তোগলিয়াত্তি, এঞ্জেলো তাস্কা, উমবার্তো তেরাসিনি।

তা'ছাড়া ছিলেন পিয়েরো স্রাফা, যিনি পরে অর্থনীতিবিদ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন এবং কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হন।

সমাজবাদের প্রতি তো গ্রামসির আকর্ষণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠের সময়েই জন্মেছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠের সময়ে তা' ক্রমশ দৃঢ়তর হতে থাকে। যখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে, তখন তুরিনের মোটর নির্মাণ কারখানার শ্রমিকরা ৯৬ দিন ব্যাপী এক ধর্মঘট চালান। সরাসরি সংযুক্ত না হলেও গ্রামসি এর প্রভাবের বাইরে ছিলেন না।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে ১৯১৩ সনে সদ্য প্রবর্তিত প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সার্দিনিয়ায় যে নির্বাচন হয়, তাতে সোশ্যালিস্ট প্রার্থীদের পক্ষে কাজ করতে গিয়ে গ্রামসি মূল্যবান রাজনৈতিক শিক্ষা অর্জন করেন। এই সময়ে ছুটিতে তিনি বাড়ি এসেছিলেন বলে এই নির্বাচনে কাজ করার তিনি সুযোগ পান।

১৯১৪ সনের ৩১শে অক্টোবরের সংখ্যায় তিনি তুরিনের সোশ্যালিস্ট পত্রিকা 'ইল গ্রিদো দেল পোপোলো'তে তাঁর প্রথম রাজনৈতিক রচনা প্রকাশ করেন। ১৯১৫ সনের শেষের দিক থেকে অগ্রণী সোশ্যালিস্ট দৈনিক 'অবান্তি'তে তিনি তুরিনের পরিস্থিতি সম্বন্ধে লিখতে শুরু করেন।

তবে সরকারিভাবে কবে যে তিনি সোশ্যালিস্ট পার্টির সদস্য হন, তা জানা যায় না, যদিও কারও কারও মতে তিনি ১৯১৩ সনেই এই পার্টির সদস্য হন। ১৯১৫ সনের ১৩ই এপ্রিল তিনি তাঁর তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর শেষ পরীক্ষা দেন ; ঐ বছরই মে মাসের চতুর্থ সপ্তাহে ইতালি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেয়। ঐ সময় থেকেই গ্রামসি সমসাময়িক সমস্যা নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক ও সংগ্রামে সামিল হয়ে পড়েন। তাঁর এক প্রামাণ্য জীবনীকারের মতে, ১৯১৫ সনের শেষ ও ১৯১৬ সনের গোড়া—এর মধ্যে কোন সময়ে 'পেশাদারী বিপ্লবী' হিসেবে গ্রামসির নবজন্ম হয়।

## দুই

১৯১৬ সনের গোড়ার দিকেই গ্রামসি এসে বাসা বাঁধলেন তুরিনের এক প্রধান শ্রমিক কেন্দ্রে—বাড়িটিতে ছিল জেনারেল ওয়াকার্স এসোসিয়েশন, রেল-শ্রমিক সমবায় এবং আরও কয়েকটি শ্রমিক ইউনিয়নের অফিস। তা'ছাড়াও ছিল 'ইল গ্রিদো দেল পোপোলো' নামে সাময়িক পত্র এবং মিলান থেকে প্রকাশিত বহুল প্রচারিত দৈনিক 'অবান্তি'র স্থানীয় অফিস ; এবং সর্বোপরি ছিল সোশ্যালিস্ট পার্টির স্থানীয় কেন্দ্র। দু'জন সহকর্মী নিয়ে গ্রামসি 'অবান্তি'র কাজকর্ম চালাতেন, সঙ্গে সঙ্গে 'ইল গ্রিদো'তেও লিখতেন। এই সময়ে অবশ্য অধিকাংশ লেখা তাঁর স্বনামে প্রকাশিত হত না—বড়জোর, কখনো কখনো এ.জি. এই দুটি আদ্যাক্ষর জুড়ে দিতেন।

যদিও গ্রামসির সঙ্গে একই সময়ে তাঁর তিন বন্ধু, এঞ্জেলো তাস্কা, উমবার্তো তেরাসিনি ও পালমিরো তোগলিয়াত্তিও সোশ্যালিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন, তবুও তুরিনে এই প্রথম যুগে তাঁদের সাহচর্য পাবার সুযোগ গ্রামসির ছিল না। দৈহিক প্রতিবন্ধকতার জন্যে গ্রামসি অবশ্য সামরিক বাহিনীতে যোগ দেবার বাধ্যবাধকতা থেকে রেহাই পেয়েছিলেন। তাঁর বন্ধুদের সেনাবাহিনীতে নাম লিখিয়ে যুদ্ধে যেতে হয়েছিল।

'ইল গ্রিদো' ও 'অবন্তি'—এই দুটি পত্রিকায় গ্রামসি অবশ্য অনেক লেখাই লিখেছেন—তাঁর নিজের হিসেবে, এই সব লেখা ছাপা হলে তা' ১০ থেকে ২০ খন্ড ৪০০ পৃষ্ঠার বই হত। তবে তাঁর নিজের মতে এই সব তাৎক্ষণিক রচনার বিশেষ কোন স্থায়ী মূল্য ছিল না। তবে এই সময়ের রচনাতেও তাঁর একটি মৌলিক প্রবণতা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল—বৈপ্লবিক ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচীর মধ্যে যোগসূত্রের গুরুত্ব। ১৯১৬ সনের একটি নিবন্ধে দেখা যায় তিনি লিখেছেন ঃ

"প্রত্যেক বিপ্লবের পূর্ববর্তী হচ্ছে সমাজ সমালোচনায় ঐকান্তিক অভিনিবেশ, সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশ ও বিস্তার।"

এই প্রসঙ্গে তিনি ফরাসি বিপ্লবের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেন—প্রবুদ্ধি (এন-লাইটেনমেণ্ট) যার পথ প্রশস্ত করেছিল।

'ইল গ্রিদো'র এমন আর্থিক সামর্থ্য ছিল না যে এখান থেকে গ্রামসির কাজের জন্যে তাঁকে কোন পারিশ্রমিক দেওয়া যায়। দু একজন ছাত্র পড়ানো ছাড়া তাঁর জীবিকার একমাত্র সম্বল ছিল 'অবন্তি' থেকে পাওয়া মাসিক ৫০ লিরা, যা কিনা একজনের বাঁচার জন্যে মোটেই পর্যাপ্ত ছিল না। সুতরাং গ্রামসির জীবনে এতদকালের সঙ্গী, অর্থাৎ দারিদ্র্য, এখনও তাঁর অনুবর্তী।

১৯১৭ সনের ফেব্রুয়ারিতে এক বন্ধুর উদ্যোগে চার-পৃষ্ঠা এক ইস্তাহার প্রকাশিত হয়—'ভবিষ্যতের নগরী', এই শিরোনাম নিয়ে। ইস্তাহারটি পুরোপুরি গ্রামসির লেখনী প্রসূত। উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ভাববাদী চিন্তাধারার ছাপ সত্ত্বেও গ্রামসির তাত্ত্বিক উত্তরণের ইতিহাসে এই রচনাটি সুস্পষ্ট দিক্‌নির্দেশক।

যুদ্ধকালীন অবস্থায় সরকারি বিবাচকের (সেন্সরের) কলমের খোঁচায় জর্জরিত এই সংক্ষিপ্ত রচনায় বিপ্লবী প্রেরণা এবং তার সার্থক উপলব্ধির অপরিহার্য কিছু পূর্বশর্ত—দুইই উপস্থিত।

বিপ্লব ও স্থিতাবস্থার পারস্পরিক সংঘাত সম্পর্কে এতে লেখা হয়—

"শৃঙ্খলা ও বিশৃঙ্খলা—রাজনৈতিক বিতন্ডায় এই কথা দুটি প্রায়ই ব্যবহৃত হয়। শৃঙ্খলা-অনুবর্তী দল, শৃঙ্খলা-কামী ব্যক্তি, রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা…'শৃঙ্খলা' কথাটিরই যেন রহস্যময়ী ক্ষমতা আছে—রাজনৈতিক সংস্থাগুলি এই ক্ষমতার জোরেই প্রধানত চালু থাকে। বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থাকে উপস্থিত করা হয়—সুস্থিত, সুসঙ্গতভাবে সমন্বিত একটি অখন্ড ব্যবস্থা হিসেবে, এবং ব্যাপক জনসাধারণ (এর ফলে) দ্বিধাগ্রস্ত এবং হতাশাগ্রস্ত

হয়। যখনই কোন আমূল পরিবর্তনের ফলাফল নিয়ে তাদের কোন চিন্তা জাগে…তারা শুধু বর্তমান ব্যবস্থা চূর্ণ করার কথা চিন্তা করতে পারে, কিন্তু ভাবতে পারে না এমন কোন নতুন ব্যবস্থার সম্ভাব্যতা যা কিনা পূর্বতন ব্যবস্থার তুলনায় আরও সুসংগঠিত ও সজীব হতে পারে…তারা শুধু বলপূর্বক ধ্বংসসাধনটাই দেখতে পায়, এবং ভীরু প্রাণ নিয়ে ঐ সম্ভাবনা থেকে পালিয়ে আসে, যেটুকু আছে, তা'ও হারাবার ভয়ে, সংপ্লব (কেওস্) ও অনিবার্য বিশৃঙ্খলার ভয়ে।"

এই নিবন্ধের শেষাংশে গ্রামসি বলেন ঃ "সমাজবাদীর কর্তব্য—নিছক একটি সমাজ বিন্যাসের পরিবর্তে আরেকটি সমাজ বিন্যাস প্রতিষ্ঠা নয়। তাঁদের কর্তব্য শৃঙ্খলা, অর্থাৎ সঠিক শৃঙ্খলাটিই প্রতিষ্ঠা করা। আইনগত যে নীতিটি প্রতিষ্ঠা করা তাঁদের লক্ষ্য হওয়া উচিত তা' হচ্ছে ঃ **সব নাগরিকের অধিকার হিসেবে সামগ্রিক মানবিক সত্তার পূর্ণাঙ্গ পরিপূরণের সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি।** এই নীতি বাস্তবায়িত হলে অতীতের সবরকম সংকীর্ণ অধিকার সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হয়ে যাবে। **এটা নিয়ে আসবে সর্বনিম্ন নিরোধনের পাশাপাশি সর্বোচ্চ স্বাধীনতা।**" (গুরুত্ব আরোপণ—গ্রামসির।)

এই সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি থেকেই ইঙ্গিত পাওয়া যায়—অর্থনীতিবাদী গণ্ডি পেরিয়ে পূর্ণাঙ্গ চেতনার দিকে গ্রামসির অভিযাত্রা। পরবর্তীকালে তাস্কা, তেরাসিনি, তোগলিয়াত্তির সঙ্গে একযোগে পরিচালিত 'লোর্দিনে নোভো'র মূল অভিঘাতের ইঙ্গিতও পাওয়া যাচ্ছে এখানে।

এই সময়ের দুটি ঘটনা গ্রামসি, তথা ইতালীয় শ্রমিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে স্থায়ী ছাপ ফেলে ঃ প্রথমত, রুশদেশে জার বিরোধী ফেব্রুয়ারি বিপ্লব, দ্বিতীয়ত, আগস্ট মাসে তুরিণের শ্রমিক বিদ্রোহ।

ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর থেকেই ইতালির সংগ্রামী সমাজবাদীরা লেনিনের পক্ষাবলম্বী হয়ে দাঁড়ান। গ্রামসিদের মুখপত্র 'ইল গ্রিদো'তে লেখা হয় ঃ লেনিন (বিপ্লবী জনগণের) "যে শক্তি জাগ্রত করেছেন, তার মৃত্যু নেই। তাঁর এবং তাঁর বলশেভিক সহকর্মীদের দৃঢ় বিশ্বাস যে সমাজবাদ এখনই, যে কোন মুহূর্তে বাস্তবায়িত হতে পারে।"

২৩শে আগস্ট (১৯১৭) তুরিণের রাজপথে ব্যারিকেড দেখা গেল। এই অভ্যুত্থানের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল—বাজার থেকে রুটির অন্তর্ধান। কিন্তু এই সংঘাতে যে ব্যাপক ও গভীর বিপ্লবী দৃঢ়তা প্রকাশ পেল, তার শিকড় ছিল আরও গভীরে। এই সময়ে যুদ্ধ বিরোধী মনোভাব ব্যাপকতা লাভ করে। রুশী দৃষ্টান্ত ইতালীয় শ্রমিকদের সরাসরি অনুপ্রাণিত করে। ফলে কোন নির্দিষ্ট নেতৃত্বের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও বিদ্রোহ বিস্তৃত হয়।

২৩শে আগস্ট সকালে গুলিগোলা চলে। সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক ও জনতা গাছের গুঁড়ি, ট্রামগাড়ি ও রেলগাড়ি টেনে এনে বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থলে অবরোধ গড়ে তোলে। বিদ্রোহী জনতার সঙ্গে সোশ্যালিস্ট পার্টির কোন বিশেষ যোগাযোগ ছিল না। ফলে বিশৃঙ্খল জনতা কিছু লুটপাটও চালিয়ে যায়।

অন্যদিকে মিলিটারি বিদ্রোহীদের উপরে ব্যাপক ভাবে গুলি চালায়। ৫০ জনেরও বেশি লোক নিহত হয়, দুই শতাধিক লোক হয় আহত। সঙ্গে সঙ্গে চলে ব্যাপক ধরপাকড়। সোশ্যালিস্ট পার্টির প্রায় সব নেতাই গ্রেপ্তার হন। ফলে পার্টির কাজ চালাবার জন্যে ১২ জনের অ্যাড হক এক কমিটি গঠিত হয়, যার একজন ছিলেন গ্রামসি।

এর কিছুকাল পরেই এল নভেম্বরের ঐতিহাসিক বলশেভিক বিপ্লব। এই বিপ্লবকে অভিনন্দিত করে সোশ্যালিস্ট সংবাদপত্র 'অবন্তি'তে গ্রামসি লিখলেন তাঁর সারগর্ভ নিবন্ধ ঃ বলশেভিকরা আর্থনীতিক নিরিখে পশ্চাৎপদ রুশদেশে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য নিয়ে বিপ্লব করে মার্ক্সের রচিত 'ক্যাপিটালের' আক্ষরিক বক্তব্যের বিরুদ্ধাচরণ করে থাকলেও তাঁর মূল বক্তব্যেরই অনুসরণ করেছেন।

এই সময়ে 'ইল গ্রিদো'র সম্পাদিকা মারিয়া জুদিসে গ্রেপ্তার হন। ফলে গ্রামসিকেই সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। ১৯১৮ সনের ১৯শে অক্টোবর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। এর মধ্যবর্তী সংক্ষিপ্ত সময়ের পরিসরে গ্রামসির পরিচালনায় 'ইল গ্রিদো' খৃষ্টীয় 'সুসমাচার' প্রচারের ধরণ থেকে বিপ্লবী সমাজবাদের তত্ত্ব ও সংগ্রাম-কৌশলের অনুবর্তী সমাজবাদী সংস্কৃতির পর্যালোচনার পর্যায়ে উন্নত হয়।

১৯১৮ সনের ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি থেকে গ্রামসি শুধু 'অবন্তি'র কাজে নিযুক্ত থাকেন। এই সময় থেকে ঐ পত্রিকার একটি সংস্করণ তুরিন থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। ইতিমধ্যে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটেছে ; যুদ্ধকালীন দমনমূলক আইনকানুন কিছু কিছু তুলে নেওয়া হয়েছে। কারারুদ্ধ নেতারা ফিরে আসায় এবং স্থানীয় সোশ্যালিস্ট পার্টি নেতৃত্ব পুনর্গঠিত হওয়ায় গ্রামসি কিছুকালের জন্যে নেতৃত্ব থেকে বাদ যান।

গ্রামসির ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক তিন বন্ধু, তাস্কা, তেরাসিনি এবং তোগলিয়াত্তিও যুদ্ধ থেকে ফিরেছেন। তিনবন্ধুতে রাজনৈতিক-তত্ত্বগত মত বিনিময় চলে এবং মোটামুটি একই ধারায় এসে মিলিত হন—গ্রামসির ভাষায় "অস্বচ্ছ এক প্রলেতারীয় সংস্কৃতির জন্যে অস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষা"। তিন বন্ধু মিলে পরিকল্পনা হল—একটি সাময়িক পত্র প্রকাশের। বন্ধু তাস্কা কী রকমে যেন টাকা জোগাড় করলেন—৬০০০ লিরা। ১৯১৯ সনের মে'তে প্রথম প্রকাশিত হল—'লোর্দিনে নোভো' ( নব বিধান )।

এই পত্রিকার বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করে গ্রামসি নিজে লিখেছেন ঃ প্রথম দিকে এটি ছিল "বিমূর্ত সংস্কৃতি এবং বিমূর্ত তথ্যের বাহন"। পরে তিনি ও তোগলিয়াত্তি উদ্যোগ নিলেন যা'তে এর চরিত্র বদল হয়ে এটি নিয়োজিত হয় "ইতালীয় শ্রমিকশ্রেণীর ইতিহাসের মধ্যে সোভিয়েতের ঐতিহ্য আবিষ্কারের প্রচেষ্টায়, ইতালীয় বিপ্লবী মননের সূত্র আবিষ্কারে।

**ফলত, "ফ্যাক্টরি কমিটি বিকাশের সমস্যা হয়ে উঠল 'লোর্দিনে নোভো'র কেন্দ্রীয় সমস্যা, ( মূল ) চেতনা"।**

শুধু পত্রিকাতেই নয়, সরাসরি আলোচনার মাধ্যমেও এই বক্তব্য শ্রমিকদের মধ্যে নিয়ে যাবার প্রচেষ্টায় রত হলেন তাঁরা। গ্রামসি লিখেছেন ঃ

"তোগলিয়াত্তি, তেরাসিনি ও আমি নিমন্ত্রিত হতাম (শ্রমিকদের) পাঠ-চক্রে এবং বড় বড় ফ্যাক্টরি সভায় বলবার জন্যে ; শপ স্টুয়ার্ড ও ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার জন্যে। আমরা এগিয়ে চললুম। ফ্যাক্টরি কমিটি গঠনের সমস্যা হয়ে উঠল কেন্দ্রীয় সমস্যা, 'লোর্দিনে নোভো'র মূল বাণী। এটি প্রতিভাত হয়ে উঠল শ্রমিক বিপ্লবের মূল সমস্যা হিসাবে, শ্রমিকদের 'মুক্তি' অর্জনের সমস্যা হিসেবে। আমাদের কাছে এবং আমাদের যাঁরা অনুবর্তী তাঁদের কাছে "লোর্দিনে নোভো' হয়ে দাঁড়াল 'ফ্যাক্টরি কাউন্সিলের মুখপত্র'।"

শিগ্গিরই অর্থাৎ ১৯১৯ সনের মে মাসে গ্রামসি আবার সোশ্যালিস্ট পার্টির তুরিন শাখার কার্যকরী সমিতির সদস্য নির্বাচিত হন, এর কিছুকাল পরেই ২০শে জুলাই, কিছুদিনের জন্যে তাঁকে কারারুদ্ধ হতে হয়।

এই সময়েই অর্থাৎ ১৯১৯ সনের জুলাই থেকে ১৯২০ সনের সেপ্টেম্বর অবধি তুরিন অঞ্চল শ্রমিক বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে—ব্যাপক সাধারণ ধর্মঘট দিয়ে এই পর্যায় শুরু হয়, শেষ হয় দেশব্যাপী তিন সপ্তাহ স্থায়ী ফ্যাক্টরি দখল দিয়ে। ইতালীয় শ্রমিক আন্দোলন ও গ্রামসির ব্যক্তিগত বিকাশে পরম গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসের এই অধ্যায়টি বুঝতে হলে আমাদের ঐতিহাসিক-সামাজিক পৃষ্ঠপটের দিকে একটু নজর দিতে হবে।

ঊনবিংশ শতকের শেষ দুই দশকে ইতালির উত্তরাঞ্চলে মিলান-তুরিন-জেনোয়া—এই ত্রিভুজের মধ্যে অত্যাধুনিক শিল্পবিস্তার ঘটে দ্রুততালে—প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত এই বিকাশ অব্যাহত থাকে। তুরিনে ১৮৯৯ সনে মোটরগাড়ি নির্মাতা ফিয়েট কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৪ সনে ৪৪টি শাখা এবং ৬ কোটি ৭০ লক্ষ লিরা মূলধন নিয়ে এই কোম্পানি ইউরোপে মোটর শিল্পের শীর্ষে পৌঁছে যায়। যুদ্ধের মধ্যে—ট্রাক, সাবমেরিন, বিমান, রেলগাড়ি ও অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদনে ব্যাপক অগ্রগতি হওয়ায় তুরিন শিল্পোৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। এই বৃদ্ধির হদিশ পাওয়া যায় বিজলি উৎপাদন বৃদ্ধি থেকে, ১৯০০ সনে ১০ কোটি কিলো-ওয়াট-ঘণ্টা থেকে যুদ্ধচলাকালে ৫০০ কোটি কিলো-ওয়াট-ঘণ্টায়।

এর পাশাপাশি বিকশিত হয় সংগ্রামী শ্রমিক আন্দোলন ঃ সোশ্যালিস্ট-পরিচালিত ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন সি-জি-এলের (কনফেডারেশন অব জেনারেল লেবার) সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ২০ লক্ষ। সোশ্যালিস্ট পার্টির সদস্য প্রায় দু'লক্ষ। এই পার্টির পরিচালনাধীন প্রায় ২৮০০ স্থানীয় 'কমিউন', পার্লামেণ্টে এদের ১৫৬ জন ডেপুটি।

১৯১৯ সনের বসন্তকালে সারা দেশ জুড়ে শ্রমিক ধর্মঘটের ঢেউ বয়ে যায়, যার মধ্য দিয়ে দৈনিক আট ঘণ্টা শ্রমদিবসের দাবি স্বীকৃত হয়। ঐ বছর জুন জুলাইতে খাদ্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে গণবিক্ষোভ ফেটে পড়ে। অনেক

জায়গায় সরকারি ক্ষমতা কার্যত বিলুপ্ত হয় এবং সি-জি-এলকেই বিকল্প শক্তি হিসেবে কাজ চালাতে হয়। ১৯১৯-এর নভেম্বরে পার্লামেণ্টের সাধারণ নির্বাচনে ১৮ লক্ষাধিক ভোট পেয়ে সোশ্যালিস্ট পার্টির ১৫৬ জন ডেপুটি নির্বাচিত হন। এর ফলে বুর্জোয়া সরকার কার্যত পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

এই পৃষ্ঠপটে ফিয়েট কোম্পানির এক কারখানার ওয়ার্কস্ কমিটির সঙ্গে কর্তৃপক্ষের বিরোধ হয়। দিনপঞ্জীর তারিখ পরিবর্তন ইতালিতে প্রচলিত ব্যবস্থানুযায়ী সূর্যাস্ত থেকে সূচিত হবে, না, অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশের মত মধ্যরাত থেকে হবে—এই নিয়ে। কর্তৃপক্ষ ওয়াকর্স্ কমিটির সব সদস্যকেই বরখাস্ত করেন। এর প্রতিবাদে ঐ কারখানায় ধর্মঘট শুরু হয়। ধর্মঘটের সমর্থনে তুরিনের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের শ্রমিকরা একযোগে সব ফ্যাক্টরি দখল করে বসেন। মালিকরাও সঙ্গে সঙ্গে লকআউট ঘোষণা করেন। ২৯শে মার্চ (১৯২০) মালিকদের ডাকে সামরিক বাহিনী এসে কারখানায় হাজির হয়। এই যে সংকট শুরু হল, ক্রমে ক্রমে তা সারা দেশে বিস্তীর্ণ হয়ে পড়ে এবং বিরোধের মূল বিষয় হয়ে দাঁড়ায় শ্রমিক-শক্তির নতুন কেন্দ্রবিন্দু—ফ্যাক্টরি কাউন্সিলের স্বীকৃতি।

১৯২০ সনের ১লা সেপ্টেম্বর থেকে ৪ঠা সেপ্টেম্বরের মধ্যে প্রায় চার লক্ষ ধাতবশিল্পের শ্রমিক সারাদেশে কারখানা দখল করে বসেন। এর সঙ্গে ধাতব-শিল্পের বাইরেও কোন কোন কারখানা শ্রমিকদের দখলে চলে আসে, এঁদের সংখ্যা ধরলে প্রায় পাঁচ লক্ষ শ্রমিক এই আন্দোলনে সামিল হন।

এই পরিস্থিতির মধ্য দিয়েই 'লোর্দিনে নোভো'র বিশেষ ভূমিকাটি বিকশিত ও পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, তেমনি গভীরতা অর্জন করে গ্রামসির বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী। ফ্যাক্টরি কাউন্সিল আন্দোলনটি একদিকে 'লোর্দিনে নোভো'র প্রচার ও অনুপ্রেরণার ফসল, অন্যদিকে 'লোর্দিনে নোভো' তথা গ্রামসির বক্তব্যে এই আন্দোলনের বাস্তব অভিজ্ঞতারই প্রতিফলন হচ্ছে। এই বিষয়টি পরে বিস্তৃত আলোচনার জন্যে তোলা থাকলেও সংক্ষেপে এক্ষেত্রে এইটুকু বলা চলে যে রুশদেশে সোভিয়েত সাংগঠনিক রূপের সঙ্গে তুলনা করে গ্রামসি ফ্যাক্টরি কাউন্সিলকে ইতালির নির্দিষ্ট পরিবেশে শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী শাসন, তথা ডিক্টেটরশিপের পরিকাঠামো বলে চিহ্নিত করেন।

তুরিনের স্থানীয় ক্ষেত্রে এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার পাশাপাশি, বরং এরই অপরিহার্য পরিণতি হিসেবে, গ্রামসি সংকটাপন্ন ইতালীয় সোশ্যালিস্ট পার্টির জাতীয় নেতৃত্বের স্তরেও হস্তক্ষেপ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

সাম্প্রতিক পার্লামেণ্টারি নির্বাচনে শক্তিবৃদ্ধি কিন্তু ইতালীয় সোশ্যালিস্ট পার্টিকে রাজনৈতিকভাবে বলশালী করার পরিবর্তে দুর্বল করে ফেলেছিল। এর কারণ, পার্টির নেতৃত্বের সংকট। এই সংকট প্রকাশ পায় তিনটি সমান্তরাল ধারায়ঃ প্রথমত, জনসমর্থন বৃদ্ধি থেকে একাংশের মনে ধারণা হয় যে নেতৃত্বের ভূমিকার ত্রুটি বিচ্যুতি যাই থাক না কেন, স্বতঃস্ফূর্ত গণসমর্থনের জোয়ারেই পার্টি তার আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে। দ্বিতীয়ত

জাতীয় নেতৃত্বের স্তরে সমাসীন ব্যক্তিদের মধ্যে তাত্ত্বিক স্বচ্ছতা তথা বাস্তবিক অভিজ্ঞতা—দুইই সমভাবে অনুপস্থিত থাকায়, যথোপযুক্ত ভূমিকা পালনে তাঁদের অসাফল্য। তৃতীয়ত, ব্যক্তিগত যোগ্যতাসম্পন্ন নেতারা কেউ বা অতি বাম, কেউ বা দক্ষিণী ঝোঁক নিয়ে পার্টির মধ্যে প্রভাবহীন সংখ্যালঘুর প্রতিনিধি। ফলে, বাস্তব রাজনৈতিক সামাজিক পরিস্থিতি যখন ঐতিহাসিক দিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত নিয়ে হাজির হ'ল, সোশ্যালিস্ট পার্টি তখন দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য, দোদুল্যমানতায় দোলায়িত।

এই সময়ে গ্রামসি ''সোশ্যালিস্ট পার্টির নবীকরণের অভিমুখে'' শীর্ষক একটি দলিল রচনা করেন। দলিলটি জাতীয় স্তরে আলোচনার জন্যে তুরিন শাখা দ্বারা অনুমোদিত হয়। দলিলে বলা হয় ঃ

"সোশ্যালিস্ট পার্টি ঘটনাপ্রবাহের দিকে দর্শকের মত তাকিয়ে আছে, ঘটনার ধারা সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ, জনগণের বোধগম্য ও গ্রহণযোগ্য নীতির প্রস্তাব, মার্ক্সবাদ ও কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের বৈপ্লবিক ভাবধারার ফলপ্রসূ ব্যবহার, বৈপ্লবিক কর্মকান্ডকে ঐক্যবদ্ধ ও কেন্দ্রীকরণের উদ্দেশ্যে একটি সর্বাত্মক নীতি (লাইন) সংস্থাপন—এর কোনটিই পার্টি করছে না। রাজনৈতিক ভাবে সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগামী অংশ হিসেবে এর (পার্টির) কর্তব্য হল এমন সাধারণ কর্মসূচীর বিকাশ, যা' কিনা বিপ্লবের স্থায়ী সাফল্য অর্জন করতে পারে।"

পার্টির বর্তমান 'পেটি বুর্জোয়া চরিত্র' পরিহার করে শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী পার্টিতে পরিণত হবার জন্যে ডাক দিয়ে গ্রামসি যে সম্ভাব্য পরিণতির কথা বলেন, পরবর্তী ঘটনাবলী তার সারবত্তা আক্ষরিক অর্থেই প্রমাণ করে। গ্রামসি বলেছিলেন ঃ

''ইতালীতে চলমান শ্রেণীসংগ্রামের বর্তমান অধ্যায়টি এমনই যা' কিনা **হয়** বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতাদখলের··· **নয় তো**, সম্পত্তিশালী শ্রেণী ও শাসক সম্প্রদায়ের উদ্যোগে সংঘটিত নিদারুণ প্রতিক্রিয়ার পূর্বপর্যায়। শিল্প ও কৃষিকর্মে নিযুক্ত সর্বহারা শ্রেণীকে অবদমনের উদ্দেশ্যে কোনো প্রকার বলপ্রয়োগই বাদ দেওয়া হবে না; ওরা শ্রমিকদের রাজনৈতিক সংগ্রামের বাহনটি (সোশ্যালিস্ট পার্টি) চিরকালের জন্য চূর্ণ করার এবং শ্রমিকদের আর্থনীতিক শক্তির যন্ত্র (ট্রেড ইউনিয়ন ও সমবায়) বুর্জোয়া রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে অঙ্গীভূত করার চেষ্টা চালাবে।"

গ্রামসির এই লেখায় উল্লিখিত ফ্যাসিস্ত রাজত্বের পূর্বাভাস শুধু যে সত্য প্রমাণিত হয়েছিল তাই নয়, কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই শ্রমিক আন্দোলনের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের পরিকাঠামোর অঙ্গীভূত করার সম্ভাবনাও বাস্তবায়িত হল। ফ্যাক্টরি দখলের আন্দোলন তার বৈপ্লবিক পরিণতি লাভ করে শ্রমিকশ্রেণীর শাসন কায়েম করতে পারল না। ফলে ১৯২০ সনের সেপ্টেম্বরের শেষভাগে ইতালির তদানীন্তন লিবারেল সরকারের উদ্যোগে ধাতবশিল্পের শ্রমিক সংগঠন ও শিল্প মালিকদের সংগঠনের মধ্যে এক আপস

রফার চুক্তি হল এবং এই চুক্তির শর্তানুযায়ী শ্রমিকদের গণ ভোটে তা সমর্থিত হল। এই চুক্তিতে আপাত দৃষ্টিতে শ্রমিকদের লাভই হল—কারখানা পরিচালনার ব্যাপারে শ্রমিক সংগঠনের কিছু কিছু অধিকার স্বীকৃত ও কার্যকর হল। কিন্তু এর গভীরতর তাৎপর্য হচ্ছে বুর্জোয়া রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে শ্রমিক সংগঠনকে নতুন করে সামিল করে নেওয়া—যার পরিণত রূপ হল পরবর্তী কালে ফ্যাসিস্ত-'কর্পোরেট' সংগঠন।

'লোর্দিনে নোভো' প্রকাশের ও ফ্যাক্টরি দখল আন্দোলনের ক্ষেত্রে গ্রামসির আশু লক্ষ্য সফল হল না বটে, কিন্তু এই দুটি বিষয়েই গ্রামসির মতামত, বিশেষ করে সোশ্যালিস্ট পার্টির নবীকরণ সম্বন্ধে তাঁর রচনা শুধু ইতালিতেই নয়, মস্কোতে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সর্বোচ্চস্তরেও উল্লেখযোগ্য রেখাপাত করতে সমর্থ হল। লেনিন স্বয়ং এই ব্যাপারে গ্রামসির মতামত সমর্থন করলেন।

এদিকে, রাজনৈতিক লক্ষ্য সাধনে ব্যর্থতার অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে 'লোর্দিনে নোভো'র জোটটি ভেঙে গেল। প্রথমে তাস্কা এবং তার কিছু পরে তোগলিয়াত্তি সরে দাঁড়ালেন। সুতরাং সাময়িক ভাবে গ্রামসি খানিকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। কিন্তু তা' খুবই স্বল্পকালের জন্য। শিগগীরই গ্রামসি ইতালির বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনে প্রথম সারির নেতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়লেন।

একটা প্রবল টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে চলছিল ইতালির সোশ্যালিস্ট পার্টি। একদিকে সেরাতির নেতৃত্বে সংস্কারপন্থী অংশের সঙ্গে আপস রফার পক্ষপাতী পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ, অন্যদিকে আমাদেও বোর্দিগার নেতৃত্বে কিছুটা সংকীর্ণতা দোষে দুষ্ট বামপন্থী অংশ—এই দুই ভাগের টানাটানিতে ইতালির সোশ্যালিস্ট পার্টি রাজনৈতিক ভাবে কোন সঙ্কল্পবদ্ধ পদক্ষেপ নিতে পারছিল না।

গ্রামসি এই দুই ঝোঁকের মাঝখানে নীতি-সমঞ্জস ভূমিকা নিয়েছিলেন। একদিকে, তিনি কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিপ্লবী নীতির ভিত্তিতে দলের সংস্কারপন্থীদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার সমর্থক; অন্যদিকে আবার বোর্দিগার নেতৃত্বে বামপন্থীরা নির্বাচনী কর্মপন্থার পরিপন্থী যে কর্মসূচী সুপারিশ করছিলেন, তারও তিনি বিরোধী। লেনিন দূর থেকে তা' লক্ষ্য করে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে উপস্থাপিত তাঁর থিসেস্-এ লিখলেন:

"ইতালীয় সোশ্যালিস্ট পার্টির ক্ষেত্রে, ১৯২০ সনের ৮ মে তারিখের 'লোর্দিনে নোভো'তে প্রকাশিত পার্টির সমালোচনা এবং কার্যক্রমের প্রস্তাবের মূল বক্তব্যের সঙ্গে দ্বিতীয় কংগ্রেস একমত, কেন না এই বক্তব্য তৃতীয় আন্তর্জাতিকের মৌলিক নীতিগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।"

# তিন

১৯২১ সনের জানুয়ারির মাঝামাঝি লিভোরনোতে অনুষ্ঠিত সোশ্যালিস্ট পার্টির ১৭শ কংগ্রেসে যখন ঐ পার্টি ভেঙে দু' টুকরো হল এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ বেশ বড় একটা অংশ বোর্দিগার নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করে তৃতীয় আন্তর্জাতিকে যোগ দিল, তখন কিন্তু গ্রামসি ঠিক আগের মত একেবারে পাদ-প্রদীপের সামনে নেই। ইতোমধ্যে বোর্দিগা ও তার অনুগামীরা পার্লামেণ্টারি রাজনীতি সম্পর্কে তাঁদের সম্পূর্ণ নেতিবাচক নীতি ত্যাগ করায় লেনিনও বোর্দিগার রাজনীতি সম্পর্কে অনুকূল হয়েছেন। 'স্বাধিকার সম্বন্ধে ভ্রান্ত বক্তৃতা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে লেনিনের এই সময়কার বক্তব্য বোর্দিগার পার্টি বিভাগের নীতির প্রতি সমর্থন বলে সাধারণভাবে গৃহীত হয়; গ্রামসিও ঐ রকমই মনে করেন।

সোশ্যালিস্ট পার্টির এই কংগ্রেসে গ্রামসি একবারও মুখ খুললেন না, বা সে সুযোগ পেলেন না। সংস্কারবাদীদের পক্ষে ১৪,০০০ ভোট, সেরাতির অনুগামী মধ্যপন্থীদের পক্ষে ৯৮,০০০ ভোট এবং বোর্দিগার অনুবর্তীদের পক্ষে ৫৮,০০০ ভোট পড়ল। অর্থাৎ কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের পক্ষে কংগ্রেসের এক-তৃতীয়াংশ সম্মতি দিলেন। এই ভোটাভুটির পরদিনই পৃথক সম্মেলনে সমবেত হয়ে এঁরা ইতালির কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করলেন।

নতুন পার্টির নেতৃত্বে গ্রামসির স্থান প্রথম সারিতে হল না। এমন কি, কেন্দ্রীয় কমিটিতে তাঁর অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে একাংশ থেকে বেশ আপত্তিও উঠল। শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় কমিটিতে নেওয়া হলেও তিনি কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যকরী কমিটি থেকে বাদ পড়লেন।

পরবর্তীকালে যে ভাবে সোশ্যালিস্ট পার্টি বিভক্ত হয়ে কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম হল, সে সম্বন্ধে গ্রামসি মন্তব্য করেছেন ঃ

"লিভোরনোতে দ্বিধা বিভক্তি (যার ফলে ইতালীয় শ্রমিকশ্রেণীর বৃহত্তর অংশ কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল) নিঃসন্দেহে প্রতি-ক্রিয়াশীল শক্তিসমূহের বৃহত্তম বিজয় লাভ।"

এই সময়টা গ্রামসির পক্ষে অন্যদিক থেকেও শুভ ছিল না। লিভোরনো কংগ্রেসের মাস দুয়েক আগে বাড়ি থেকে জরুরী তার পেয়ে তিনি দেশে গিয়ে দেখেন তাঁর এক বোন সামান্য রোজগারের জন্যে একটি বাঁধ নির্মাণের ক্ষেত্রে কাজ করতে গিয়ে ম্যালেরিয়ায় প্রাণ দিয়েছেন। আরেকটি দুঃখের ব্যাপার ছিল, তাঁর ছোট ভাই, মারিও'র ফ্যাসিস্ত দলে যোগদান।

১৯২১ সনের ১লা জানুয়ারি থেকে 'লোর্দিনে নোভো' দৈনিক সংবাদপত্র হিসেবে বার হতে শুরু করল—গ্রামসির সম্পাদনায়। সম্পাদক হিসেবে গ্রামসির মাস মাইনে ১,১০০ লিরা। প্রতিদিন বিকেল দু'টো বা তিনটে নাগাদ তিনি তাঁর দীনহীন কুঠরি থেকে বা'র হতেন—একজন দেহরক্ষী নিয়ে (কেন না, এর মধ্যে ফ্যাসিস্ত গুণ্ডামি বেশ বেড়ে উঠেছিল)। এসে ঢুকতেন

তাঁর সম্পাদকীয় অফিসে। সন্ধ্যেবেলায় খাবার জন্যে স্বল্প বিরতি বাদ দিলে পরদিন সূর্যোদয় পর্যন্ত একটানা কাজ করে যেতেন। সকালে যখন রাস্তাঘাটে কাফে রেস্তোরাঁ খুলতে শুরু করে তখন তিনি বাড়ি ফিরে ঘুমুতে যেতেন।

এই সময়ে গ্রামসিকে রাজনৈতিক জীবনে খুবই এক জটিল পরিস্থিতির মুখোমুখী হতে হয়। প্রথমত, তখন তিনি পার্টির মধ্যে, এমন কি, তাঁর পুরানো বন্ধুদের থেকেও, খানিকটা বিচ্ছিন্ন। দ্বিতীয়ত, ক্রমবর্ধমান ফ্যাসিস্ত গুণ্ডামি ও আক্রমণের মুখে সদ্যগঠিত কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরীণ ঐক্যকে রক্ষা ও দৃঢ়তর করা যখন প্রতিটি বিপ্লবী ও কমিউনিস্টদের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য, সেই অবস্থায় যদিও তিনি বহুলাংশে সংকীর্ণতা দোষে দুষ্ট বোর্দিগার অতি সরলীকৃত বিপ্লবী নীতির বিরোধী ছিলেন, তবুও সে সম্বন্ধে জোরদার সমালোচনা বা বিরোধিতা করা গ্রামসির কাছে সমীচীন মনে হল না; বিশেষ করে যখন বোর্দিগার সমর্থনে লেনিন তখনও এগিয়ে আসছেন।

বোর্দিগা এবং ইতালীয় পার্টির সরকারি ভাষ্যে ফ্যাসিজমের বিপদ সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি ছিল না। ইতালিতে ফ্যাসিস্ত একনায়কত্ব কিছুতেই স্থায়ী হতে পারে না—এই অভিমত গ্রামসি সমর্থন করতেন না, যদিও প্রকাশ্যে এর বিরোধিতা তিনি তখন করেন নি। গ্রামসির এই স্বকীয় রাজনৈতিক চিন্তাধারা প্রকাশের সুযোগ এল যখন আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব ও বোর্দিগার চিন্তাধারার মধ্যে পার্থক্য প্রকট হতে শুরু করল।

মস্কোতে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের তৃতীয় কংগ্রেসের (১৯২১ সনের জুন ও জুলাই) বিশ্লেষণে ধারণা জন্মে যে ইতালিতে প্রতিক্রিয়ায় হামলার সামনে বিপ্লবী শক্তি পিছু হঠতে বাধ্য হচ্ছে। তাদের সুপারিশ এল—এই সময়ে বুর্জোয়া রাষ্ট্রক্ষমতা চূর্ণ করে শ্রমিকরাজ প্রতিষ্ঠার লগ্ন সমুপস্থিত, এই ধরণের চিন্তার কোন ভিত্তি নেই। ওই মুহূর্তে কর্তব্য হচ্ছে সোশ্যালিস্টদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে শ্রমিকশ্রেণী ও গণতন্ত্রের স্বার্থ রক্ষা করা। বোর্দিগা ও তাঁর অনুবর্তীরা কিন্তু সদ্য অনুষ্ঠিত পার্টি ভাগের তিক্ততা অতিক্রম করে সোশ্যালিস্টদের সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপনে কোন রকম আগ্রহ দেখাতে রাজি হলেন না।

১৯২২ সনের মার্চে রোমে অনুষ্ঠিত ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে অখণ্ড ফ্রন্টের নীতি বিশেষ সমর্থন পেল না। এমন কি, গ্রামসিও এ ব্যাপারে সরব হলেন না।

পরবর্তীকালে তোগলিয়াত্তি স্মৃতিচারণা করে বলেছেন যে তেরাসিনি ও তিনি নিজে—যাঁরা কিছুদিন আগে গ্রামসির নেতৃত্বে ভিন্নমুখী রাজনৈতিক ধারায় বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁরাও এই সময় বোর্দিগাপন্থী সঙ্কীর্ণতার শিকার হয়ে পড়লেন।

যাই হোক, গ্রামসির সর্বপ্রকার সংযম সত্ত্বেও এটা পরিষ্কার হয় যে, বোর্দিগার রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁর কিছু আপত্তি রয়েছে। সে কারণেই হোক

বা অন্য কোন কারণেই হোক, তাঁকে ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির তরফ থেকে মস্কোতে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কার্যকরী সমিতিতে প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হল। ১৯২২ সনের মে মাসের শেষে তিনি তুরিন ত্যাগ করে মস্কো রওনা হলেন।

গ্রামসি যখন মস্কো এসে পেঁছিলেন, তখন দৈহিক ও মানসিক উভয় দিক থেকেই তিনি অসুস্থ, তীব্র স্নায়বিক বিকারের শিকার। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের পরামর্শক্রমে চিকিৎসার জন্যে তিনি ভর্তি হলেন 'রুপোলি বন' নামে এক স্যানাটোরিয়ামে। এখানেই তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে এক মহত্ত্বপূর্ণ যোগাযোগ ঘটল—তাঁর পরিচয় হল সেই তরুণীর সঙ্গে, যিনি তাঁর জীবনের সঙ্গে নিজের জীবন বেঁধে নিলেন—নাম তাঁর জুলিয়া।

জুলিয়ার জন্ম স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া থেকে আগত রুশদেশ-প্রবাসী এক সুশিক্ষিত সংস্কৃতিবান পরিবারে। এই পরিবারটি দীর্ঘকাল রোমে কাটিয়ে এসেছেন বলে ইতালীয় ভাষায় মাতৃভাষার মতই কথাবার্তা বলতে পারেন। জুলিয়ার এক বড় বোনও স্নায়বিক রোগের চিকিৎসার জন্যে এই স্যানা-টোরিয়ামে ভর্তি হয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গেই গ্রামসির প্রথম পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা। বোনকে দেখতে এলে জুলিয়ার সঙ্গে গ্রামসির পরিচয় হয়, সেই থেকে ঘনিষ্ঠতা ও ভালোবাসা। জুলিয়া ও তাঁর আরেক বোন আনা—দুজনই সঙ্গীতশিল্পী, বেহালাবাদক।

দারিদ্র্য ও দৈহিক প্রতিবন্ধকতার দরুণ গ্রামসি নিজের একান্ত পরিজনের বাইরে কারও সঙ্গে বিশেষ সৌহার্দ্যের সম্পর্ক পাতেন নি ; বরং নিজেকে গুটিয়েই রেখেছেন। জুলিয়াই প্রথম অনাত্মীয়, যাঁর প্রতি প্রাণের টান অনুভব করে গ্রামসি অন্তরের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করলেন। অন্তরের এই পরিবর্তন বিশ্লেষণ করে তিনি পরবর্তীকালে লিখেছেন ঃ

"কেউই নিজেকে খণ্ডীকৃত করে (জীবনের) একাংশকে সক্রিয় করে রাখতে পারে না ; জীবনটা অখণ্ড, এর একাংশের কর্মকাণ্ড অন্যান্য অংশের দ্বারা পরিপুষ্ট হয় ; সামগ্রিক সত্তাকেই ভালোবাসা বল জোগায়···ভালোবাসা এক নতুন ভারসাম্য সৃষ্টি করে, অন্য সব অনুভূতি ও উপলব্ধিকে গভীরতা দান করে।"

গ্রামসির এই সুখের সময়ে ইতালি থেকে পাওয়া খবর কিন্তু খুবই উদ্বেগের কারণ হয়ে ওঠে। ১৯২২ সনের ২২শে অক্টোবর মুসোলিনি অনুষ্ঠিত 'রোম অভিযান'-এর পরদিন ইতালির রাজা মুসোলিনিকে প্রধান মন্ত্রী পদে নিযুক্ত করলেন। তুরিনে ফ্যাক্টরি দখল আন্দোলনের সময়ে গ্রামসি প্রতিক্রিয়ার যে চরম আঘাতের আশঙ্কা করেছিলেন, ক্রমশ তাই বাস্তবায়িত হতে শুরু করল। শ্রমিক আন্দোলন ও বামপন্থী রাজনৈতিক শক্তির উপরে ফ্যাসিস্ত আঘাত দিনের পর দিন তীব্রতর হতে লাগল।

এই পরিস্থিতিতে ১৯২২ সনের অক্টোবরে মস্কোতে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট

আন্তর্জাতিকের ৪র্থ কংগ্রেসে আন্তর্জাতিক নেতৃবৃন্দ ইতালীর ঘটনাবলী সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়ে শ্রমিক শ্রেণীর সব রাজনৈতিক দলকে একই মঞ্চে সমাবেশ করার উপরে জোর দিলেন। এই প্রস্তাবিত কর্মপন্থার যৌক্তিকতা এর মধ্যে আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে—এই সময়েই অনুষ্ঠিত সোশ্যালিস্ট পার্টি কংগ্রেসে ঐ পার্টির সংস্কারপন্থী অংশকে বিতাড়িত করা হয়। কিন্তু ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষমতাসীন নেতৃত্ব তাঁদের সঙ্কীর্ণতাদুষ্ট নীতি পরিবর্তনে কোনক্রমেই রাজি নন। মস্কো-প্রবাসী গ্রামসি অবশ্যই রাজনৈতিক মোড় পরিবর্তনের পক্ষপাতী। কিন্তু, আন্তর্জাতিকের নেতৃত্বের অন্যতম সদস্য, হাঙ্গেরীর কমিউনিস্ট নেতা রাকোসি, যখন তাঁকে অমার্জিত কায়দায় সরাসরি ইঙ্গিত করেন যে গ্রামসি রাজনৈতিক লাইন পরিবর্তনে উদ্যোগী হলে বোর্দিগাকে পদচ্যুত এবং পার্টি থেকে বহিষ্কৃত করে গ্রামসিকে ইতালির পার্টির নেতৃত্বে বসানো যেতে পারে, তখন তিনি তা' সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। এর একটা বড় কারণ অবশ্য—রাজনৈতিক মতপার্থক্য সত্ত্বেও ব্যক্তি হিসেবে এবং কর্মদক্ষতার জন্যে বোর্দিগার প্রতি গ্রামসির অসীম শ্রদ্ধা। তবে, গ্রামসিকে নতুন দায়িত্ব নিতে হল—ইতালীয় শ্রমিক আন্দোলনে ব্যাপকতর ঐক্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হল।

আশু কর্মপন্থা হিসেবে স্থির হল—গোটা সোশ্যালিস্ট পার্টির সঙ্গে এখনই না হলেও সোশ্যালিস্ট পার্টির বামপন্থী অংশের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির মিলন। ১৪ দফা সর্ত-সম্বলিত এক চুক্তিপত্র রচিত হল—দু' অংশের প্রতিনিধি নিয়ে একটি যুক্ত কমিটিও গঠিত হল—ঐক্য প্রচেষ্টা পরিচালনার জন্যে। গ্রামসি কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে এই কমিটির সদস্য হলেন।

১৯২৩ সনের জুন মাসে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বোর্দিগার নেতৃত্ব অপসারণ করে নতুন এক কার্যকরী সমিতি গঠন করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, মাস তিনেকের মধ্যেই গোপন আস্তানায় হানা দিয়ে পুলিস গোটা কমিটিকেই গ্রেপ্তার করে নিল। এর ফলে আন্তর্জাতিক স্তরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল—এখন থেকে ভিয়েনায় ঘাঁটি করে গ্রামসিকেই সরাসরি ইতালির কমিউনিস্ট পার্টিকে পরিচালনা করিতে হবে।

খুবই স্বল্পকাল এক সঙ্গে কাটাবার পরে জুলিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গ্রামসি চলে এলেন ভিয়েনায়—অবশ্য পরিকল্পনা রইল জুলিয়া এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দেবেন সেখানে। শেষ পর্যন্ত কিন্তু জুলিয়ার ভিয়েনা আসা হয়ে ওঠে নি। এই সময় থেকেই তাঁর মানসিক বৈকল্যের লক্ষণ দেখা যায়, যা' কিনা পরবর্তীকালে গ্রামসির জীবনে এক চূড়ান্ত দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সে কথা অবশ্য যথাসময়ে আসবে।

# চার

ভিয়েনায় এসে গ্রামসি প্রথমে স্থানীয় এক কমিউনিস্টের বাড়িতে জায়গা নিলেন। নানা কারণে এখানে থাকা খুব সুখকর না হওয়াতে তিনি বাড়ি বদল করলেন। কিন্তু তা' সত্ত্বেও সঙ্গীসাথীর অভাবে তাঁকে মোটামুটি একাকীই থাকতে হল। তা' ছাড়া রাজনৈতিক ভাবেও সময়টা খুবই অস্বস্তিকর।

গ্রামসি ভিয়েনা আসার স্বল্পকাল পরেই লেনিন অসুস্থ হয়ে কার্যকর নেতৃত্ব ত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং কয়েক মাসের মধ্যেই মারা যান। সমসাময়িক কালে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টিতে, প্রধানত ট্রট্স্কী ও স্তালিনকে কেন্দ্র করে যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব শুরু হয়, তার সঠিক গতি প্রকৃতি ভিয়েনায় বসে অনুসরণ করা গ্রামসির পক্ষে সম্ভবপর হচ্ছিল না। তা ছাড়া এই সময়ে ইতালির কমিউনিস্ট পার্টিতেও রাজনৈতিক ও উপদলীয় কলহ তীব্র হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতিতে শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য প্রসারণের জন্যে কমিউনিস্ট সোশ্যালিস্ট মিলনের উদ্দেশ্যে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রস্তাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে ফ্যাশিস্ত কারাগারে আবদ্ধ বোর্দিগা—কার্যত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক ত্যাগ করার এক প্রস্তাব পেশ করেন পার্টি নেতৃত্বের কাছে। গ্রামসির পূর্বতন সহকর্মী ও বন্ধুদের মধ্যে তেরাসিনি বোর্দিগার প্রস্তাবে সায় দিতে রাজি হন; তোগলিয়াত্তি মনস্থির করতে পারেন না। গ্রামসি অবশ্য দৃঢ়ভাবে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন।

গ্রামসির তদানীন্তন চিঠিপত্র ও আলাপ আলোচনা থেকে দেখা যায় যে বোর্দিগার প্রভাব থেকে ইতালীর পার্টিকে আরও মুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি খুবই সচেতন ছিলেন, যদিও বোর্দিগার ব্যক্তিগত সততা, নেতৃত্ব ক্ষমতা ও অন্যান্য গুণাবলী সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধার অভাব ছিল না।

কিন্তু বিকল্প নেতৃত্ব কোথায় ?

অনেক চিন্তাভাবনা ও আলাপ আলোচনার—প্রধানত পত্রযোগে—পরে গ্রামসি নতুন নীতি ও নতুন নেতৃত্ব তৈরির জন্যে দৃঢ় পদক্ষেপে এগোবার সিদ্ধান্ত নিলেন। ১৯২৫ সনের ১লা মার্চ তোগলিয়াত্তি এবং আরেকজন কমরেডের কাছে এক পত্রে তিনি লেখেন ঃ

"কঠোর পরিশ্রম ও দৃঢ় সংকল্প নিয়ে কাজ করতে পারে এমন একটি গ্রুপ গঠন করা সম্ভবপর। আমি এর জন্যে যা করতে পারি, সবই করতে আমি কৃতসংকল্প, যদিও দৈহিক অক্ষমতার জন্যে আমি যতটা করতে চাই তা' হয়তো করতে পারব, না। এর মধ্যেও মাঝে মাঝেই আমি যে রকম আধাআধি অজ্ঞান হয়ে পড়ি, ঐ রকম অবস্থার পুনরাবৃত্তির ভয়ে আমি সন্ত্রস্ত। তবুও আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব।"

অবশেষে ১৯২৪ সনের ১২ই মে তিনি ভিয়েনা ত্যাগ করে ইতালি যাত্রা করলেন। ইতোমধ্যে অবশ্য একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ঘটে গিয়েছে, ৬ই

এপ্রিলে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তিনি পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। আইনত, পার্লামেন্ট সদস্য হিসেবে আইনগ্রাহ্য কারণ ছাড়া তাঁকে গ্রেপ্তার করা যাবে না। দেশে ফিরে অবশ্য গত দু'বছরে ফ্যাসিস্ত পুলিস ও গুন্ডাবাহিনীর যথেচ্ছ অত্যাচারের অনেক বিবরণ পেলেন। তাঁর বড় ভাই গেনারো ১৯২২ সনে ফ্যাসিস্তদের হাতে গুরুতরভাবে প্রহৃত হন। বেয়নেটের আঘাতে তার হাতের কয়েকটি আঙুল কাটা যায়; রক্তক্ষরণও হয় প্রচুর। পরে অবশ্য তিনি ফ্রান্সে পালিয়ে যেতে পারেন।

গ্রামসি দেশে ফিরে অচিরেই পার্টির এক গোপন সম্মেলনের আয়োজন করলেন। সম্মেলনে পার্টির যে রাজনৈতিক প্রবণতার প্রতিফলন হল তা' গ্রামসি বা কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের নেতৃত্বের পক্ষে মোটেই আশাপ্রদ নয়। এতে গ্রামসির উদ্যোগে গঠিত পার্টির নতুন নেতৃত্বের উত্থাপিত প্রস্তাবের পক্ষে পাওয়া গেল লঘিষ্ঠ সমর্থন এবং অপসারিত বোর্দিগার উত্থাপিত প্রস্তাবের পক্ষে সব চাইতে বেশি ভোট, যদিও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের মধ্য থেকে মাত্র একজন ঐ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। পুরোপুরি দক্ষিণী ঘেঁষা প্রস্তাব এই দু'য়ের মাঝামাঝি সমর্থন পেল।

সম্মেলনে পরিষ্কার হয়ে গেল যে পার্টির সর্বোচ্চ নেতৃত্বের স্তরে আন্তর্জাতিকের নীতির সমর্থন থাকলেও সাধারণ সদস্যরা বোর্দিগাপন্থী।

গ্রামসি কিন্তু এতে মুষড়ে পড়লেন না। তাঁর এক প্রামাণ্য জীবনীগ্রন্থে এই প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে ঃ

"দু' বছর বিদেশে কাটিয়ে তিনি অনেকটা বদলে গিয়েছেন। তাঁর চালচলনে পরিবর্তন এসেছে, আচরণে এসেছে কঠোরতা, এবং এতাবৎ যা কেউ সন্দেহ করেনি, দেখা দিয়েছে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সংকল্প। তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারলেন যে, ভাবধারা প্রসারের জন্যে পাশাপাশি চাই তার প্রতিষ্ঠার জন্যে ক্ষমতা প্রয়োগ, নতুবা তা' লুপ্ত হয়ে যেতে পারে। তিনি তাঁর দৈহিক ব্যাধি থেকে পুরোপুরি আরোগ্য লাভ করেন নি। অনিদ্রায় তো ভুগছেনই, তবু তাঁর নতুন কর্তব্য পালনে নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় রত হলেন প্রবল ইচ্ছাশক্তি নিয়ে, যা তাঁকে অতীতে অনেক সংকটই অতিক্রম করতে সাহায্য করেছে।"*

গ্রামসি ইতালিতে ফেরার মাস খানেকের মধ্যেই ঘটল মাতিওতি অধ্যায়। সংস্কারপন্থী সোশ্যালিস্ট পার্টির তরফ থেকে নির্বাচিত পার্লামেন্ট সদস্য জেকোমো মাতিওতি পার্লামেন্টের অধিবেশনে মুসোলিনির কার্যকলাপ ও ফ্যাসিস্তদের গুন্ডামির বিরুদ্ধে কঠোর নিন্দা করে বক্তৃতা করার পরেই ফ্যাসিস্ত গুপ্ত-ঘাতকের হাতে নিষ্ঠুর ভাবে নিহত হন। মাস দুই পরে গোপন কবর থেকে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। মাতিওতি জেনে শুনেই কাজ করেছিলেন। পার্লামেন্টে বক্তৃতা শেষে আসনে বসেই তিনি পার্শ্ববর্তী

বন্ধুদের বলেছিলেন, "এবার তোমরা আমার অন্ত্যেষ্টি ভাষণ তৈরি করা শুরু করতে পারো।"

মাতিওতির হত্যা সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলেও, দীর্ঘকাল ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাসের শিকার, ইতালীয় জনসাধারণ বা শ্রমিক শ্রেণী কোন সরব প্রতিবাদ বা সক্রিয় আন্দোলনে উত্তাল হবে কিনা, সে সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল। এই সময়ে মুসোলিনির পুলিশ কমিউনিস্ট পার্টির দৈনিক পত্রিকা 'লুনিতা' অফিসে এসে শাসিয়ে যায় যে এই ঘটনা নিয়ে পত্রিকায় যেন বাড়াবাড়ি করা না হয়। এর ফলে প্রথমটায় পত্রিকার সম্পাদক ও কর্মীদের মধ্যে দ্বিধা জাগে। এমন সময় গ্রামসির নির্দেশ এল টেলিফোনে। ফলে "এই গুপ্ত-ঘাতকদের সরকার নিপাত যাক," পৃষ্ঠা জুড়ে এই হেডিং দিয়ে কাগজ বেরোল। এই উদ্যোগের ফলে প্রাথমিক আতঙ্ক ও দ্বিধার অবসান ঘটে। ইতালির শ্রমিক শ্রেণী ও জনসাধারণ ফ্যাসিস্ত-বিরোধী বিক্ষোভে মুখর হয়ে ওঠে। 'লুনিতা'র প্রচার কয়েকদিনের মধ্যেই বেড়ে তিনগুণ হল। বিভিন্ন জায়গায় কমিউনিস্টরা সংহতভাবে নেতৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। অনেকের মত গ্রামসিও উৎসাহিত হয়ে ভাবলেন—রাজনীতি বোধ হয় মোড় ঘুরল। জুলিয়ার কাছে লেখা এক চিঠিতে তিনি এই আশা ব্যক্ত করলেন। এই আশা কিন্তু পূর্ণ হল না। বিক্ষোভের প্রথম ধাক্কায় হতচকিত হলেও, ফ্যাসিস্তরা সামলে নিয়ে প্রতি-আক্রমণের জন্যে উদ্যোগী হল। এদিকে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী দলগুলিও সাময়িকভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে পার্লামেণ্টের সরকারি অধিবেশন বয়কট করে স্বতন্ত্রভাবে বৈঠক শুরু করল। এই স্বতন্ত্র অধিবেশন প্রাচীন রোমের ঐতিহাসিক নজির টেনে 'আভেনতাইন' অধিবেশন নামে চিহ্নিত। প্রাচীন রোমের সাধারণ নাগরিকরা অভিজাত সম্প্রদায়ের কার্যকলাপের প্রতিবাদে রোম নগরীর অদূরবর্তী আভেনতাইন পাহাড়ে সরে গিয়েছিলেন।

এই বিরোধী ঐক্য না হ'ল স্থায়ী, না হল বিশেষ ফলপ্রসূ। মতাদর্শ ও রণকৌশল নিয়ে মত পার্থক্য অতিক্রম করা সম্ভব হল না। এই বিরোধীদের মধ্যে আধা-ফ্যাসিস্ত থেকে কমিউনিস্ট অবধি রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চের সমস্ত কুশীলবেরই প্রতিনিধিত্ব ছিল। গ্রামসি এদের কাছে রাজনৈতিক ধর্মঘটের প্রস্তাব দিলেন; কিন্তু তা অগ্রাহ্য হল।

সাময়িকভাবে ফ্যাসিস্তবিরোধী আন্দোলনের কিছু অগ্রগতি হলেও বাস্তব পরিস্থিতির প্রতিকূলতা সম্বন্ধে গ্রামসির মনে অস্বচ্ছতা ছিল না। ফ্যাসিস্ত প্রতিক্রিয়ার সরাসরি আক্রমণের ফলে ইতালির শ্রমিকশ্রেণীকে অনেকখানি পিছু হঠতে হয়েছে এবং এর পরিণতিতে বিপ্লব যে পিছিয়ে গিয়েছে, গ্রামসির সে সম্বন্ধে কোন মোহ ছিল না। এই পরিস্থিতিতে সমাজতন্ত্রের দিকে সরাসরি অগ্রগতি যে সম্ভব নয়, তার জন্যে প্রথমে প্রয়োজন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক অধিকার পুনরায় অর্জন এবং তা অর্জন করার জন্যে চাই সব ফ্যাসিস্তবিরোধী শক্তির ঐক্য—গ্রামসি এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন।

কিন্তু, না কমিউনিস্ট পার্টি, না অন্যান্য ফ্যাসিস্তবিরোধী শক্তি—কেউই এই ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের জন্যে তৈরি ছিল না।

দীর্ঘস্থায়ী লাভ হোক, আর না হোক, ম্যাত্তিওত্তি সংকটের ফলে সাময়িক-ভাবে মুসোলিনি সরকারের দমনপীড়নে কিছুটা স্তিমিত ভাব দেখা দেয়। ফলে, কিছুদিনের জন্যে গ্রামসির পক্ষে রোম শহরে খোলাখুলি চলাফেরা সম্ভব হয়। এই সময়ে পার্টির সাধারণ সদস্য বা মাঝারি ও নীচের তলার নেতৃস্থানীয় কর্মীদের নিয়ে তিনি প্রতি সপ্তাহে তিন চারটি করে সভা করতেন। একবার তিনি কয়েকদিনের জন্যে রোম ছেড়ে মিলান ও তুরিন ঘুরে আসেন। সপ্তাহ দু'য়েক পরে ৩রা সেপ্টেম্বর রোম ফিরে এসে তিনি জুলিয়ার পত্রে তাঁদের প্রথম পুত্র সন্তান জন্মাবার খবর পান। পরে ছেলের নাম রাখা হয় দেলিও—গ্রামসির ছেলেবেলার বন্ধু এক জ্ঞাতি ভাইয়ের নামানুসারে।

এই সময়ে ইতালির বিভিন্ন এলাকার পার্টির আঞ্চলিক সম্মেলনে যোগ দিতে গ্রামসি ঘুরে বেড়ানো শুরু করেন এবং এইরকম পার্টি সম্মেলন উপলক্ষেই তিনি সার্দিনিয়া দ্বীপে আসেন। সম্মেলনের শেষে তিনি তাঁর পৈতৃক নিবাস ঘিলার্জায় যান মা-বাবা ও আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে। তিনি দশ দিন বাড়িতে কাটিয়ে ১৯২৪ সনের ৬ই নভেম্বর রোম অভিমুখে যাত্রা করেন। মা বাবার সঙ্গে এই শেষ দেখা গ্রামসির।

দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশ আবার খারাপ হতে শুরু করল। এই সময়ে গ্রামসির মনে একটা আশা জেগেছিল যে ফ্যাসিস্ত রাজত্ব শিগগীরই ধ্বসে পড়বে। কারণ, পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীকে যে সব মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে ফ্যাসিস্তরা দলে টেনেছিল, তার কোনটাই পূরণ করতে পারে নি। ফলে মুসোলিনির সরকারের অবস্থা ফাঁসির দড়ি গলায় পরা প্রাণদন্ডাদেশ পাওয়া কয়েদির মত। বাস্তবে কিন্তু ঘটনা অন্যরকম দাঁড়াল। সংকটের ধাক্কায় গোড়ার দিকে কিছু টালমাটাল হলেও মুসোলিনির সরকার সামলে নিতে পারল। কারণ কি কৃষি, কি শিল্প, উভয় ক্ষেত্রের পুঁজিপতিদের সমর্থনের কোনও ঘাটতি হল না। কাজেই ফ্যাসিস্তরা আবার আগের মত হামলা শুরু করল। খুন, জখম, ভাঙচুর চলল আগের মতই।

এই হামলার সামনে বিরোধীশক্তিগুলি কোনরকম কার্যকর কর্মসূচী নিয়ে দাঁড়াতেই পারল না। বস্তুত সার্দিনিয়া থেকে গ্রামসির ফেরার কয়েকদিনের মধ্যেই আভেনতাইনের পালটা সংসদ থেকে কমিউনিস্টরা চলে এলেন। ঠিক হল ফ্যাসিস্তদের গুহায় ঢুকে, অর্থাৎ ফ্যাসিস্তদের দখলি আইনী সংসদেই, তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করা হবে।

এই পর্যন্ত বিরোধীপক্ষেরও কারও কারও ধারণা ছিল যে ফ্যাসিস্ত গুন্ডামি ঠিক মুসোলিনির অনুমোদিত কর্মপন্থা নয়, তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে থেকে কিছু গুন্ডা বদমাসের কাজ। কিন্তু তাদের নিরাশ করে ১৯২৫ সনের শুরুতে পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে মুসোলিনির ঘোষণা শোনা গেল—"যা

হচ্ছে সবই আমার নির্দেশে……ফ্যাসিজম যদি কোন অপরাধমূলক চক্রান্ত হয়ে থাকে, তা' হলে আমিই তার প্রধান চক্রী।"

মুসোলিনির এই বক্তৃতার পর তিন দিন ধরে ফ্যাসিস্ত তাণ্ডব চলল ঃ রাজনীতির সঙ্গে জড়িত সন্দেহে ৯৫টি ক্লাব বা ঐ ধরণের সংগঠন বন্ধ করে দেওয়া হল ; ২৫ টি সংগঠন এবং একটি সংগঠনের ১২০টি শাখা ডিক্রি জারি করে ভেঙে দেওয়া হল, লুটপাট হল ৬৫৫টি বসতবাটি, গ্রেপ্তার হলেন ১১১ জন।

তা'ছাড়া বিরোধীদের সংবাদপত্র আটক তো নৈমিত্তিক ঘটনা দাঁড়িয়ে গেল।

এইসব ঘটনার মুখোমুখি বিরোধীদের তরফ থেকে বিশেষ কোন তৎপরতা দেখা গেল না। আভেনতাইনের সংসদ থেকে আরেকটি ঘোষণা প্রকাশ করা হল—যাতে ফ্যাসিজম্-এর বর্বর চরিত্র সম্পর্কে ধিক্কার ছিল, কিন্তু তার প্রতিরোধের জন্যে কোন আশু কর্মপন্থা ছিল না।

রাজনৈতিক এই ডামাডোলের মধ্যে গ্রামসির ব্যক্তিগত উদ্বেগ ও যন্ত্রণারও অন্ত ছিল না।

প্রথমত, শারীরিক অসুস্থতা। রক্তাল্পতা, নিউরালজিয়া, অনিদ্রা প্রতিনিয়ত এমন দৈহিক অসামর্থ্য সৃষ্টি করত যে অসাধারণ মনের জোর ছাড়া তা অতিক্রম করে জটিল রাজনৈতিক কার্যক্রমে মন দেওয়া কারও পক্ষেই সম্ভবপর হত না।

দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিগত জীবনেও তাঁর শান্তি ছিল না। ছেলের জন্মের পর কয়েক মাস হয়ে যাবার পরেও তার মুখ দেখার সুযোগ হয় নি। তা' ছাড়া জুলিয়ার সঙ্গলাভের জন্যেও তাঁর মনের উদগ্র বাসনা সব সময়ই তাঁকে কিছুটা অভিভূত করত। তবে এই সময়ে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে একটা ঘটনা ঘটে, যা পরবর্তীকালে তাঁর একটা বিরাট সহায়ক অবলম্বন হয়—ঘটনাটি হচ্ছে জুলিয়ার বড় বোন তাতিয়ানার সঙ্গে পরিচয়। ১৯২৫ সনের জানুয়ারির শেষাশেষি এই যোগাযোগ ঘটে।

জুলিয়াদের পরিবারের আর সবই রোম ছেড়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে চলে গেলেও তাতিয়ানা যান নি। তিনি রোমের এক ইনস্টিটিউটে বিজ্ঞানের শিক্ষিকা ছিলেন। বিপ্লবের পরে ডাকের গোলযোগ ও অন্যান্য কারণে তাতিয়ানার সঙ্গে রুশ প্রত্যাবৃত্ত পরিবারের আর সবাইকার যোগাযোগও ছিন্ন হয়ে যায়। ১৯২৫ সনের ১লা ফেব্রুয়ারি গ্রামসির সঙ্গে তাতিয়ানার সাক্ষাৎ হয়।

এই তাতিয়ানা পরবর্তী কালে গ্রামসির বন্দীজীবনে ইতালিতে তাঁর প্রধান, এমন কি, একমাত্র সহায় ও অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন ; সুতরাং পরে তাঁর উল্লেখ অনেকবারই এসে যাবে। এখানে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলা যেতে পারে।

তাতিয়ানা বয়সে গ্রামসির চাইতে চার, কি পাঁচ বছরের বড় হবেন। তবে

জীবনের ঝড় ঝাপটায় অনেকটা বুড়িয়ে পড়েছিলেন। গ্রামসির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের সময় তাঁর বয়স ছিল বছর চল্লিশেক। প্রথম দেখা হওয়ার পরেই গ্রামসি এ সম্পর্কে জুলিয়াকে লিখলেন ঃ—

"তোমার বোন তাতিয়ানার সঙ্গে আমার দেখা হ'ল। গতকাল (বিকেল) চারটে থেকে প্রায় মধ্যরাত অবধি আমরা একত্রে কাটিয়েছি, নানা আলাপ আলোচনায়—রাজনীতি, রোমে তাঁর জীবনযাত্রা, তাঁর কাজকর্ম ও তার নানাবিধ সম্ভাবনা নিয়ে। আমরা দু'জন একসঙ্গে খাওয়া সেরে নিলাম। তিনি যে এতটা দুর্বল, তা'তে আমি একটুও অবাক হই নি। তিনি প্রায় কিছুই খান না। যদিও তাঁর শরীরে কোনও রোগব্যাধি নেই এবং তাঁর কথামত, দেখে তো স্বাস্থ্য ভালোই মনে হয়।......তিনি আমাকে তাঁর জীবনের ঝক্কি ঝঞ্ঝাট সম্বন্ধে সব কথা বলবেন বলেছেন, যা'তে তোমার সঙ্গে আমার যখন দেখা হবে, তখন সে সব কথা আমি তোমাকে বলতে পারি। তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ায় আমি খুব সুখী হয়েছি। কারণ, তিনি অনেকখানি তোমার মতই দেখতে, তা' ছাড়া, আমি আগে যা ভাবতাম, তার চাইতে তিনি অনেক বেশি আমাদের কাছাকাছি।......তাঁর আপত্তি শুধু এইটুকু যে সোশ্যাল রেভোলিউশনারিদের বাক্ স্বাধীনতা দেওয়া হচ্ছে না এবং ইসমালিয়া (তাঁর কথাই তিনি বলেছেন বলে আমার মনে হয়) এবং স্পিরিডোভনাকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। তিনি সোভিয়েতরাষ্ট্রের পক্ষ নিয়ে কাজ করতে চান, কিন্তু তাঁকে বলা হয়েছে যে রোমে উপস্থিত সোভিয়েত প্রতিনিধিরা সব দুর্নীতিপরায়ণ বজ্জাত এবং এদের সঙ্গে একত্রে তিনি কিছুই করতে রাজি নন। বিপ্লবের জন্যে কোন আত্মত্যাগ না করে তিনি তা' থেকে সুযোগ সুবিধে নিতে চান, এ রকম ভাববার সুযোগ কাউকে তিনি দিতে চান না।"

এর কিছুদিন পরেই ১৯২৫ সনের ২১শে মার্চ মস্কোতে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কার্যকরী সমিতির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে যোগ দেবার জন্যে ইতালীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব নিয়ে গ্রামসি সোভিয়েত ইউনিয়ন যাত্রা করলেন ফেব্রুয়ারির শেষে। অবশ্য জুলিয়ার সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনাও তাঁর কাছে একটা প্রধান প্রেরণা।

মস্কোতে কাজকর্ম সেরে গ্রামসি ২৮শে এপ্রিল রোমে ফিরে এলেন। কথা হল যে, পুত্র দেলিওকে নিয়ে জুলিয়া শীগ্‌গীরই কিছু দিনের জন্যে ইতালি আসবেন।

এর পরেই এক নাটকীয় ঘটনা—ইতালীয় পার্লামেণ্টে মুসোলিনি গ্রামসির মুখোমুখি টক্কর।

মুসোলিনির সরকার এক বিল নিয়ে এল, যার ঘোষিত উদ্দেশ্য 'ফ্রিমেসন' জাতীয় আধা গুপ্ত সমিতির কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করা। বিলে প্রস্তাবিত আইনের ধারাগুলি কিন্তু ঘোষিত লক্ষ্য ছাড়াও আরও ব্যাপক ক্ষমতাপ্রার্থী।

১৯২৫ সনের ১৬ই মে এই বিলের বিরোধিতা করার জন্যে গ্রামসি প্রথমবার পার্লামেণ্টের সভায় হাজির হলেন। মুসোলিনি ও অন্যান্য ফ্যাসিস্ত

ডেপুটিদের উত্তেজিত বাধাদানকে উপেক্ষা করে গ্রামসি তাঁর বক্তব্য রাখেন। তাঁর বক্তৃতা তিনি শেষ করেন এই বলে ঃ তোমরা 'রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা জয় করতে পারো', তোমরা আইন পাল্টাতে পারো, বিদ্যমান রূপের সংগঠনকে তোমরা আটকাতে পারো, কিন্তু যে বাস্তব পরিস্থিতি তোমাদের নিজেদের কার্য-কলাপ নিয়ন্ত্রণ করে, তোমরা তার ঊর্ধ্বে উঠতে পারো না। তোমরা যা' করতে পারবে, তা' হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণী এ পর্যন্ত যে পন্থা অনুসরণ করেছে, তার বদলে নতুন পথ বেছে নিতে। এই মঞ্চ থেকে ইতালির শ্রমিক ও কৃষক জনগণের উদ্দেশে আমরা ঘোষণা করতে চাই ঃ জাতির বিপ্লবী শক্তিসমূহ আত্মবিনাশ মেনে নেবে না ; এবং ফ্যাসিস্তদের অশুভ স্বপ্ন কখনও বাস্তবে পরিণত হবে না।"

পার্লামেন্টে গ্রামসির এই প্রথম এবং শেষ বক্তৃতা শোনা যায় ; এই বক্তৃতার পরে গ্রামসি যখন পার্লামেন্টের কফি বার-এ কফি পান করছিলেন, তখন মুসোলিনি তাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে গেলে গ্রামসি মুখ ফিরিয়ে নেন।

অক্টোবর মাসে পুত্র দেলিও এবং ছোট বোন ইউজেনিকে নিয়ে জুলিয়া রোমে এলেন। গ্রামসি ওঁদের জন্যে একটি আলাদা ফ্ল্যাট ভাড়া করে সাজিয়ে রেখেছিলেন। নিরাপত্তার কারণে উনি ওঁদের সঙ্গে এক বাড়িতে থাকা উচিত মনে করেন নি। এই সময়ে একাধিক বিরোধী নেতা ফ্যাসিস্ত গুন্ডাদের হামলায় নিহত হন—আরও কয়েকজনের ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়।

পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হয় যখন পুলিশ মুসোলিনির প্রাণ নাশের এক পরিকল্পনার খবর পায়—পূর্বতন এক সোশ্যালিস্ট ডেপুটি এই পরিকল্পনার নায়ক বলে প্রকাশ হয়।

রোমে এসে জুলিয়া সোভিয়েত দূতাবাসে চাকুরি নেন। রোজ সকালে ও বিকেলে তাঁকে কাজে যেতে হ'ত। গ্রামসি সন্ধ্যে নাগাদ ওঁদের ফ্ল্যাটে আসতেন, ওখানেই খাওয়া দাওয়া করে মধ্যরাতে বিদায় নিতেন।

এদিকে ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় কংগ্রেস এসে গেল। এই কংগ্রেসের প্রধান থিসিস গ্রামসির নির্দেশে রচিত। কংগ্রেসের আলোচনা পরিচালনায়ও তিনি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন। ফ্রান্সের লিয়ঁতে অনুষ্ঠিত এই কংগ্রেসে যোগদানের জন্যে তিনি গোপনে সীমান্ত পার হয়ে লিয়ঁতে আসেন। কংগ্রেসে গ্রামসি-নেতৃত্বের রচিত থিসিস ৮০ শতাংশেরও বেশি ভোট পেয়ে এই প্রথম বোর্দিগা-পরিচালিত 'বাম' ঝোঁককে চূড়ান্তভাবে পরাস্ত করল। অর্থাৎ, পার্টির মধ্যে গ্রামসিপন্থী রাজনীতি সুপ্রতিষ্ঠিত হল। যদিও, ক্রমবর্ধমান ফ্যাসিস্ত আক্রমণের মুখে এই রাজনীতি নিয়ে ফলপ্রসূ কাজ করা ক্রমশ অসম্ভব হতে লাগল।

## পাঁচ

এদিকে রাজনৈতিক গগনে কালো মেঘ ক্রমশ ঘন হতে থাকে। আভেন-তাইন-এর পাল্টা সংসদ থেকে কমিউনিস্টদের অনুসরণ করে 'পপুলার পার্টি'র ডেপুটিরা যেদিন সরকারি পার্লামেণ্ট ভবনে ফিরে এলেন, সেদিন তাঁদের লক্ষ্য করে শুধু মুসোলিনির তর্জন গর্জন বর্ষিত হল, তাই নয়, ফ্যাসিস্ত ডেপুটিরা তাঁদের মারধোরও করল।

এই সময় মাতিওতি হত্যার অভিযোগে ধৃত ফ্যাসিস্তদের বিচারের নামে এক প্রহসন অনুষ্ঠিত হল। পূর্বপরিকল্পিত খুনের দায় থেকে আগে-ভাগেই অব্যাহতি দিয়ে শুধু নরহত্যার অভিযোগে বিচার হল। বিচারে যদিও তিনজনের পাঁচ বছর করে কারাদণ্ডের আদেশ হল, তাদের দুজনকে কিন্তু আগের বছরের জেল-খালাসের শর্তানুযায়ী চার বছরের কারাদণ্ড মকুব করে দেওয়া হল।

এর স্বল্পকাল পরেই বৃটিশ নাগরিক ৬০ বছরের এক অপ্রকৃতিস্থ বৃদ্ধা মুসোলিনির জীবন-নাশের জন্যে ব্যর্থ চেষ্টা করেন। এই ঘটনাকে উপলক্ষ করে আবার এক দফা ব্যাপক মারদাঙ্গা শুরু করে দেয় ফ্যাসিস্তরা। ফলে ফ্যাসিস্তবিরোধী রাজনীতিকদের কাজকর্ম চালানো আরও কঠিন হয়ে পড়ে।

রাজনৈতিক-সামাজিক ক্ষেত্রে এই ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে এই সময়ে দু'দিনের জন্যে হলেও গ্রামসির জীবনে একটু সুখশান্তির ছোঁয়া লাগে—জুলিয়া ও পুত্র দেলিও'র সঙ্গ-সাহচর্যে। সময় পেলেই গ্রামসি ছুটে যেতেন জুলিয়ার ফ্ল্যাটে—দেলিওর সঙ্গে খেলা করতে। কিন্তু, নানা কারণে এই অধ্যায় সাঙ্গ করতে হল—আসন্ন রাজনৈতিক দুর্যোগের মধ্যে গ্রামসির স্ত্রী পুত্রের ইতালিতে বাস করার সমস্যার সঙ্গে যুক্ত হল জুলিয়ার দ্বিতীয়বার সন্তান সম্ভাবনা। ফলে ওঁদের মস্কো ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত হল। জুলিয়া ১৯২৫ সনের ৭ই আগস্ট ইতালির সীমান্ত অতিক্রম করে চলে যান। এর ২৩ দিন পরে ওঁদের দ্বিতীয় পুত্র জুলিয়ানোর জন্ম হয়। সেপ্টেম্বরে জুলিয়ার ছোট বোন ইউজেনির সঙ্গে দেলিও মস্কো ফিরে যায়।

এরপর গ্রামসির সঙ্গে জুলিয়া বা দেলিওর দেখা হয় নি। ছোট ছেলে জুলিয়ানোর সঙ্গে গ্রামসির মোটেই দেখা হয়নি।

এর কিছুকাল পরেই (১৯২৬ সনের) ৮ই নভেম্বর রাত সাড়ে দশটার সময়ে গ্রামসি তাঁর নিজের বাসায় গ্রেপ্তার হন।

গ্রেপ্তারের আগে গ্রামসি তাঁর জীবনের দুটি রাজনৈতিক পথ নির্দেশিকার সাক্ষ্য রেখে যান। একটি হল ইতালির 'দক্ষিণাঞ্চলের সমস্যা' তথা শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর সমস্যা; দ্বিতীয়টি হল—স্তালিন-ট্রটস্কির রাজনৈতিক-ব্যক্তিগত কলহ সম্পর্কে গ্রামসির নীতিভিত্তিক অবস্থিতির ঘোষণা।

'দক্ষিণী সমস্যা' নিয়ে লেখাটিতে গ্রামসি বিগত তিন দশকের রাজনৈতিক

বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা করে দেখান যে এই যুগের রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল উত্তরাঞ্চলে শিল্পপতি ও শ্রমিকদের মধ্যে এক অলিখিত আপস—যা' কি না শেষবিচারে প্রতিষ্ঠিত ছিল দক্ষিণাঞ্চলের কৃষকদের বঞ্চিত করার ব্যবস্থার উপরে। এর ফলে দক্ষিণী কৃষকরা রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শগত বিচারে বুর্জোয়া নেতৃত্বের প্রভাবাধীন হয়ে ছিল। এর প্রতিকারের জন্যে প্রয়োজন—আশু ও সীমিত আর্থনীতিক স্বার্থের চৌহদ্দি থেকে শ্রমিক শ্রেণীর বার হয়ে আসা এবং দক্ষিণের গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র কৃষকদের দলে টানা। এই প্রক্রিয়ার অপরিহার্য অঙ্গ হল—গ্রামাঞ্চলের বিত্তবান ও মধ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং অনুগত সাবেকি বুদ্ধিজীবী থেকে স্বতন্ত্র এবং বামপন্থী মনোভাবাপন্ন নতুন এক বুদ্ধিজীবীর উদ্ভবে সাহায্য করা—যাঁরা শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থের প্রতিভূ হবেন।

এই লেখাটি গ্রামসি পুরোপুরি শেষ করতে পারেন নি; তবুও এর মধ্য দিয়ে ইতালি, তথা অন্যান্য যেসব দেশে ধনতন্ত্রের সীমিত বিকাশের ফলে শিল্পশ্রমিকরা জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারেন নি, সেই সব দেশের শ্রমিক বিপ্লবের মূল সমস্যা ও তার সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েছেন।

সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির স্তালিন-ট্রটস্কি সংঘাতের ব্যাপারে গ্রামসি সোভিয়েত পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিকে লেখা এক পত্রে মূলত এই বক্তব্য রাখেন:

১। নীতিগতভাবে তিনি ট্রটস্কির নিরবচ্ছিন্ন বিপ্লব তথা 'পার্মানেণ্ট রেভল্যুশন'-এর তত্ত্বের বিরোধিতা করেন।

২। তিনি মোটের উপরে ট্রটস্কি-জিনোভিয়েভ-কামেনেভ-এর আপাত-দৃষ্টিতে শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে ওকালতির নীতিও সমর্থন করেন না। তিনি এই নীতির মধ্যে ইতালিতে শ্রমিকশ্রেণীর সীমিত আর্থনীতিক স্বার্থে সুদূর-প্রসারী রাজনৈতিক স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করার নীতির প্রতিফলন দেখতে পান। তিনি মনে করেন, সোভিয়েত রাষ্ট্রে শাসক শ্রেণী হয়েও, অথবা শাসকশ্রেণী বলেই, শ্রমিকশ্রেণীকে তাদের সীমিত স্বার্থ খানিকটা ত্যাগ করতে হবে—শ্রমজীবী জনতার অন্যান্য অংশকে স্বপক্ষে টানার উদ্দেশ্যে।

৩। কিন্তু দু' পক্ষ যেভাবে কলহে লিপ্ত হয়ে পার্টি তথা শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যকে ক্ষুণ্ণ করছে, তা'তে শুধু সোভিয়েত ইউনিয়নেই নয়, বিশ্বের সর্বত্র শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামী ঐক্যের ক্ষতি হচ্ছে।

গ্রামসি সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ, অর্থাৎ স্তালিন ও তাঁর অনুগামীদের অনুরোধ করেন যে তাঁরা যেন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অত্যধিক উগ্র ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাঁদের জয়ের অপব্যবহার না করেন।

গ্রেপ্তারের পরে জুলিয়াকে লেখা এক পত্রে গ্রামসি বলেন:

"তুমি আগে বলতে যে আমাদের দু'জনেরই যা' বয়স, তাতে আমরা দুজনেই আমাদের সন্তানদের বড় হওয়া একত্রে দেখে যেতে পারব। এখন এই

বিশ্বাসকে আঁকড়ে থাকতে হবে তোমাকে এবং তুমি যখনই আমার কথা, অথবা আমার ও ছেলেদের কথা ভাববে, তখনই এই কথাটিও তোমাকে ভাবতে হবে। আমি নিশ্চিত যে আগের মতই তুমি শক্ত ও সাহসী হবে। (আসলে) তোমাকে আগের চাইতেও বেশি শক্ত ও সাহসী হতে হবে, যাতে ছেলেরা ঠিক মত মানুষ হয় এবং সর্বতোভাবে তোমার যোগ্য হয়।"

গ্রামসি তাঁর মাকেও এক পত্রে লেখেন ঃ

"গত কয়েকদিনে আমি তোমার কথা অনেক ভেবেছি। তোমাকে আমি যে কষ্ট দিতে যাচ্ছি, সেকথা এবং তোমার বয়সের কথা এবং অদ্যাবধি তুমি যা' দুঃখকষ্ট সহ্য করেছ, সে সব কথাও আমার মনে হয়েছে। এ সব সত্ত্বেও তোমাকে শক্ত হতে হবে, আমার চাইতে বেশি শক্ত হতে হবে। তোমার মহত্ব ও ভালবাসার সর্ববিধ মমতা নিয়ে আমাকে তোমার ক্ষমা করতে হবে। তুমি তোমার ধৈর্য ও শক্তি নিয়ে তোমার দুঃখকষ্ট সহ্য করে যাচ্ছো, এই কথাটা জেনে আমি আরও শক্তি পাব।...প্রিয় মা, আমার প্রিয়জনেরা, আমার যখনই মনে পড়ে তোমাদের সকলের প্রতি সবসময় আমি সদ্ব্যবহার করি নি বা স্নেহভাবাপন্ন হই নি, যেমনটি আমার হওয়া উচিত ছিল এবং যা' তোমাদেরও প্রাপ্য ছিল, তখনই আমার হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। তা' সত্ত্বেও, যদি পারো, আমাকে ভালবেসো, এবং আমাকে মনে রেখো।"

গ্রেপ্তারের পরে গ্রামসিকে কিছুদিনের জন্যে উস্তিকা দ্বীপে অন্তরীণ রাখা হয়। ১৬০০ অধিবাসীর এই ছোট দ্বীপটিতে তখন পাঁচ-ছশো অরাজনৈতিক বন্দীর সঙ্গে গ্রামসি ও অন্য পাঁচজন রাজনৈতিক বন্দীকে রাখা হয়েছিল। এঁদের মধ্যে দু'জন ছিলেন ভূতপূর্ব সোশ্যালিস্ট ডেপুটি, আর তিনজন কমিউনিস্ট—যার মধ্যে একজন হচ্ছেন ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির বাম প্রবণতার অগ্রণী নেতা—আমাদেও বোর্দিগা। রাজনৈতিক বিরোধিতা যত তীব্রই হোক না কেন, ব্যক্তিগতভাবে গ্রামসি বোর্দিগাকে শ্রদ্ধা করতেন। সুতরাং পুলিশ প্রহরায় দুই কমরেডের একত্রবাস অ-সুখের হয় নি!

গ্রেপ্তারের পরই গ্রামসি তাঁর বন্ধু পিয়েরো স্রাফার সহায়তায় পড়াশোনার জন্যে বইপত্রের সংস্থান করলেন। ছাত্রজীবন থেকে গ্রামসির বন্ধু স্রাফা এই সময়ে এক বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির শিক্ষক হয়েছিলেন। তিনি গ্রামসির প্রয়োজনমত বইপত্র পাঠাবার জন্যে মিলানের এক বইয়ের দোকানের সঙ্গে ব্যবস্থা করে দিলেন। উস্তিকাতে সহবন্দীদের নিয়ে যে শিক্ষার কার্যক্রম হল, তাতে গ্রামসি কোন কোন বিষয়ে শিক্ষকতা এবং কোন কোন বিষয়ে ছাত্রের ভূমিকা গ্রহণ করলেন। ৪৪ দিন উস্তিকায় কাটাবার পরে গ্রামসিকে মিলানের জেলে নিয়ে যাবার আয়োজন হল। পথে একটার পর একটা জেলে স্বল্পকাল করে আটক থেকে ১৯ দিনের যাত্রাশেষে গ্রামসি মিলানের সান ভিতার জেলে পৌঁছে যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

গ্রামসি মিলানে পৌঁছবার মাস তিনেক পরে তাতিয়ানাও মিলানে চলে এলেন—কাছাকাছি থেকে যতটা সম্ভব গ্রামসির তত্ত্বাবধানের জন্যে। এই

সময় থেকে বাইরের জগতের সঙ্গে গ্রামসির একমাত্র যোগসূত্র হয়ে দাঁড়ালেন তাতিয়ানা। মা-বাবা ও বোনেরা সুদূর সার্দিনিয়া দ্বীপে, এক ভাইও সেখানে। বড়ভাই গেনারো কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী ছিলেন, কিন্তু ফ্যাসিস্ত-দের হাতে লাঞ্ছিত হবার পরে তিনি পার্টির কাজ থেকে দূরে সরে যান। আরেক ভাই মারিও আগের মত সক্রিয় না হলেও ফ্যাসিস্ত-ভাবাপন্ন। তার সঙ্গে গ্রামসির অন্তরের যোগ হওয়া সম্ভবপর ছিল না।

সব থেকে বড় কথা, গ্রেপ্তারের পরে মস্কোবাসী জুলিয়ার সঙ্গে গ্রামসির যোগসূত্র প্রায় ছিন্ন হয়ে পড়ল। জুলিয়া পত্র লেখা প্রায় বন্ধ করে দিলেন; আর লিখলেও দু-এক ছত্র মামুলি কথাবার্তা।

মিলান জেলে গ্রামসিকে আটক রেখে তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ সম্পর্কে প্রাথমিক তদন্তের পরে গ্রামসিকে আবার রোমে পাঠানো হল স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে বিচারের জন্যে। গ্রামসি মিলানে আসেন ১৯২৭ সনের ৭ই ফেব্রুয়ারি; ১৫ মাস ধরে তদন্ত চালাবার পরে তাকে ১৯২৮ সনের মে মাসে বিচারের জন্যে রোমে আনা হয়।

২৮শে মে থেকে ৪ঠা জুন অবধি শুনানি চলল। গ্রামসির সঙ্গে অভিযুক্তদের মধ্যে ছিলেন আরও ২১ জন। মামলা চলা কালে এজলাসে উপস্থিত ছিলেন সোভিয়েত সংবাদ সংস্থা 'তাস'-এর প্রতিনিধি, গ্রামসি ও তাঁর দু'জন সহ-বন্দীর ভাইরা, এবং 'ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান' ও 'পেতিত পারি-সিয়েন' পত্রিকার প্রতিনিধিরা। ২২জন কমিউনিস্ট বন্দী একই রকম জবানবন্দী দেওয়া স্থির করলেন। তাঁরা যে কমিউনিস্ট তা স্বীকার করার সিদ্ধান্ত নিলেন, কিন্তু অন্য কোন অপরাধ নয়।

গ্রামসিকেই প্রথমে জেরা করা হয়—৩০শে মে তারিখে। গ্রামসি বলেন:

"পুলিসের কাছে আমি যে জবানবন্দী দিয়েছি, তা'ই আমি সাবুদ করছি। পার্লামেন্টের সদস্য হিসেবে কর্তব্যরত অবস্থায় আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়। আমি কমিউনিস্ট, আমার রাজনৈতিক কার্যকলাপ সুবিদিত, এ সম্পর্কে পার্লামেন্ট-সদস্য হিসেবে এবং 'লুনিতা'র লেখক হিসেবে আমি প্রকাশ্যে ব্যাখ্যা করেছি। আমি কোনরকম গোপন কার্যকলাপে লিপ্ত হই নি, এবং সে রকম কোন ইচ্ছে থাকলেও তা করা আমার পক্ষে অসম্ভব হত। বেশ কয়েক বছর ধরে ছয় জন পুলিস চর সর্বত্র আমাকে অনুসরণ করেছে; আমার স্বগৃহেই হোক, আর বাইরেই হোক, সর্বত্র নজরবন্দী রাখার উদ্দেশ্য নিয়ে। ফলে, আমি কখনও ছাড়া পাই নি। আমাকে ব্যক্তিগতভাবে রক্ষা করার ওজরে আমার উপরে সদা সর্বদা তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখা হ'ত, এই নজরদারিই আমার সর্বশ্রেষ্ঠ সাফাই জবাব। আমি দাবি করছি আমার এই বক্তব্য সাবুদ করার জন্যে তুরিনের পুলিসপ্রধান ও প্রিফেক্টকে সাক্ষী হিসাবে তলব করা হোক। এ ছাড়া কমিউনিস্ট হওয়ার যে সব দায়দায়িত্ব থাকতে পারে, সে সব দায়দায়িত্ব আমি নির্বিশেষে গ্রহণ করছি।

এর পরে সামরিক ট্রাইব্যুনালের সভাপতির এক প্রশ্নের জবাবে গ্রামসি বলেন ঃ

"যুদ্ধের মধ্য দিয়ে সামরিক ধরনের সব রকম ডিক্টেটরির উচ্ছেদে আমি বিশ্বাসী। তা যখনই ঘটবে, তখন যে প্রলেতারিয়েত বর্তমান শাসকশ্রেণীর স্থলাভিষিক্ত হবে, ক্ষমতার লাগাম ধরবে এবং জাতিকে আবার গড়ে তোলার চেষ্টা করবে তা আমার কাছে সুস্পষ্ট।"

কমিউনিস্ট বন্দীদের এই বিচারের প্রহসন কী রকম হাস্যকরভাবে অনুষ্ঠিত হয় এবং কমিউনিস্টরা কী রকম তেজস্বিতার সঙ্গে আচরণ করেন, তার দুয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

অন্যতম আসামি ফেরারির বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ ছিল যে তিনি ১৯১৩ সনে ধর্মঘটে অংশ নেবার জন্যে সাজা পেয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে ফেরারি বলে ওঠেন যে "ঐ উপলক্ষে আমার আচরণ 'অবন্তি' পত্রিকার সম্পাদকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পেয়েছিল এবং ঐ ভদ্রমহোদয়ই (অর্থাৎ মুসোলিনি) এখন রাষ্ট্র প্রধান।"

আরেকজন আসামি, আইনজীবী রিবোল্ডি বলেন, "আমি আদালতে তিন শতাধিক কমিউনিস্টের পক্ষ সমর্থন করেছি, তাঁদের প্রত্যেকেই নির্দোষ বিবেচিত হয়ে মুক্তি পেয়েছেন। তা' হলে, তাঁদের পক্ষ সমর্থনের জন্যে আমি আজ দোষী সাব্যস্ত হব কেন?"

২রা জুন সরকারি উকিল তার সওয়ালে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রচন্ড বিষোদ্গার করেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে এই সময়ে গ্রামসিকে লক্ষ্য করে তিনি বলেন :

"বিশ বছরের জন্যে এই মগজকে অকেজো করে রাখতে হবে।"

অন্যতম আসামী, কমিউনিস্ট নেতা তেরাচিনিও ছিলেন শিক্ষায় আইনজীবী। তিনি আসামীদের পক্ষে সওয়াল জবাবে বলেন :

"ট্রাইব্যুনালের রায় কী হবে, সে সম্পর্কে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। যদিও এটাও জানা যে আমাদের কঠোর সাজা দেওয়া হবে, তবুও আমি এক ধরনের খুশির-ভাব গোপন করতে পারছি না।...

"সরকারি উকিলের যা কিছু সিদ্ধান্ত, তার রাজনৈতিক অর্থ কী? এই অর্থ হচ্ছে নিছক এই কথা যে, কমিউনিস্ট পার্টির অস্তিত্বই এই সরকারের পক্ষে গভীর ও আশু বিপদ-স্বরূপ। আমাদের এই পরাক্রমশালী, সুরক্ষিত, সর্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত, সর্বগ্রাসী এই রাষ্ট্র তার সুদৃঢ় শক্তি নিরাপত্তা-ব্যবস্থা সত্ত্বেও—ক্ষুদ্র, অবজ্ঞার পাত্র, নির্যাতিত এক পার্টি, যার শ্রেষ্ঠ কর্মীরা হয় নিহত, নয় কারারুদ্ধ, নয় তো শ্রমজীবী জনগণের সঙ্গে যোগসূত্র বজায় রাখার জন্যে অস্তিত্ব গোপন রাখতে বাধ্য (কেন না এই শ্রমজীবী জনগণের জন্যেই এই পার্টির জীবন ও সংগ্রাম) এমন একটি পার্টির দ্বারা বিপন্ন। এটা কি বিস্ময়কর যে আমি সরকারি উকিলের সিদ্ধান্তের সঙ্গে সর্বান্তকরণে একমত?"

তেরাচিনি তাঁর বক্তব্যের উপসংহারে বলেন : "আমি একটি রাজনৈতিক পূর্বাভাস করে যেতে চাই : শ্রেণীবিদ্বেষ জাগানো এবং গৃহযুদ্ধের উস্কানি দেবার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত ও দন্ডাজ্ঞা পেতে চলেছি আমরা। কিন্তু আগামীকালে যাঁরা এই আসন্ন হিংস্র দন্ডাজ্ঞা তালিকা পাঠ করবেন, তাঁরা কেউই কিন্তু এই মামলাটিকে গৃহযুদ্ধের একটি অধ্যায় এবং সামাজিক শ্রেণী-সমূহের মধ্যে বিদ্বেষ জাগাবার প্রচন্ড এক প্রচেষ্টা ছাড়া অন্য কিছুই ভাববেন না।"

তেরাচিনির ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হল। তিনিই সর্বোচ্চ সাজা পেলেন—প্রায় ২৩ বছর কারাদন্ড। গ্রামসির সাজা হল বিশ বছরের কিছু বেশি। অন্যান্যদের ঐ রকমই।

সাজা হবার মাসখানেক পরই গ্রামসিকে রোম থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় দক্ষিণ ইতালির আড্রিয়াটিক সাগরের উপকূলবর্তী বারি থেকে ৩০ কিমি দূরবর্তী তুরি জেলে। ১২ দিন ধরে কষ্টকর যাত্রার পরে গ্রামসি ১৯২৮ সনের ১৯শে জুলাই তুরি এসে পৌঁছেন। পথে গুরুতর রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি নিদারুণ কষ্টভোগ করেন। তুরিতে পৌঁছাবার পরে তাঁর অবস্থা সম্বন্ধে আরেকজন বন্দীর বর্ণনা :

"মূত্রাশয়ের গোলযোগের জন্যে তিনি চর্মরোগে ভুগছিলেন, তাঁর পাকস্থলী পুরোপুরি বিকল, তাঁর শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল, আর কারও কাঁধে ভর না দিয়ে তিনি এক পা'র বেশি চলতে পারছিলেন না।"

তুরি জেলের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার গ্রামসির মুখের উপরে সরাসরি বলে দেয়—খাঁটি ফ্যাসিস্ত হিসেবে গ্রামসির মৃত্যুই তার কাম্য। জেলের অন্য কর্মকর্তারা অবশ্য এর চাইতে ভালো ছিল। তা' ছাড়া, গ্রামসির কারাকক্ষ প্রহরীদের ঘরের একেবারে পাশে হওয়ায় গন্ডগোলের দরুণ গ্রামসির ঘুমের খুব ব্যাঘাত হ'ত।

দু'বছর চার মাস কারাবাসের পরে, ১৯২৯ সনের ফেব্রুয়ারির গোড়ার দিকে গ্রামসি তার 'সেলে' বসে লেখাপড়ার অনুমতি পেলেন। গ্রেপ্তারের স্বল্পকাল পরেই তিনি স্থির করেছিলেন—কোন কোন বিষয় নিয়ে 'পূর্ব-নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী 'চিরস্থায়ী' কিছু কাজ করবেন, যা তাঁকে পুরোপুরি ব্যাপৃত রাখবে এবং তাঁর 'অন্তর্নিহিত জীবনের ফোকাস এবং দিঙ্‌নির্ণয়ের কাজ করবে।

১৯২৯ সনের ২৫শে মার্চ তাতিয়ানাকে লেখা এক পত্রে তিনি বলেন : "আমি তিনটি প্রধান বিষয় সম্পর্কে নোট নেব এবং মনোনিবেশ করব বলে স্থির করেছি—(১) ইতালির বুদ্ধিজীবীদের ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস,

বিশেষ করে ( বিভিন্ন ) বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর উদ্ভব ও বিকাশ, (২) ইতিহাস ও ইতিহাস-রচনার তত্ত্ব; (৩) মার্কিনবাদ ( আমেরিকানিজম্) ও ফোর্ডবাদ।"

কারাবাসের পরিবেশ কোনদিক থেকেই গভীর তাৎপর্যপূর্ণ রচনার অনুকূল ছিল না। প্রয়োজনীয় বইপত্রের অভাব তো ছিলই, তার উপরে ছিল স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতি, সবার উপরে জুলিয়ার নীরবতার দরুণ গ্রামসির মানসিক বিষাদ।

এসব সত্ত্বেও তিনি প্রতিদিন অন্তত দু'ঘণ্টা করে নিয়মিত লিখতেন। কারাবাসের সময়ে তিনি মোট ২,৮৪৮ পৃষ্ঠা অর্থাৎ কোয়ার্টো সাইজের (৯"×১২") প্রায় ৪,০০০ টাইপ করা পৃষ্ঠার সমপরিমাণ লেখা শেষ করেছেন।

লেখার ধরণধারণে অনেক বৈষম্য রয়েছে। অনেক কিছুই টুকিটাকি লেখা, অসমাপ্ত। খুব অল্প রচনাই, ঘষামাজা করে চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সব রচনার সামগ্রিকতা মিলিয়ে একটা কেন্দ্রীয় প্রশ্ন আত্মপ্রকাশ করে। প্রশ্নটি হচ্ছে—কী করে শ্রমিক শ্রেণী জনগণের অন্যান্য অংশকে— বিশেষ করে কৃষকশ্রেণীকে— স্বপক্ষে টেনে এনে সমাজের রূপান্তর ঘটাবে।

গ্রামসির লেখা চলতে থাকল—যদিও তাঁর শারীরিক ও মানসিক পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপ হয়ে চলল।

১৯৩০ সনের অক্টোবর মাসে, গ্রামসি লিখেছেন, "আমি ঘণ্টা পাঁচেক করে ঘুমিয়েছি মাত্র দু'রাত। ৯ দিন রাতে এক বিন্দু ঘুমোতে পারি নি। বাকি দিনগুলিতে রাত্রিবেলা পাঁচ ঘণ্টার কম সময় ঘুমিয়েছি। অর্থাৎ, মাসটাতে গড়পড়তা দৈনিক আড়াই ঘণ্টা করে।" এর পরে তাঁর তীব্র মাথার যন্ত্রণা ও স্মৃতিশক্তি হ্রাস, ফলে চিন্তাশক্তির খুবই হানি হয়। ১৯৩১ সনের ৩রা আগস্ট তাঁর গলা দিয়ে রক্ত পড়ে। এরপরে একটার পর একটা উপসর্গ দেখা দিতে লাগল। দাঁত সবগুলো পড়ে গেল। ক্ষয় রোগে মেরুদণ্ডের হাড় ক্ষয়ে যেতে শুরু করল, পিঠের মাংসপেশীতে ফোঁড়া হতে লাগল একটার পর একটা।

১৯৩৩ সনের ৭ই নভেম্বর ভোরবেলা শয্যাত্যাগের কিছু পরেই গ্রামসি ঘরের মেঝেতে পড়ে যান এবং তার পরে আর কিছুতেই উঠে দাঁড়াতে পারলেন না। কারাগারে সহ-বন্দী দু'জন কমরেড পালা করে তাঁর দেখাশোনা করতে লাগলেন। গ্রামসি তখন প্রলাপ বকতে শুরু করেছেন। কয়েকদিন ধরে এই রকম গুরুতর অবস্থা চলল।

এর কিছুকাল আগে থেকেই তাতিয়ানা গ্রামসির স্বাস্থ্যের গুরুতর অবনতি লক্ষ্য করে জেলখানার বাইরে চিকিৎসক মারফৎ তাঁকে পরীক্ষা ও চিকিৎসার জন্যে সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানাচ্ছিলেন। এর পরিণতিতে ১৯৩৩ সনের ২০শে মার্চ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক উমবার্তো আর্কেনজেলি তাঁকে

দেখতে জেলখানায় আসেন। উনি গ্রামসিকে পরীক্ষা করে তার বিভিন্ন রোগের বিশদ বর্ণনা দিয়ে মন্তব্য করেন "বর্তমান অবস্থায় গ্রামসি বেশি দিন বাঁচবেন না। হয় তাঁকে শর্তাধীনে মুক্তি দেওয়া হোক, নয় তো তাঁকে কোন হাসপাতালে বা ক্লিনিকে স্থানান্তরিত করা আমি অপরিহার্য মনে করি।"

মুক্তি বা হাসপাতালে স্থানান্তরণ তো দূরের কথা, জেলখানার মধ্যেও গ্রামসির জন্যে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা হল না। তাঁকে শুধু এক সেল থেকে অন্য সেলে পাঠানো হল। নতুন সেলটি আধাআধি মাটির নীচে এবং জেলখানার শাস্তিদানের ব্লকের পাশে ; সুবিধের মধ্যে এখানে হট্টগোল কিছু কম।

ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও গ্রামসির মুক্তি ও সুচিকিৎসার জন্যে দাবি উঠতে থাকে। অবশেষে, ১৯৩৩ সনের অক্টোবরে সরকারি নির্দেশ এল—রোম থেকে নেপল্‌স্‌ যাবার পথে মাঝামাঝি জায়গায় ফোর্মিয়া শহরের এক বেসরকারি ক্লিনিকে তাঁকে আনা যায় যদি কেউ তার জন্যে দৈনিক ১২০ লিরা ফি এবং তাঁর পাহারা ইত্যাদির জন্যে ব্যয়বরাদ্দের অর্থ জোগান দিতে পারেন। গ্রামসির ছোটভাই কার্লো গিয়ে ক্লিনিকের সঙ্গে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে এলেন। ১৯শে নভেম্বর ভোর ছ'টায় অন্ধকারের মধ্যে গ্রামসি তুরি জেলখানা ত্যাগ করে ক্লিনিকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। যাত্রার প্রাক্‌মুহূর্তে আরেকজন বন্দী-কমরেড প্রহরীর চোখকে ফাঁকি দিয়ে গ্রামসির রচনাভর্তি খাতাপত্র তাঁর ট্রাংকের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন।

## সাত

পথে বিভিন্ন জেলখানায় সাময়িক অবস্থিতির পরে ৭ই ডিসেম্বর অবশেষে তিনি ফোর্মিয়ার ক্লিনিকে পৌঁছলেন। যদিও ক্লিনিকে আসার পরেও পুলিস প্রহরা শিথিল হল না, তবুও গ্রামসির চিকিৎসার কিছুটা অন্তত সুব্যবস্থা হল। অবশ্য এখানে গ্রামসির রোগের কোন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ছিলেন না। তবুও তাঁর অবস্থার কিছু উন্নতি হল।

এখানে তাতিয়ানা ও গ্রামসির ছোট ভাই কার্লো তাঁর সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করতে পারতেন।

রোগজর্জর দেহের নানাবিধ ব্যথা বেদনার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলে গ্রামসির মানসিক দুঃখ ভোগ। প্রথমত, জুলিয়া। দীর্ঘ কারাবাস কালে জুলিয়ার সঙ্গে তাঁর দূরপাল্লার সংযোগ ক্রমশ ক্ষীণতর হয়ে আসে। জুলিয়ার চিঠিপত্র আসা বন্ধ হয়ে যায়। গ্রামসি পত্রের পর পত্র লেখেন। অধিকাংশ সময়েই তার জবাব আসে না। আর যদিও বা কখনও সখনও আসে, তা চিলতে একটা কাগজে, কখনও পেন্সিলে লেখা, শুষ্ক দু'ছত্র। এমনও সময় গিয়েছে, যখন বারো মাস সময়ের মধ্যে গ্রামসি জুলিয়ার কাছ থেকে পত্র পেয়েছেন মাত্র একখানা।

এক পর্যায়ে একটা ক্ষীণ আশা ছিল যে জুলিয়া হয়তো দুই ছেলেকে নিয়ে একবার ইতালি আসবেন গ্রামসির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। তাতিয়ানা অন্তত এই রকম আশা পোষণ করতেন। কিন্তু এই আশা কখনও বাস্তবায়িত হ'ল না।

এদিকে দীর্ঘকাল তীব্র মনোকষ্ট ও স্বজনবিচ্ছিন্ন একাকীত্ব তাঁকে একসময়ে অধীর করে তুলল। কিন্তু তাঁর নিজের যতই আঘাত লাগুক, তিনি ঠিক করলেন যে তাঁর জীবনের সঙ্গে মিছেমিছি জুলিয়াকে আর যুক্ত করে রাখার মানে হয় না। ৩৬ বছর বয়সে, মুক্তি পেলে হয় তো জুলিয়া আবার নতুন করে জীবনসঙ্গী খুঁজে নিতে পারেন। এই সব ভেবে, ১৯৩২ সনের ১৪ই নভেম্বর তাতিয়ানাকে এক দীর্ঘ পত্রে গ্রামসি লিখলেন:

"ব্যাপারটা নিয়ে নাড়াচাড়া করা কঠিন হলেও, আমাকে সে চেষ্টা করতেই হবে। কিছুকাল আগে আমি এমন কয়েকজন বিবাহিতা নারীর কথা শুনেছি, যাঁদের স্বামীরা দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড ভোগ করছিলেন। এই নারীদের মতে এরূপ পরিস্থিতিতে তাঁদের আর কোন নৈতিক বাধ্যবাধকতা ছিল না ঐ বন্ধনকে মান্য করার; তাই তাঁরা নিজেদের জন্যে নতুন জীবনের সন্ধানে নামলেন। আমার শোনা কাহিনী অনুযায়ী—এসব ঘটছিল একতরফা উদ্যমে। একাধিক দিক থেকে বিচার করে এই ব্যাপারটা সম্পর্কে নানাবিধ সিদ্ধান্তে আসা যায়। একাধিকবার এ সম্পর্কে ভাবনাচিন্তা করে আমি ব্যক্তিগতভাবে ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যানযোগ্য ও যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে করি। স্বভাবতই আমি ব্যাপারটাকে মোটেই সহজ বলে ভাবি না; এ কথাও ভাবি না যে কারও মনে আঘাত না দিয়ে বা কোনরকম বিরোধ ছাড়াই এমন কাজ করা যেতে পারে। কিন্তু, তবুও, যখন এটা কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়, তখন এ কাজ করা যেতে পারে···যে মানুষ কার্যত মৃতের সামিল, তাঁর সঙ্গে একজন প্রাণবন্ত মানুষ বাঁধা পড়ে থাকবে কেন?* ···আমি তো বলেছিই এ কাজ সহজ নয়; এই কাজ হল সত্যিকারের বাঁধন কাটা, কাটা ঘা'র যন্ত্রণা ভোগ, এ ধরণের কোন সিদ্ধান্ত নেবার পরে মানুষকে কিছুকাল অনুতাপে বিদ্ধ হ'তে হয়, সন্দেহ-সংশয়ের শিকার হ'তে হয়, কিন্তু সে একথা জানে যে সময়ের সঙ্গে এ সব দূর হবে এবং এর মধ্য দিয়ে নতুন জীবন সৃষ্টি হবে। আমি তোমাকে (আশা করি) বুঝিয়ে সুজিয়ে এত কথা বলছি যা'তে তুমি জুলিয়াকে একথা বলতে পারো, অথবা আমি তাঁকে কি করে বলব, তা' বাৎলে দিতে পারো। আমি খুব ভেবে চিন্তেই এ কথা বলছি ঃ আমি এ ব্যাপার নিয়ে অনেকদিন ভেবেছি, সম্ভবত আমার গ্রেপ্তারের পর থেকেই; প্রথম দিকে পরিহাসছলে, কিন্তু পরের দিকে ক্রমশ কৃতসংকল্প হয়ে, গভীর ভাবে। আমার এই আচরণ রোমান্টিক মনে হতে পারে, সে সম্ভাবনাও আমার নজর এড়ায় নি। ···আমি যা' বলছি, সে সম্বন্ধে ঠাণ্ডা মাথায়, উত্তেজিত না হয়ে তোমাকে ভাবতে হবে, এবং প্রধানত জুলিয়ার জীবন ও ভবিষ্যতের কথা বিচার করতে হবে।"

এর পরে গ্রামসি এ বিষয়ে তাতিয়ানাকে আরও দু'টি পত্র লেখেন। এই ব্যাপারের শেষ পত্রে, ৫ই ডিসেম্বর তারিখে গ্রামসি আবার লেখেন:

"প্রিয় তানিয়া, আমি সর্বান্তকরণে তোমাকে অনুনয় করছি, আমার ১৪ই নভেম্বরের পত্র নিয়ে আলোচনা বা বিশ্লেষণ কোরো না, খণ্ডন করারও চেষ্টা কোরো না···শুধু একটা কথার জবাব দাও, আমার প্রস্তাব মত তুমি আমার ও জুলিয়ার মধ্যে মধ্যস্থতা করতে রাজি কিনা ? হ্যাঁ, নাকি না, আমি শুধু তা'ই জানতে চাই।"

ঠিক এই রকম সময়ে, ১৯৩২ সনের ৩১শে ডিসেম্বর, গ্রামসির মা, সিনোরা পেপ্পিনা সার্দিনিয়ায় দেশের বাড়িতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। এই খবর অবশ্য গ্রামসিকে কোনদিন জানতে দেওয়া হয় নি।

গ্রামসির সঙ্গে তাঁর পরিবারের সম্পর্কও ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসে। তাতিয়ানার কাছেই লেখা ১৯৩১ সনের ১লা জুনের পত্রে তিনি লেখেন :

"মাস খানেক হল আমি বাড়ির কোন পত্র পাই নি। মা তো লিখতে পারেন না, আর আমার বোনেরাও খুব ব্যস্ত থাকেন ; যা'ই হোক, আমি তো তাঁদের কাছাকাছি অনেকদিনই ছিলাম, তই তাঁদের জীবনের ধরণধারণ আমার জানা আছে, কী ঘটছে আমি তা' কল্পনা করতে পারি। প্রতিদিনই আমার মা অনুযোগ করেন কেউ আমার কাছে পত্র লেখে না বলে, সবাই সমস্বরে প্রতিশ্রুতি দেয় লিখবে বলে···পরদিনই, প্রত্যেকেই ভাবে আর কেউ লিখবে। এইভাবে দিনের পর দিন পার হয়ে যায় ···।"

ভাইদের সঙ্গেও যোগাযোগ কমতে থাকে। এক ভাই মারিও তো ফ্যাসিস্ত দলভুক্ত ; সে সম্ভবত ইচ্ছে করেই দূরে সরে থাকে। বড় ভাই গেনারো কমিউনিস্ট ; তবুও নানা কারণে তিনিও একবার ছাড়া আর দ্বিতীয়বার পত্র লেখেন নি। ছোট ভাই কার্লো-ও একবারই লিখেছিলেন—জীবিকা অন্বেষণে তিনি খুবই নাজেহাল হয়ে পড়েছিলেন। গেনারো ও কার্লো অবশ্য জেল-খানায় গ্রামসির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন—গেনারো একবার, কার্লো দু'বার।

একদিকে যেমন তিনি জুলিয়ার জন্যে কাতর, তেমনই তাঁর মার জন্যে। বোনের কাছে এক পত্রে তিনি লেখেন :

"আমার অজান্তে মা একদিন মরে যেতে পারেন, এই কথা দিনরাত, সর্বদাই আমার মনে জাগে, আর আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। ···আমি জানি না, একথা তাঁকে বোঝানো তোমার পক্ষে সম্ভব হবে কিনা যে আমি তাঁকে সর্বদাই কতটা ভালোবেসেছি এবং আমার জীবনে একটা বড় দুঃখ যা' কিনা আমার চরিত্রকেও খুব প্রভাবিত করেছে, তা হচ্ছে আমার এই চেতনা যে তাঁর জীবনে মুহূর্তের তরেও তিনি স্বস্তি পান নি, নিজের খুশির জন্যে তিনি কিছুই করতে পারেন নি, স্থায়ী শান্তি পান নি।"

পারিবারিক ও ব্যক্তিগত সম্পর্কে এই বিচ্ছিন্নতার পাশাপাশি গ্রামসির রাজনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও সৃষ্টি হ'ল ক্রমবর্ধমান দূরত্ব। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের নেতৃত্ব এবং এই নেতৃত্বের অনুগামী ইতালির পার্টির কার্যকর নেতৃত্বের সঙ্গে রণকৌশলগত মৌলিক প্রশ্নে গ্রামসির মতভেদ হতে লাগল। ১৯২৮ সনের জুলাই-সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিকের ষষ্ঠ কংগ্রেস এবং

তার পরে ১৯২৯ সনের জুলাইতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিকের কার্যকরী সমিতির দশম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে গৃহীত রাজনৈতিক লাইন গ্রামসির চিন্তাধারার বিপরীতমুখী হয়ে দাঁড়াল।

গ্রেপ্তারের আগে ফ্যাসিস্ত বিরোধী সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে গ্রামসির যে চিন্তাধারা ছিল, পরবর্তীকালে তাতে কোন পরিবর্তন হয় নি। তাঁর মতে ফ্যাসিজমের পতনের জন্যে সমাজতান্ত্রিক উত্তরণ অপরিহার্য নয়। অর্থাৎ, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সরকারও ফ্যাসিস্ত একনায়কত্বের বিকল্প হতে পারে। তার অর্থ এই যে, ফ্যাসিস্ত বিরোধী সংগ্রামে বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদেরও ইতিবাচক ভূমিকা থাকতে পারে। সুতরাং এঁদের সঙ্গে সমঝওতা বা সাময়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠা পরিহার করা যাবে না। অর্থাৎ, গ্রামসির মতে ফ্যাসিস্ত বিরোধী ব্যাপক ঐক্যের একটি গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট এই পর্যায়ে কৌশলগত লক্ষ্যবস্তু হতে পারে।

ষষ্ঠ কংগ্রেসের পরে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক এই ধরণের ব্যাপক গণ-তান্ত্রিক ঐক্যের ফ্রন্ট বা বুর্জোয়াশ্রেণীর কোন অংশের সঙ্গে সাময়িক ঐক্যেরও কোন প্রকল্প বরদাস্ত করতে রাজি ছিল না। এইমত অনুযায়ী ফ্যাসিস্ত একনায়কত্বের পতনের সঙ্গে সঙ্গে, অর্থাৎ কোন অন্তর্বর্তী বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক পর্যায় বর্জন করে, সরাসরি শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব কায়েম করতে হবে। প্রথম দিকে তোগলিয়াত্তির নেতৃত্বে পরিচালিত ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির মুখ্য অংশ এই ধরণের সংকীর্ণতাপন্থী রাজনৈতিক লাইনে সামিল হতে দ্বিধা করলেও, আন্তর্জাতিক চাপের কাছে পরে নতি স্বীকার করে।

ক্রমে ক্রমে এই সংকীর্ণতাপন্থী আন্তর্জাতিক লাইনের ধাক্কা কারা প্রাচীরের অন্তরালে কমিউনিস্ট বন্দীদেরও ঘায়েল করে। গ্রামসির সহবন্দীরা অনেকেই এই মতের প্রবক্তা হয়ে শুধু যে রাজনৈতিক ভাবেই গ্রামসির বিরোধিতা করেন, তাই নয়; তাঁর বিরুদ্ধে কানাঘুষা ও কিছু কিছু কুৎসা প্রচারেও ব্রতী হন। এ সব কথার কিছু কিছু গ্রামসির কানে আসে। তা'ছাড়া, কারারক্ষীদের সঙ্গে অনর্থক সংঘর্ষে যাওয়ার বিরোধিতা করার জন্যেও কেউ কেউ গ্রামসির নিন্দা শুরু করেন। এই সব মিলিয়ে গ্রামসি অন্য সব কমিউনিস্ট বন্দীদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

দৈহিক নানাবিধ রোগ এবং মানসিক বহু দুঃখ যন্ত্রণা নিয়ে এসে ফোর্মিয়ার কথঞ্চিৎ মুক্ত পরিবেশে গ্রামসির অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতি হল না। তিনি সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে আরও উপযোগী চিকিৎসাকেন্দ্রে স্থানান্তকরণের অনুরোধ জানালেন। এদিকে গ্রামসির সুচিকিৎসা এবং মুক্তির জন্যে আন্তর্জাতিক আন্দোলনও ক্রমশ সোচ্চার হয়ে ওঠে। বিভিন্ন সূত্রে তাঁর মুক্তির দাবি ওঠে। এই দাবির অন্যতম যুক্তি ছিল যে, ইতালির ফ্যাসিস্ত বিধি অনুযায়ীও গ্রামসির কারাদন্ডের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। রমাঁ রলাঁ এদিকে গ্রামসির কারাদন্ড ও রোগজীর্ণ কারাবাসের কাহিনী নিয়ে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন।

এই সবের কিছুটা সুফল হল। ১৯৩৪ সনের অক্টোবরে গ্রামসিকে 'সাময়িকভাবে' মুক্তি দেওয়া হল, যদিও এর বাস্তব তাৎপর্য তেমন কিছু চমকপ্রদ নয়। কার্যত, এতে হল এইটুকু যে গ্রামসির ঘরের দরজা থেকে পুলিশ প্রহরা তুলে নিয়ে তা বসানো হ'ল ক্লিনিকের দোরগোড়ায়। জানালার লোহার গরাদও খুলে দেওয়া হল। ইচ্ছে হলে তিনি তাতিয়ানা বা অন্য কাউকে সঙ্গে নিয়ে দু' পা' হেঁটে আসতে বা গাড়ি চড়ে ঘুরে আসতে পারতেন। এর মধ্যেও আবার নানা রকম সন্দেহ বা গুজবের প্রভাবে মাঝে মাঝে গ্রামসিকে কঠোর প্রহরাধীনে রাখা হ'ত। যাই হোক, 'সাময়িক মুক্তি' পাবার মাস দশেক পরে, অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে গ্রামসি চিকিৎসার জন্যে রোমের এক নামজাদা ক্লিনিকে যাবার অনুমতি পেলেন—১৯৩৫ সনের ২রা আগস্ট।

## আট

রোমে এসে চিকিৎসার কিছু সুবন্দোবস্ত হল। গ্রামসি এই নতুন আবহাওয়ায় এবং নতুন পরিস্থিতিতে আবার জুলিয়ার জন্যে অধীরতা বোধ করতে শুরু করেন। তিনি দু' দু'বার কাতর অনুনয় করে জুলিয়াকে পত্র দেন, পুত্র দু'টিকে সঙ্গে নিয়ে একবার রোমে আসার জন্যে। কিন্তু জুলিয়ার কাছ থেকে কোনও সাড়া এল না। এর ফলেই গ্রামসির জীবনের প্রতি আসক্তি যেন কমে গেল। যে কোন কারণেই হোক, রোমে আসার পরে তিনি তোগলিয়াত্তি বা পার্টির কোনো কমরেডের সঙ্গে গোপন যোগাযোগের কোন চেষ্টাই করেন নি। এদিকে তাঁর শীগগীরই পুরোপুরি মুক্তিলাভের একটু আশা ছিল—এবং তিনি ভেবে রেখেছিলেন মুক্তি পেলে সার্দিনিয়ায় দেশের বাড়িতে, পরিবারের মধ্যে ফিরে যাবেন।

১৯৩৭ সনের ২১শে এপ্রিল আইনত তাঁর কারাদণ্ডের মেয়াদ শেষ হয়। তার ছয় দিন পরে, অর্থাৎ ২৭শে এপ্রিল তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

পরদিন অপরাহ্ণে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামসির শবানুগমনে সহযাত্রী ছিলেন মাত্র দু'জন—তাঁর বন্দীজীবনের সুখদুঃখের একমাত্র অংশীদার তাতিয়ানা এবং ছোট ভাই কার্লো।

তাতিয়ানা গ্রামসির জীবন রক্ষা করার জন্যে অনলস প্রচেষ্টা চালালেও সে ব্যাপারে বিশেষ সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। কিন্তু, তিনি বিশ্ব-মানবের জন্যে গ্রামসির চিন্তাভাবনার সোনার ফসলকে বাঁচাতে পেরেছিলেন। পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে তিনি গ্রামসির রচনাবলী উদ্ধার করে আনেন। এ সব সোভিয়েত দূতাবাসের সহায়তায় মস্কোতে স্থানান্তরিত হয়। অবশেষে মুসোলিনির পতনের পরে, কমিউনিস্ট পার্টির প্রকাশ্য পুনরাবির্ভাবের পরে এ সব ইতালির পার্টির দখলে আসে এবং ক্রমশ প্রকাশিত হয়ে বিশ্বমানবের করায়ত্ত হয়ে ওঠে।

# দ্বিতীয় ভাগ

# গ্রামসির তাত্ত্বিক চিন্তা

## প্রথম অধ্যায়

# শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের সমস্যা

সমাজবাদী বিপ্লবের জন্যে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের অপরিহার্যতা বুনিয়াদি মার্ক্সবাদের মর্মকথা। মার্ক্স, এঙ্গেলস ও লেনিন এই সমস্যাটিকে তাঁদের সামগ্রিক রচনার কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করেছেন। একটু তলিয়ে দেখলে এই সমস্যার দু'টি অঙ্গাঙ্গীরূপ দেখতে পাওয়া যাবেঃ প্রথমত, শ্রমিকশ্রেণীর পরিশীলিত তাত্ত্বিক চিন্তা এবং, দ্বিতীয়ত, সেই চিন্তার ফসলকে অন্যান্য শ্রমজীবী শ্রেণীর কাছে গ্রহণযোগ্য করে উপস্থিত করতে পারা।

প্রথমদিক সম্বন্ধে, একেবারে মার্ক্সীয় চিন্তার শুরুতেই মার্ক্স বলেছিলেন ঃ

"সমালোচনার অস্ত্র অবশ্যই অস্ত্রের সমালোচনার স্থান অধিকার করতে পারে না, স্থূলশক্তিকে স্থূলশক্তি দিয়েই অপসারিত করতে হবে; কিন্তু কোন তত্ত্ব যদি জনগণকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করতে পারে, তা' হলে তা' অবিলম্বে স্থূলশক্তির পর্যায়ভুক্ত হবে।"[১]

এর অর্থ হচ্ছে বিপ্লবের সাফল্যের জন্যে চিন্তার জগতে জনগণকে আকৃষ্ট করতে পারার মত কৃতিত্ব অর্জন করতে হবে।

এরই পাশাপাশি ১৮৪৮-৫০ সনের বিপ্লবের পর্যালোচনায় ফরাসি শ্রমিকদের মার্ক্স ভর্ৎসনা করেছেন, এই বলে যে স্বশ্রেণীর সীমিত স্বার্থসিদ্ধির প্রচেষ্টায় উদ্যোগী হয়েছিল, সমগ্র সমাজের নয়। তাই তারা সফল হতে পারে নি। "তারা স্বশ্রেণীর স্বার্থকে সমগ্র সমাজের বিপ্লবী স্বার্থ হিসেবে বলবৎ করতে পারেনি।"[২]

"যতক্ষণ না বিপ্লবী গতিধারা জাতির ব্যাপক অংশকে জাগাতে পারছে, শ্রমিকশ্রেণী ও বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যবর্তী কৃষক ও পাতি বুর্জোয়া জনগণকে, এমনভাবে উদ্বুদ্ধ করতে পারছে যাতে তারা শ্রমিকশ্রেণীকেই তাদের মুখপাত্র বলে ধার্য করে তাঁর সঙ্গে গ্রন্থিত হচ্ছে, ততক্ষণ ফরাসি শ্রমিকরা একধাপও এগোতে পারছে না, বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারছে না।"[৩]

লেনিন সারাজীবন শুধু শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর জন্যে সংগ্রাম করেছেন, তাই নয়, তিনি বিপ্লবের সাফল্যের অন্যতম পূর্বশর্ত হিসেবে শ্রমিকশ্রেণীর 'নৈতিক আধিপত্য' অর্জন এবং এই নৈতিক আধিপত্যকে স্থূল শক্তিতে পরিণত করতে পারার উপরে জোর দিয়েছেন।[৪]

গ্রামসির ঐতিহাসিক ভূমিকা হচ্ছে এই যে তিনি তাঁর চিন্তাভাবনার কেন্দ্রীয় প্রশ্ন হিসেবে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের এই সমস্যাটিই বিচার করেছেন। তত্ত্বগত, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক দিক থেকে এই সমস্যার বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সমাজবাদী বিপ্লবের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের কেন্দ্রীয় সমস্যার যোগাযোগ খুঁজে বার

করেছেন এবং তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ডায়ালেকটিক পদ্ধতি ধরে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার কাজে তত্ত্বগত, রাজনৈতিক বা সাংগঠনিক দিকগুলির একদিক থেকে অন্যদিকে উত্তরণের পথনির্দেশ করে দিয়েছেন।

প্রধানত ইতালীয় ইতিহাস সামাজিক-রাজনৈতিক পৃষ্ঠপটে এবং বিশেষ করে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলির বিপ্লবের সমস্যার প্রেক্ষিতে ব্যাখ্যাত হলেও শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের সমস্যা নিয়ে গ্রামসির চিন্তা-ভাবনার বিশ্বজনীন প্রাসঙ্গিকতা আজ ব্যাপকভাবে স্বীকৃত।

এই প্রসঙ্গে গ্রামসির আলোচনার প্রথম সোপান বলা চলে শ্রেণীনেতৃত্ব তথা শ্রেণীশাসনের ঘনিষ্ঠসম্পর্কিত দুটি দিকের পৃথকীকরণ। দিক দুটি হচ্ছে আধিপত্য বা প্রভাব (হেগিমনি) এবং প্রভুত্ব (ডোমিনেশন)।

দিকদুটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে গ্রামসি দেখান যে কোনও সমাজ বা রাষ্ট্রেই শাসকশ্রেণী নিছক স্থূলশক্তি প্রয়োগ করে তার শাসন বিস্তার করতে বা বজায় রাখতে পারে না। শেষ ভরসা বলপ্রয়োগ হলেও, বলপ্রয়োগের সাংগঠনিক-প্রশাসনিক উদ্যোগ-আয়োজনের সর্ববিধ ব্যবস্থার পাশাপাশি শাসকশ্রেণী অন্তত অংশত শাসিত শ্রেণীর স্বেচ্ছামূলক আত্মসমর্পণের উপরে নির্ভর করে থাকে। রাষ্ট্রকে কোন নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক মুহূর্তে সমাজে বিদ্যমান আর্থনীতিক ব্যবস্থা বা উৎপাদন-সম্পর্কের সঙ্গে জনগণের সামঞ্জস্য-বিধানের জন্যে দমনমূলক যন্ত্র হিসেবে দেখার প্রচলিত মার্ক্সীয় প্রবণতার সংস্কার সাধন করেন গ্রামসি। তাঁর মতে রাষ্ট্র আসলে পরস্পরবিরোধী দুটি কর্মধারার সমন্বিত রূপ : একদিকে বলপ্রয়োগ বা দমনমূলক কার্যকলাপ, আরেকদিকে নিয়ন্ত্রিত চিন্তাভাবনা-আচরণ প্রসারিত করে জনগণের স্বেচ্ছামূলক আনুগত্য অর্জন করা। এই দ্বিবিধ কর্মধারার প্রতিফলন হিসেবে গ্রামসি সমাজের দ্বিবিধ ভাগের উল্লেখ করেন—রাজনৈতিক সমাজ এবং জনসমাজ বা আর্থনীতিক-সাংস্কৃতিক সমাজ (সিভিল সোসাইটি)। এই দুই ভাগের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে গ্রামসির লেখায় কিছু অস্পষ্টতা দেখা যায়। কোনক্ষেত্রে তিনি শুধু রাজনৈতিক সমাজকেই রাষ্ট্র বলে চিহ্নিত করেছেন, আবার কোন সময়ে রাজনৈতিক সমাজ ও জনসমাজের ভারসাম্যের প্রকাশ হিসেবে রাষ্ট্রকে দেখেছেন।

কোনও কোনও ক্ষেত্রে গ্রামসি সমাজের আর্থনীতিক কাঠামোকে জনসমাজ বলেছেন বটে, কিন্তু তাঁর আসল বক্তব্য অনুযায়ী :

"আর্থনীতিক কাঠামো এবং রাষ্ট্রের মধ্যবর্তী হল জনসমাজ, যাকে স্থূলভাবে (concretely) পুরোপুরি রূপান্তরিত করতে হবে এবং তা শুধু আইনের দলিলে বা বিজ্ঞান পুস্তকে করলেই চলবে না।…রাষ্ট্র হচ্ছে জনসমাজকে আর্থনীতিক কাঠামোর উপযোগী বানাবার যন্ত্রবিশেষ, কিন্তু (তা' করতে হলে) এই কাজ করার জন্য রাষ্ট্রকে (সত্যিই) সংকল্পবদ্ধ হ'তে হবে এবং তার জন্যে রাষ্ট্রটির উপরে যার আধিপত্য, সেই আর্থনীতিক কাঠামোর মধ্যে

যে সব পরিবর্তন ঘটেছে, রাষ্ট্রকেও সেই সব পরিবর্তনের প্রতিনিধিত্বমূলক হতে হবে।

রাষ্ট্র যে শ্রেণী-আধিপত্যের হাতিয়ার, এই বুনিয়াদি মার্ক্সীয় তত্ত্বকে ভিত্তি করেই গ্রামসি তাঁর 'হেগিমনি' বা আধিপত্যের তত্ত্বটি উপস্থিত করেছেন। তাঁর মতে :

"এ কথা সত্য যে রাষ্ট্রকে দেখা হয় কোন একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর যন্ত্র হিসেবে, সেই গোষ্ঠীর সর্বোচ্চ বিস্তারের পক্ষে উপযোগী অবস্থা সৃষ্টিই যার কর্তব্য। কিন্তু এই নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর বিকাশ ও বিস্তারকেই বিবেচনা করা হয় এবং উপস্থিত করা হয় সর্বজনীন বিকাশের, সমগ্র 'জাতীয়' শক্তি বৃদ্ধির চালিকাশক্তি হিসেবে।"[৬]

অর্থাৎ, সমাজের অগ্রণী তথা নেতৃস্থানীয় শ্রেণী মূলত স্বীয় সংকীর্ণ তথা শ্রেণীস্বার্থের ধারক ও বাহক হলেও এই স্বার্থকেই সমাজের সর্বজনীন স্বার্থ হিসেবে প্রতিপন্ন করে—অনেক সময়ে সরল বিশ্বাস নিয়েই।

এই বিশ্বাস যতদিন অক্ষুণ্ন রাখা যায় ততদিন শুধু যে শাসক শ্রেণীর সহযোগী শ্রেণী বা গোষ্ঠী সমূহ অনুগত থাকবে, তাই নয়, বিপক্ষশ্রেণীর মধ্যেও বিভ্রান্তি, অস্বচ্ছতা এবং আন্তরিক আনুগত্য জাগানো যেতে পারে। এবং এই কাজ যতখানি সম্ভব, ততখানিই সম্ভব হবে রাষ্ট্র শক্তির বলপ্রয়োগের কাজকে স্থগিত রাখা বা হ্রাস করা।

বিপরীত দিক থেকে, অর্থাৎ, শোষিত বা শাসিত শ্রেণীর দিক থেকে দেখলে, সমাজবিপ্লবের সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে হলে, সর্বপ্রথম কর্তব্য হচ্ছে শাসক-শ্রেণীর স্বার্থকে সর্বজনীন স্বার্থ হিসেবে দেখার ভ্রান্তি দূর করা, অর্থাৎ শাসক শ্রেণীর প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্য বর্জন করা।

শোষিত ও শাসিত শ্রেণী বা গোষ্ঠীর মধ্যে এই ধরণের মোহ বা বিশ্বাস সৃষ্টির একটা বাস্তব ভিত্তি থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। বুর্জোয়া সমাজে এই ভিত্তি ততদিনই বিদ্যমান থাকে, যতদিন ঐ সমাজের অর্থনীতি প্রসারিত হতে থাকে এবং, কম হোক, বেশি হোক, কিছু পরিমাণে নতুন জনগোষ্ঠীকে বুর্জোয়াশ্রেণী তার নিজস্ব বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত করে নিতে পারে। কিন্তু একটা সময় আসে যখন বুর্জোয়াশ্রেণীর মত কোন শাসক শ্রেণীর বিস্তার ও বিকাশ স্তব্ধ হয়ে যায়, তার পক্ষে নতুন কোন জনগোষ্ঠীকে অঙ্গীভূত করে নেওয়া সম্ভব হয় না। তখনই এই শাসকশ্রেণীর স্বীয় স্বার্থকে সর্বজনীন স্বার্থ হিসেব জাহির করা বা বিশ্বাসযোগ্য করা আর সম্ভবপর হয় না। কাজেই কেবল শোষিত বা শাসিত শ্রেণীই নয় এমন কি সহযোগী শ্রেণীর কাছ থেকেও স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্য পাওয়া আর সম্ভব হয় না। তখনই ক্রমশ বেশি বেশি করে বলপ্রয়োগের প্রয়োজন দেখা দেয়। আধিপত্যের বদলে প্রভুত্বের ভূমিকা ক্রমশ মুখ্য হয়ে দেখা দেয়। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই গ্রামসি বলেছেন :

"রাষ্ট্র=রাজনৈতিক সমাজ+জনসমাজ, ভাষান্তরে দমনপীড়নের বর্মাচ্ছাদিত আধিপত্য।"[৭]

আরও গভীরে প্রবেশ করে গ্রামসি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে আধিপত্য এবং দমনপীড়ন দুটি বিচ্ছিন্ন বা বিরোধী প্রক্রিয়াও নয়, দুটিই পাশাপাশি মিলেমিশে চলতে পারে।

রাষ্ট্রশক্তি সম্পর্কে এই ধারণার ভিত্তিতে গ্রামসি সমাজবাদী বিপ্লব সম্পর্কে তাঁর তাত্ত্বিক ধারণার বিকাশসাধন করেন। বুর্জোয়া রাষ্ট্র যেমন স্বেচ্ছামূলক আনুগত্য এবং বলপ্রয়োগ তথা দমন পীড়ন মারফৎ স্বীয় শ্রেণীর স্বার্থানুযায়ী সমাজকে চালিত করে, এই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিপ্লবকে সার্থক করতে হলে, শ্রমিকশ্রেণীকেও তেমনই দ্বিবিধ অস্ত্র প্রয়োগ করতে হবে : প্রথমত, বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতি শ্রমিকশ্রেণী তথা অন্যান্য শ্রমজীবী শ্রেণীর স্বেচ্ছামূলক আনুগত্যকে নির্মূল করতে হবে এবং তার পরিবর্তে এইসব শ্রেণীর উপরে শ্রমিকশ্রেণীর আদর্শগত প্রভাব প্রতিষ্ঠা করতে হবে, অর্থাৎ, শ্রমিকশ্রেণীকে জনগণের অন্যান্য অংশের স্বেচ্ছামূলক আনুগত্য অর্জন করতে হবে। এই পূর্বশর্ত পালিত হলেই, অর্থাৎ, জনগণের ব্যাপক অংশের উপরে শ্রমিকশ্রেণীর চিন্তা ও আদর্শগত প্রভাব, অন্তত কিছু পরিমাণে, প্রতিষ্ঠিত হবার পরেই বলপ্রয়োগ দ্বারা শোষকশ্রেণীর রাষ্ট্রক্ষমতা উচ্ছেদের প্রচেষ্টা সফল হতে পারে এবং, ততোধিক গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে, শ্রমিকশ্রেণীর এই চিন্তা ও আদর্শগত প্রভাব কথঞ্চিৎ প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকলেই, ক্ষমতা অধিকারের পরে সমাজবাদী ব্যবস্থা প্রবর্তনের কাজ অপেক্ষাকৃত কম বাধায় সুস্থিরভাবে এগোতে পারে। জনৈক ভাষ্যকারের মতে :

"প্রতিটি শ্রেণীই শুধু সরকারি সংস্থাদিতে নয়, ব্যাপক সমাজের স্বীকৃত অভিমত, মূল্যবোধ এবং মানদন্ড নিয়ন্ত্রণের ভূমিকা নিতে চায়। যখন যে শ্রেণীসমূহ বিশেষ অধিকারভোগী, তখন সেই শ্রেণীগুলি রাজনৈতিক ক্ষেত্রের পাশাপাশি বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রেও আধিপত্যের আসনটি দখল করে রাখে। এইভাবে ঐ শ্রেণীগুলি অন্যদের অবনত করে রাখে ; এবং বুদ্ধিবৃত্তিগত ( অর্থাৎ চিন্তার ক্ষেত্রে—লেখক ) আধিপত্য রাজনৈতিক আধিপত্যের পূর্বশর্ত হিসেবে কাজ করে। আধুনিক কালে শ্রমিকদের মুখ্য কর্তব্য হচ্ছে বুর্জোয়াদের ও গির্জার কালচার থেকে চিন্তার জগতে নিজেদের মুক্ত করা এবং নিজেদের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যাতে তা' উৎপীড়িত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীস্তরসমূহকে নিজেদের দিকে টেনে আনতে পারে। সাংস্কৃতিক আধিপত্য রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের মৌলিক এবং পূর্ব শর্ত। যে সব শ্রেণী শ্রমিকশ্রেণীর মিত্র হতে পারে, সেই সব শ্রেণীর উপরে আগেভাগে নিজস্ব বিশ্বদৃষ্টি এবং মূল্যবোধ আরোপ করতে পারলেই শ্রমিকশ্রেণী ( রাজনৈতিক ক্ষমতা ) জয় করতে পারবে : এই পথেই শ্রমিকশ্রেণী সমাজের চিন্তাজগতের নেতৃত্ব অর্জন করতে পারবে, ঠিক যেমনটি পেয়েছিল বুর্জোয়ারা, রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ অর্জনের আগে।"[৮]

গ্রামসির নিজের ভাষায় : "সামাজিক গোষ্ঠীবিশেষ যে সব বিরোধী গোষ্ঠীকে বিলুপ্ত করতে চায় বা এমন কি সশস্ত্র শক্তি দিয়ে দমন করতে চায়,

সেই সব গোষ্ঠীর সঙ্গে তার প্রভুত্বের সম্পর্ক; সহযোগী বা সহগামী গোষ্ঠীকে দেয় নেতৃত্ব। রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের আগেই সামাজিক গোষ্ঠীটি তার 'নেতৃত্ব' প্রয়োগ করতে পারে, এবং এই নেতৃত্ব তাকে প্রয়োগ করতে পারতেই হবে (এই ধরণের ক্ষমতা অর্জনের জন্যে এই নেতৃত্ব প্রয়োগ সত্যি সত্যিই প্রধান একটি পূর্বশর্ত); পরবর্তীকালে এই শ্রেণী যখন (রাজনৈতিক) ক্ষমতা প্রয়োগ করে, তখন এই শ্রেণী প্রভুত্বের আসনের অধিকারী হয়; কিন্তু (রাজনৈতিক) ক্ষমতা এই শ্রেণীর হাতের মুঠোয় সুরক্ষিত থাকার সময়েও এই শ্রেণীকে "নেতৃত্ব"ও দিয়ে যেতে হবে।"[৯]

অনেক তত্ত্ববিদ গ্রামসির এই বক্তব্য থেকে তিনটি ভুল সিদ্ধান্ত করেন। প্রথমত এই যে গ্রামসি মার্ক্সীয় ভাষায় 'অস্ত্রের সমালোচনা' সম্পূর্ণ বর্জন করে শুধুমাত্র, 'সমালোচনার অস্ত্রের' উপরেই একান্তভাবে নির্ভর করার কথা বলেছেন। এই মতের পৃষ্ঠপোষকরা তাঁদের এই বক্তব্য থেকে আরেকটা সিদ্ধান্ত করেন যে গ্রামসি বিচারপদ্ধতির দিক থেকে সম্পূর্ণ ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গীর শরিক হয়ে পড়েছিলেন।

দ্বিতীয়ত, গ্রামসির এই বক্তব্য মার্ক্সবাদের বুনিয়াদি তত্ত্ব থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত, অন্তত পৃথক।

তৃতীয়ত, গ্রামসির এই পথ নির্দিষ্ট ভাবে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি সম্বন্ধেই প্রযুক্ত। এর কোন ব্যাপকতর তাৎপর্য নেই।

প্রথম বক্তব্য, অর্থাৎ, গ্রামসির মতকে সশস্ত্র বিপ্লবের পথ পরিহার বলে মনে করার প্রবণতা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। সর্বাগ্রে স্মরণীয় যে এই প্রসঙ্গটাই আলোচিত হয়েছে—বিপ্লবের সাফল্যের প্রেক্ষিত হিসেবে, বিপ্লবের প্রতিকল্প হিসেবে নয়।

'সাংস্কৃতিক সংস্কার' বলতে গ্রামসি যে শ্রেণীশাসিত সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে 'ক্রমোন্নতি' বোঝাননি, তা' তাঁর রচনা থেকেই পরিস্ফুট। তিনি লিখেছেন, "পূর্বাহ্ণে আর্থনীতিক সংস্কার এবং সামাজিক ও আর্থনীতিক ক্ষেত্রে সমাজের অবদমিত শ্রেণীস্তরসমূহের অবস্থিতির পরিবর্তন ব্যতিরেকে কি তাদের সাংস্কৃতিক সংস্কার হতে পারে এবং তাদের সাংস্কৃতিক অগ্রগতি কি হতে পারে? বুদ্ধিবৃত্তিগত এবং নৈতিক সংস্কারকে আর্থনীতিক সংস্কারের কর্মসূচীর সঙ্গে যুক্ত করতে হবে—প্রকৃতপক্ষে স্থূলবিচারে আর্থনীতিক সংস্কারের কর্ম-পন্থার রূপ নিয়েই বুদ্ধিবৃত্তিগত এবং নৈতিক সংস্কারের আত্মপ্রকাশ ঘটে।"[১০]

[গ্রামসির মতে এই প্রশ্নের সমাধান নির্ভর করে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী নেতৃত্ব, অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টির যথোপযুক্ত বিকাশের উপরে।[১১] সুতরাং গ্রামসির প্রস্তাবিত শ্রমিকশ্রেণীর বুদ্ধিবৃত্তিগত ও নৈতিক নেতৃত্ব অর্জনের অভিযান নিছক প্রচার ও বক্তৃতার কর্মপন্থা নয়, এই কর্মপন্থা আসলে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত শ্রেণীসংগ্রাম মারফৎ ব্যাপক জনগণের জীবনে বাস্তব ও চিন্তাগত পরিবর্তনের কর্মসূচী। সুতরাং একে একতরফা মননমুখী, ভাববাদী প্রেক্ষিত বলে গণ্য করা সম্পূর্ণ ভুল।]

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও জনসমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে

আলোচনায় একটি প্রসঙ্গে গ্রামসি নিজেই লেনিন ও ট্রটস্কির উক্তি উদ্ধৃত করে তাঁর বক্তব্যের সপক্ষে যুক্তি পেশ করেন। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের চতুর্থ বিশ্ব কংগ্রেসে ট্রটস্কির বক্তব্য ছিল, রুশদেশে রাষ্ট্রযন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটে প্রথম পর্বে এবং খুব সহজে, কিন্তু পরবর্তী অধ্যায়, অর্থাৎ ব্যাপক সমাজ-জীবনে বৈপ্লবিক পুনর্গঠনের কাজ, ঐ দেশে খুব দুরূহ এবং দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের রূপ নেয়। পশ্চিম ইউরোপের দেশে দেশে, দ্বিতীয় পর্যায়ের লড়াই আগেভাগে করতে হবে। "প্রশ্ন তা'হলে দাঁড়ায়," গ্রামসির নিজের ভাষায়, "জনসমাজের (সিভিল সোসাইটির) প্রতিরোধ ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টার আগে হবে না পরে হবে"?[১২]

এই প্রসঙ্গে গ্রামসি লেনিনের বক্তব্যও উল্লেখ করে বলেন :

"রুশদেশে রাষ্ট্রই ছিল সবকিছু, জনসমাজ ছিল আদিম, দানা বাঁধতে অক্ষম, পাশ্চাত্যে (অর্থাৎ পশ্চিম ইউরোপে) রাষ্ট্র ও জনসমাজের মধ্যে যথোপযুক্ত সম্পর্ক ছিল ; রাষ্ট্র যখন কাঁপতে শুরু করল, তখন সঙ্গে সঙ্গে জনসমাজের সুদৃঢ় কাঠামো আত্মপ্রকাশ করল। রাষ্ট্র ছিল শুধু বহিঃসীমার পরিখা, যার পেছনে ছিল শক্তিশালী দুর্গের ও মাটির প্রাচীরের বিন্যাস..."[১৩]

আসলে, গ্রামসি জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এই প্রসঙ্গে লেনিনের উক্তিরই পুনরাবৃত্তি করেছেন। ভাষায় কিছু তফাৎ হলেও রাষ্ট্র ও জনসমাজের এই তুলনামূলক পার্থক্যের উল্লেখ করেই ১৯১৮ সনে লেনিন বলেছিলেন :

রুশদেশে "বিপ্লব যেভাবে শুরু হয়েছিল, উন্নত দেশগুলিতে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব তত সহজে শুরু হতে পারে না। রুশদেশের মত দেশে বিপ্লব শুরু করা একটা পালক তোলার মতই সহজ কাজ।"

"কিন্তু যে দেশে ধনতন্ত্র বিকাশ লাভ করেছে এবং যে দেশে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও সংগঠন প্রসারিত হয়েছে সমাজের নিম্নতম স্তরের মানুষ পর্যন্ত, সে দেশে বিনা প্রস্তুতিতে বিপ্লব শুরু করা হবে ভুল, উদ্ভট।"[১৪]

পরে তিনি এই প্রসঙ্গে উন্নত দেশে শ্রমজীবী জনগণের উপরে শাসক ও শোষক শ্রেণীর সাংস্কৃতিক তথা চিন্তাবৃত্তির আধিপত্যের উল্লেখ করে বলেন ঃ যে তারা "মানব-মনোজগতের সবরকম সাফল্যকে শ্রমজীবী মানুষের ইচ্ছা দমন করার এক হাতিয়ারে পরিণত করেছে।"[১৫]

উপরের এই বক্তৃতার কয়েক সপ্তাহ পরেই লেনিন আবার বলেন : "আমাদের পক্ষে বিপ্লব শুরু করা খুব সহজ হয়েছে, আর তা' চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে বেশ কঠিন ; আর পশ্চিমে শুরু করা হবে বেশি কঠিন এবং চালিয়ে যাওয়া অনেক সোজা"।[১৬]

শেষ কথা, সমাজবাদী বিপ্লবের সাফল্যের পূর্বশর্ত হিসেবে শ্রমিকশ্রেণীর সাংস্কৃতিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক আধিপত্য অর্জনের দাবি বুনিয়াদি মার্ক্সীয় তত্ত্বের বিরোধী তো নয়ই, এই দাবি একান্তভাবে পশ্চিম ইউরোপীয় বিপ্লবের অনন্য কোন বৈশিষ্ট্যও নয়। এই অধ্যায়ের শুরুতে মার্ক্স ও লেনিনের যে দুটি উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে তা' থেকেই প্রমাণিত হয় যে, এই দাবি সমাজবাদী

বিপ্লবের সাধারণ দাবি—সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য। রাষ্ট্রীয় কাঠামোর উচ্ছেদ এবং নৈতিক-আত্মিক নেতৃত্ব অর্জন—এই দুই সংশ্লিষ্ট কর্তব্যের মধ্যে শুধু পরিমাণগত তারতম্য হতে পারে। অর্থাৎ, কোন দেশে নৈতিক-আত্মিক নেতৃত্ব অর্জনের গুরুত্ব তুলনামূলকভাবে বেশি হতে পারে। কিন্তু, কিছু কম হলেও এই নেতৃত্ব অর্জন ছাড়া বিপ্লব সফল হতেই পারে না। এ সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হলে, গ্রামসির ভাষায়, "প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট দেশে সরেজমিনে নির্ভুল পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন"।[১৭]

বিশবস্ত মার্ক্সবাদী গ্রামসি কোনক্ষেত্রেই সার্থক চিন্তাভাবনাকে বিমূর্ত ভাববিলাস হিসেবে গণ্য করেন নি; তার নিজের মার্ক্সবাদী বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়েই তিনি দ্বিধাহীন ভাষায় লিখেছিলেন যে, মার্ক্সের মতে "ইতিহাস ধ্যানধারণার ক্ষেত্র, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগত মানুষের সচেতন ক্রিয়াকাণ্ডের ক্ষেত্র। কিন্তু ধ্যানধারণা, মননশীলতা তার খেয়ালিপনা পরিত্যাগ করে বাস্তবতা লাভ করে, এই ধ্যানধারণা গালগল্প, ধর্মীয় বা সমাজতাত্ত্বিক বিমূর্তন নয়…কোন দেশ, সমাজ বা গোষ্ঠীর ঐতিহাসিক লক্ষ্য কী তা জানতে হলে এদের মর্মমূল নিহিত আছে অর্থনীতিতে, ব্যবহারিক ক্রিয়াকাণ্ডে, উৎপাদন ও বিনিময়ের ব্যবস্থা ও সম্পর্কের মধ্যে…কোন দেশের বা সমাজের ঐতিহাসিক লক্ষ্য কী, তা সঠিক ভাবে জানতে হলে আমাদের সর্বপ্রথম জানতে হবে ঐ দেশে, ঐ সমাজে উৎপাদনের ও বিনিময়ের ব্যবস্থা ও সম্পর্ক কী ধরণের"।[১৮]

১৯১৮ সনে লেখা এই জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য থেকেই এ কথা পরিষ্কার যে গ্রামসি ধ্যানধারণা, মননশীলতার চর্চার প্রসারতা চাইতে গিয়ে মার্ক্সবাদের বস্তুবাদী ভিত্তিকে দুর্বল করতে চান নি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

# জৈবিক বুদ্ধিজীবী—রাজনৈতিক দল

যেমন রাজনৈতিক ক্ষমতা সংরক্ষণের জন্যে, তেমনই এই ক্ষমতা অর্জনের জন্যে শ্রেণীগত কার্যকলাপের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে বুদ্ধিগত (intellectual) আধিপত্য বা নেতৃত্বের ক্ষমতা—এই অভিমতকে প্রসারিত করে গ্রামসি রাজনৈতিক দল সম্পর্কে তাঁর তত্ত্ব বিস্তার করেছেন। এক বিশিষ্ট ভাষ্যকারের মতে, গ্রামসি মনে করেন যে:

"শ্রেণী নিরপেক্ষ এক স্বতন্ত্র সামাজিক বর্গ (category) হিসেবে 'বুদ্ধিজীবী' সম্পর্কে ধারণা হচ্ছে অতিকথা পর্যায়ের। বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী এবং প্রয়োগকারী এই অর্থে সব মানুষই সম্ভাব্য বুদ্ধিজীবী, কিন্তু সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডের দিক থেকে সকলে বুদ্ধিজীবী নয়। ক্রিয়াকাণ্ড-গত অর্থে বুদ্ধিজীবীরা দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথমত রয়েছেন সনাতন পেশাগত বুদ্ধিজীবী—সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, ইত্যাদি, সামাজিক ফাঁকফোকরে অবস্থিতির জন্যে আন্ত-শ্রেণী একটা সৌরভ থাকলেও শেষ বিচারে যাঁদের উদ্ভব অতীত এবং বর্তমান শ্রেণী সম্পর্ক থেকে এবং যাঁরা নানাবিধ ঐতিহাসিক শ্রেণী-গঠনের প্রতি তাঁদের আত্মীয়তা প্রচ্ছন্ন রাখেন। দ্বিতীয়ত, রয়েছেন 'জৈবিক' বুদ্ধিজীবীরা, যাঁরা হচ্ছেন কোনও একটি নির্দিষ্ট মৌলিক সামাজিক শ্রেণীর চিন্তাশীল এবং সংগঠক উপাদান। এই জৈবিক বুদ্ধিজীবীরা যে-শ্রেণীর সঙ্গে জৈব বন্ধনে আবদ্ধ, সেই শ্রেণীর ভাবধারা ও আশা আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলন মারফৎ যতটা সুপরিচিত, তাঁদের পেশাগত পরিচয় দিয়ে ততটা নয়—পেশাটি অবশ্য তাঁদের শ্রেণীর চরিত্রানুগ যে কোন বৃত্তি হ'তে পারে।"[১]

গ্রামসির নিজের ভাষায়, "আর্থনীতিক উৎপাদনের ক্ষেত্রের কোন অপরিহার্য ভূমিকা পালনের মৌলিক ক্ষেত্রে জন্ম নেবার সময়ে প্রতিটি সামাজিক গোষ্ঠী একই সময়ে জৈবিক পদ্ধতিতে জন্ম দেয় বুদ্ধিজীবীদের এক বা একাধিক শ্রেণীস্তর—এই বুদ্ধিজীবীরাই শুধু আর্থনীতিক ক্ষেত্রে নয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তাঁদের জন্মদাতা শ্রেণীকে সমসত্ত্বা উপহার দেন।[২]

অর্থাৎ, উৎপাদন সম্পর্কের ভিত্তিতে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া মারফৎ যখন নতুন কোনও শ্রেণীর উদ্ভব হয়, তখন প্রথমাবস্থায় সেই শ্রেণীর আত্মসচেতনতা খুব অপরিণত অবস্থায় থাকে। তা' ছাড়া, সমাজের অতীত ও বর্তমান অন্যান্য শ্রেণী বা শ্রেণীস্তরের সঙ্গে বিদ্যমান ঘনিষ্ঠতার জন্যে নবজাত শ্রেণীর বিভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন চেতনা ও আবেগের বশবর্তী হতে পারে। এই অবস্থা থেকে অগ্রসর হয়ে নতুন শ্রেণীকে যদি তার স্বীয় স্বার্থ, কামনা-বাসনা ও ভবিষ্যতের অঙ্গীকার সম্পর্কে সমমাত্রিক কর্মপ্রচেষ্টায় উদ্যোগী হতে হয়—এবং এই রকম উদ্যোগী হওয়া সব শ্রেণীরই আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের

পক্ষে অপরিহার্য—তা' হলে সেই উদ্দেশ্যসাধনের জন্যে প্রয়োজন সমগ্র শ্রেণীকে সমমাত্রিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করা। এই সমমাত্রিক ভাবধারার উন্মেষ ও বিস্তারের জন্যে সবিশেষ প্রবণতা ও দক্ষতাসম্পন্ন যে শ্রেণীস্তরের প্রয়োজন, সেই শ্রেণীস্তরই হচ্ছে ঐ মৌলিক শ্রেণীর জৈবিক বুদ্ধিজীবী।

প্রসঙ্গটির আরও একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। গ্রামসির মতে মানুষ মাত্রেই বুদ্ধিজীবী—কেন না সব মানুষেরই বুদ্ধি আছে এবং সবাই কমবেশি বুদ্ধি প্রয়োগ করে থাকে। কিন্তু তা' সত্ত্বেও সব মানুষই বুদ্ধিজীবীর বৃত্তি অনুসরণ করে না। যদিও বুদ্ধি বা মস্তিষ্কভিত্তিক কার্যকলাপ এবং পেশি-স্নায়বিক কার্যকলাপ কখনও সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না, কিন্তু এই দু' ধরণের কার্যকলাপের পারস্পরিক গুরুত্বের তারতম্য হতে পারে।

ক্ষমতাভিলাষী শ্রেণীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল—সনাতন বুদ্ধিজীবীদের সমর্থন ও আনুগত্য অর্জন করা। জৈবিক বুদ্ধিজীবী অর্থাৎ মৌলিক শ্রেণীর নেতৃস্থানীয় মননশীল অংশকে সনাতন, অর্থাৎ বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত বুদ্ধিজীবীর সমর্থন পেতে হবে। এই কাজ করা ততটই সহজ হবে যে পরিমাণে এই শ্রেণীর জৈবিক বুদ্ধিজীবী সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। অর্থাৎ, প্রচলিত সমাজের প্রতিপালিত ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম চালিয়ে আত্মিক, রাজনৈতিক এবং, এমন কি, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিপ্লবী শ্রেণীকে তার নিজস্ব জৈবিক বুদ্ধিজীবীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং এই কাজে এগোতে পারলেই সমাজের সনাতন বুদ্ধিজীবীদের একাংশকে দলে টানা যাবে।

এই প্রসঙ্গে গ্রামসি শহর ও গ্রামাঞ্চলের সনাতন বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেকার কিছু তারতম্য আলোচনা করেছেন। যদিও মূলত ইতালির সামাজিক-রাজনৈতিক পৃষ্ঠপটে আলোচিত এই প্রসঙ্গের খুটিনাটি অন্যান্য দেশের, বিশেষ করে ভারতবর্ষের বাস্তব পরিস্থিতি থেকে ভিন্ন হ'তে বাধ্য, তবুও এর মূল সিদ্ধান্তগুলি পুরোপুরি অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

গ্রামসির মতে, শহরে সনাতন বুদ্ধিজীবীরা প্রধানত শিল্পের সঙ্গে জড়িত-অর্থাৎ কলকারখানায় ইঞ্জিনিয়ার, ফোরম্যান, ম্যানেজার, সুপারভাইজার ইত্যাদি। গ্রামীণ সনাতন বুদ্ধিজীবীরা প্রধানত নিম্নস্তরের সরকারি কর্মচারী, পুলিশ, সৈনিক, পাদ্রী-পুরোহিত, শিক্ষক, চিকিৎসক ইত্যাদি।

শহরাঞ্চলে সনাতন বুদ্ধিজীবীরা তাদের আওতায় সাধারণ মানুষের উপরে ধ্যানধারণার ক্ষেত্রে সে রকম কোন প্রভাব ফেলতে পারে না। বরং, আধুনিক যুগে, অর্থাৎ শ্রমিক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রসারের ফলে শ্রমিকরাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শহরের সনাতন বুদ্ধিজীবীদের উপরে কোন কোন ক্ষেত্রে কিছুটা প্রভাব প্রতিষ্ঠা করে থাকে।

গ্রামাঞ্চলের ছবি কিন্তু অন্যরকম। এক্ষেত্রে সনাতন বুদ্ধিজীবীরা আর্থিক ও সামাজিক দিক থেকে অনেক এগিয়ে—এবং সাধারণ গ্রামবাসীর চোখে অনুকরণীয় আদর্শস্বরূপ।

ফলে, গ্রামাঞ্চলে সনাতন বুদ্ধিজীবীর একটা স্বভাবজ নেতৃত্বের ভূমিকা থাকে। কাজেই, এক্ষেত্রে জৈবিক বুদ্ধিজীবীর বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে সনাতন বুদ্ধিজীবীদের সমর্থন ও আনুগত্য অর্জনের দিকে। এই কাজে সফল হলে গ্রামাঞ্চলের ব্যাপক জনগণের সমর্থন ও আনুগত্য লাভ সহজতর হবে।

এইভাবে বিকশিত জৈবিক বুদ্ধিজীবীরাই হচ্ছে মৌল শ্রেণীর নিজস্ব রাজনৈতিক দল। শুধু উৎপাদন-ক্ষেত্রেই সীমিত না থেকে, এই জৈবিক বুদ্ধিজীবীরা সরাসরি রাজনৈতিক ও দার্শনিক ক্ষেত্রেও তাদের নিজেদের অবস্থিতিকে সুদৃঢ় করে।

গ্রামসির মতে রাজনৈতিক দল মাত্রেই রাষ্ট্রশক্তির একটি ক্ষুদ্রতর সংস্করণ। রাষ্ট্র ব্যাপকভাবে গোটা দেশের ক্ষেত্রে এবং সমগ্র জনগণের ক্ষেত্রে যে ভূমিকা পালন করে, পার্টি বা রাজনৈতিক দল সেই ভূমিকাই অপেক্ষাকৃত সীমিতক্ষেত্রে পালন করে থাকে।

অর্থাৎ, রাজনৈতিক দলের কাজ হল প্রথমত সনাতন বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে জৈবিক বুদ্ধিজীবীর যোগসূত্রকে দৃঢ়তর করে, নিজস্ব বুদ্ধিজীবী বা জৈবিক বুদ্ধিজীবীর চেতনা ও কর্মক্ষমতার বিকাশ সাধন এবং সামগ্রিকভাবে স্বীয় শ্রেণীর স্বার্থ, ভূমিকা ও লক্ষ্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ সমাজ গঠনের কাজকর্মকে এগিয়ে নেবার জন্যে প্রচেষ্টা।

সমাজের উচ্চমনন-ক্ষমতাবিশিষ্ট কোন বুদ্ধিজীবীর রাজনৈতিক দলে যোগদান হ'ল জৈব-বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে মিশে যাওয়ার সামিল।

এক অর্থে রাজনৈতিক দলের সদস্য মাত্রেই বুদ্ধিজীবী বলে গণ্য হবার যোগ্য—কেন না তার কাজই হল সমগ্র শ্রেণী তথা শ্রেণীর সহযোগী জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক অস্তিত্ব ও বিকাশের সমস্যার মোকাবিলা করা।

গ্রামসি সামন্ততান্ত্রিক সমাজের জৈবিক বুদ্ধিজীবীর অপেক্ষাকৃত দুর্বল বিকাশের কথা এবং জার্মানিতে যুঙ্কারদের মধ্য দিয়ে প্রাক্-ধনতান্ত্রিক সমাজের জৈবিক বুদ্ধিজীবীর উদ্ভবের উল্লেখ ও আলোচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে ভারতীয় হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ বর্ণের ভূমিকা আলোচনাযোগ্য। প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের প্রথম দিক পর্যন্ত কি ব্রাহ্মণদের ভূমিকা মূলত একই রকমের ছিল, না, তার কিছু উল্লেখযোগ্য তারতম্য ঘটেছে? এদেশে উনবিংশ শতাব্দীতে কোন কোন অঞ্চলে ইংরেজিনবিশ যে নতুন শিক্ষিত সমাজের আবির্ভাব ঘটল, তারই বা বিশিষ্ট চরিত্র কী ছিল—এ সব প্রশ্ন নিয়ে গ্রামসীয়, তথা মার্ক্সীয়, পদ্ধতিতে গভীর আলোচনার নিশ্চয়ই সুযোগ এবং প্রয়োজন আছে।

গ্রামসি বুদ্ধিজীবী প্রসঙ্গে আরেকটা ব্যাপার উল্লেখ করেন: কোন প্রগতিশীল শ্রেণী যখন তার নিজস্ব বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠির বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়, তখন এই নবোদ্ভূত বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠী অন্যান্য শ্রেণী বা গোষ্ঠীর বুদ্ধিজীবীদের উপরে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়, তাদের আকর্ষণ করে নিজস্ব বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। এর ফলে, আপাত দৃষ্টিতে বুদ্ধিজীবী

হিসেবে পরিচিত একটা স্বতন্ত্র গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। অন্তত, বুদ্ধিজীবীদের কোনও কোনও অংশ তাই মনে করে—বুদ্ধিজীবী হিসেবে আত্ম-সচেতনতায় তাদের প্রভাবিত করতে দেখা যেতে পারে। কিন্তু, গ্রামসির সুস্পষ্ট অভিমত এই যে, এই আপাত অনুভূত স্বাতন্ত্র্যবোধ বুদ্ধিজীবীদের মোহ বা মরীচিকা মাত্র। বুদ্ধিজীবীদের কোন স্বতন্ত্র বা স্বাধীন শ্রেণী হিসেবে কখনই গণ্য করা যায় না।

সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী সম্পর্কে বুদ্ধিজীবীদের মনোভাবের তারতম্য হতে দেখা যায়—অন্তত ইতালির ইতিহাসে গণতান্ত্রিক রূপান্তরণের পর্যায়ে তা দেখা গিয়েছে।

তখনকার বুদ্ধিজীবীরা ব্যাপক কৃষককুল সম্পর্কে মুরুব্বীর মত মনোভাব দেখিয়েছিল ; ফলে তারা ব্যাপক কৃষককুলকে তাদের প্রভাবের মধ্যে আনতে পারে নি। কিন্তু অন্য রকমের মনোভাব নেবার ফলে ফরাসি বিপ্লবের নায়করা কিন্তু ঐ দেশের কৃষকদের কাছে টানতে পেয়েছিলেন।

সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ঐতিহাসিক নজিরকে—বিশেষ করে ফরাসি বিপ্লবের নজিরকে—সামনে রেখে গ্রামসি যে মৌল লক্ষ্য সাধনের নির্দেশ করেন তা' হচ্ছে শক্তিশালী একটি 'জেকোবিন' মোর্চা গঠন করার। অর্থাৎ, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে ব্যাপক কৃষককুলকে সমাবেশ করা, ব্যাপক কৃষক জনতা যাতে একযোগে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়। শহরের শ্রমিক-শ্রেণীকে যদি এই লক্ষ্য সাধন করতে হয়, তা হলে তাকে দুটি পূর্বশর্ত পূরণ করতে হবে :

প্রথমত, শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্র কথঞ্চিৎ অগ্রগতি সাধন করতে হবে। অর্থাৎ, একদিকে আধুনিক শিল্প তথা উৎপাদন ব্যবস্থার খানিকটা অগ্রগতি, অন্যদিকে সংখ্যার দিক থেকে শ্রমিক শ্রেণীর কিছুটা বিস্তার লাভ প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, 'ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক' স্তরের খানিকটা পরিপক্কতা। অর্থাৎ পূর্বতন শাসকশ্রেণীর মতাদর্শগত প্রভাবকে খন্ডন করে নিজশ্রেণীর মতাদর্শ গঠনের কাজে অগ্রগতি। যেহেতু এই স্বতন্ত্র মতাদর্শগঠন নিছক ধ্যানধারণার ব্যাপার নয়—বাস্তব জীবনে সংগ্রামের পথেই, অর্থাৎ তত্ত্ব ও কর্মের সমন্বয় মারফৎই একমাত্র ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক পরিপক্কতা অর্জন সম্ভবপর, তাই বাস্তব সংগ্রামের ক্ষেত্রেও অগ্রগতি প্রয়োজন।

সত্যিকারের বিপ্লবী একটি পার্টির জন্ম দৈনন্দিন কোন ঘটনা হতে পারে না। এর জন্মের জন্যে ঐতিহাসিক তাগিদ প্রয়োজন। যখন পুরাতন রাষ্ট্রের পরিবর্তে নতুন রাষ্ট্রের উদ্ভব প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, এবং তার ফলে নতুন রাষ্ট্রগঠনের উপাদানও সমাজের গর্ভে বিকাশমান, একমাত্র তখনই বিপ্লবী পার্টির জন্ম সম্ভবপর। নির্দিষ্টভাবে এর জন্যে প্রয়োজন ত্রিবিধ উপাদান।

প্রথমত, ব্যাপক সংখ্যায় সাধারণ নরনারী, যারা আনুগত্য ও শৃঙ্খলাবোধ নিয়ে সংশ্লিষ্ট ক্রিয়াকলাপে অংশ নিতে প্রস্তুত। এরা মোটের উপরে তত্ত্ব বা সাংগঠনিক দক্ষতার ক্ষেত্রে চমকপ্রদ উপাদান না হলেও চলবে।

দ্বিতীয়ত, স্বল্পসংখ্যক কিছু ব্যক্তি যাঁরা বিদ্যা, বুদ্ধি, দক্ষতা, দূরদৃষ্টি এবং গভীর বিশ্লেষণী ক্ষমতার অধিকারী হওয়ায় ব্যাপক সংখ্যক সুশৃঙ্খল অনুগামীকে নির্দিষ্ট নীতি ও কর্মপন্থার ভিত্তিতে জাতীয় ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত করতে পারবেন। অর্থাৎ, শ্রেণী সংগ্রামে যাঁরা জেনারেল-স্টাফ বা সেনাপতি-মণ্ডলীর কাজ করবেন।

তৃতীয়ত, প্রথম ও দ্বিতীয় উপাদানের মধ্যে, অর্থাৎ ব্যাপক অনুগামী ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মধ্যে, যাঁরা যোগসূত্রের কাজ করবেন, সেই রকম স্বল্পসংখ্যক মধ্যবর্তী কর্মী।

বিশের দশকের গোড়ায় তুরিনে ফ্যাক্টরি দখল আন্দোলনের সময়ে 'লোর্দিনে নুওভো' পত্রিকায় ফ্যাক্টরি কাউন্সিলের বহুল প্রশংসিত ভূমিকা সম্পর্কে গ্রামসির লেখা থেকে কোনও কোনও ভাষ্যকার মনে করেন যে গ্রামসির মতে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী নেতৃত্বের ক্ষেত্রে পার্টির ভূমিকা ছিল কিছুটা পরিমানে গৌণ ; এমন কি, এই মত অনুযায়ী বিপ্লবের পূর্বাপর বিকাশের ধারণা সম্বলিত প্রেক্ষিত এবং এই প্রেক্ষিত কাজে পরিণত করার যোগ্যতাসম্পন্ন কোন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রয়োজন গ্রামসি স্বীকার করেন নি। বলা হয়, তিনি প্রধানত মনে করতেন—শ্রমিকদের উৎপাদনী-কর্মক্ষেত্র, অর্থাৎ ফ্যাক্টরিতে শ্রমিকদের স্বীয় উদ্যোগে স্বতঃস্ফূর্ত সমাবেশ থেকে উদ্ভূত ফ্যাক্টরি কাউন্সিলগুলিকে একসূত্রে গ্রথিত করলেই বিপ্লবী নেতৃত্বের প্রশ্নের সমাধান হবে।

উৎপাদনের ক্ষেত্রে এবং উৎপাদন পদ্ধতির গভীর পরিবর্তন যে বিপ্লবী প্রক্রিয়ায় গভীরতা সঞ্চারের জন্যে প্রয়োজন—একথা গ্রামসি অবশ্যই দৃঢ়তার সঙ্গে বার বার বলেছেন ; কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে ফ্যাক্টরি, শিল্প, অঞ্চল ইত্যাদি আত্মপরিচিতির আংশিক চিহ্ন নির্বিশেষ সামগ্রিক শ্রেণীর আত্ম-সচেতনার প্রতিফলন। সংস্থাগত রূপ, অর্থাৎ সামগ্রিক শ্রেণীচেতনা এবং পার্টি সংগঠনের ভূমিকাকে তিনি খাটো করে দেখেছেন, সে কথাও মোটেই সত্যি নয়।

তোগলিয়াত্তির মতে, গ্রামসির "সব ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক এবং দার্শনিক গবেষণা শেষ পর্যন্ত যে প্রসঙ্গের অবতারণা করেছে, তা' হচ্ছে পার্টির তত্ত্ব, যে পার্টি সমষ্টিগত বুদ্ধিজীবী হিসেবে ক্ষমতা জয়ের সংগ্রাম পরিচালনা করে এবং ( অর্জিত ) ক্ষমতা নতুন সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে নিয়োগ করে"।[৩]

তৃতীয় অধ্যায়

# জেকোবিন ধারা

গ্রামসির রাজনৈতিক চিন্তার অনেকটাই জুড়ে আছে জেকোবিন ঐতিহ্য। ইতালীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে তিনি ফরাসি বিপ্লবের ঐতিহাসিক বিবর্তন থেকে তুলে আনা কিছু সূত্রকে আধুনিক যুগের বিপ্লবের অপরিহার্য কর্তব্য বলে নির্দিষ্ট করেছেন।

জেকেবিন-বাদ প্রত্যয়টিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গ্রামসি এর দুটি দিকের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, এর আক্ষরিক অর্থে,—অর্থাৎ ফরাসি বিপ্লবে জেকোবিন নেতৃত্ব যে শ্রেণী / গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে যে নির্দিষ্ট কর্মসূচীকে সামনে রেখে ফরাসি সমাজের যে ধরণধারনের উদ্দেশ্যে সক্রিয় হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, জেকোবিন বলতে এক ধরণের বিপ্লবী নিষ্ঠা, উদ্যম, তন্ময়তা ও নিজস্ব কর্মসূচীতে অবিচলিত বিশ্বাস, ইত্যাদি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য-গুলিকে।

জেকোবিনবাদের প্রতি গ্রামসির এই ধরণের গভীর আকর্ষণেরও কারণ তাঁর দ্বিবিধ বিশ্বাস : প্রথমত, অধোগত ( সাবলটার্ন ) শ্রেণীর মুক্তিপ্রয়াসের দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্যে রাষ্ট্রগঠনের ভূমিকা—অর্থাৎ নিজস্ব রাষ্ট্রক্ষমতা গঠন / অধিকার ছাড়া কোন অধোগত শ্রেণী সঠিক ও স্থায়ী মুক্তি লাভ করতে পারে না—এই বিশ্বাস। দ্বিতীয়ত, কোন দেশে সমাজবাদী বিপ্লব কোন পথে এগোবে, কী বৈশিষ্ট্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে, কতটা আত্মবিশ্বাস নিয়ে মূল শত্রুশ্রেণীর মোকাবিলা করবে, কতটা সহজে বা কতটা জটিলতার মধ্য দিয়ে তার মুক্তিসংগ্রাম পরিচালিত হবে—এ সবই নির্ভর করে সেই দেশের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব যে পথে এবং যে ভাবে যতটা অগ্রসর হয়েছে, তার উপরে।

একটু গুছিয়ে বলতে হলে : যে-কোন শাসক শ্রেণী তার শ্রেণী ঐক্যের পূর্ণতম ঐতিহাসিক রূপের বিকাশসাধন করতে পারে তখনই, যখন কিনা সেই শ্রেণী তার নিজস্ব রাষ্ট্র আয়ত্ত করতে পেরেছে। এটা শুধু আইনগত বা রাজনৈতিক উপলব্ধির ব্যাপার নয়। এর প্রধান তাৎপর্য হল রাজনৈতিক দিক অর্থাৎ সীমিত অর্থে রাষ্ট্রশক্তি এবং আর্থনীতিক তথা জনসমাজ (সিভিল সোসাইটি)—এই দুয়ের মধ্যে জৈবিক গ্রন্থি বন্ধন।

সমাজবাদী বিপ্লবের ধারক ও বাহক যে অধোগত শ্রেণী, অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণী, সেই শ্রেণীকে রাষ্ট্র গঠনের পথে এগোবার সময়ে যে সব সমস্যা অতিক্রম করতে হয়, গ্রামসির মতে তা মোটামুটি এই ধরণের :

১। প্রথমত, আর্থনীতিক উৎপাদনের রূপান্তরণের মধ্য দিয়ে অধোগত শ্রেণীর জন্ম ও বিকাশ লাভ। অর্থাৎ সামন্ততান্ত্রিক সমাজের গর্ভে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির জন্ম ও বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে আধুনিক শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভব ও প্রসার, এই ঐতিহাসিক পর্যায়ে নবজাত শ্রমিকশ্রেণী পূর্ববর্তী যে

জনগোষ্ঠী থেকে তার উদ্ভব, বেশ কিছুদিন সেই পূর্বগামী সামাজিক গোষ্ঠীর মনোবৃত্তি, মতাদর্শ ও লক্ষ্যাদি নিজের মধ্যে পোষণ করে রাখে। দ্বিতীয় পর্যায়ে, ধীরে ধীরে পূর্বগামী জনগোষ্ঠী থেকে সরে এসে বিদ্যমান সমাজের প্রভুস্থানীয় রাজনৈতিক সংগঠনসমূহের সঙ্গে সক্রিয়ভাবেই হোক, আর নিষ্ক্রিয়ভাবেই হোক, কোনও না কোনও রকমের যোগসূত্র স্থাপন এবং এই রাজনৈতিক সংগঠনগুলির কর্মসূচীকে প্রভাবিত করে নিজেদের দাবি-দাওয়াকে তুলে ধরার প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টা সরলপথে সোজাসুজি এগিয়ে যায় না। প্রায়ই যা ঘটে তা' হল এই সব প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে নিজ শ্রেণীরই ছত্রখান হয়ে যাওয়া এবং পরবর্তী কালে আবার নতুন করে নতুন ভাবে সংহতি লাভ। তৃতীয়ত, এরই পাশাপাশি প্রভুস্থানীয় গোষ্ঠীগুলির নিজেদের মধ্যে নতুন নতুন দল গঠন অধোগত গোষ্ঠীগুলির উপরে তাদের নিয়ন্ত্রণ ও আনুগত্য বজায় রাখার প্রচেষ্টা। চতুর্থত, এরই মধ্য দিয়ে অধোগত গোষ্ঠীদের মধ্যে প্রচেষ্টা শুরু হয় সীমিত ও আংশিক ধরণের দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য নিজেদের কিছু সংগঠন সৃষ্টি করা। পঞ্চমত, অধোগত শ্রেণীর মধ্যে আবার কিছু কিছু গোষ্ঠীর উদ্ভব হয় যারা স্বীয় শ্রেণীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী, তবে তা বিদ্যমান কাঠামোর মধ্যেই। ষষ্ঠত, ও সর্বশেষে, এমন কিছু কিছু সংগঠনের উদ্ভব হয় যারা অখন্ড স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে সচেষ্ট।

অধোগতশ্রেণীর ক্রমোন্নয়নের এই ছকের মধ্য দিয়ে গ্রামসি শ্রমিক শ্রেণীরই ক্রমোন্নয়নের বিশেষ পদ্ধতির বিন্যাস দেখিয়েছেন। প্রথম তিনটি পর্যায় ধনতান্ত্রিক যুগে সব কটি অধোগত শ্রেণী বা গোষ্ঠী সম্বন্ধেই প্রায় সমভাবে প্রযোজ্য; প্রাক-ধনতান্ত্রিক যুগের শ্রেণী সম্বন্ধেও। কিন্তু শেষ তিনটি পর্যায় ধনতান্ত্রিক যুগের শ্রমিকশ্রেণী সম্পর্কেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য। চতুর্থ দফায় শ্রমিক শ্রেণীর ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায় ইত্যাদি প্রাথমিক স্তরের সংগঠনের কথা বলা হয়েছে। পঞ্চম দফায় শ্রমিকদের সংস্কারবাদী রাজনৈতিক দলের কথা বলা হয়েছে এবং ষষ্ঠ দফায় বলা হয়েছে বিপ্লবী দলের কথা।

প্রথম দফা থেকে ষষ্ঠ দফা পর্যন্ত পর্যায়ক্রমের মধ্য দিয়ে অগ্রগতির পথেই জেকোবিন ধারার ঐতিহাসিক প্রাসঙ্গিকতা লক্ষ্য করা যায়। যেহেতু শ্রমিক ধনিক, এই দুই শ্রেণীর মোকাবিলা নিছক তাদের দুই শ্রেণীর দ্বন্দ্বযুদ্ধের মধ্যে সীমিত নয়, এই মোকাবিলা ঘটে ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে, যেখানে সমুপস্থিত অন্যান্য শ্রেণী তথা সামাজিক গোষ্ঠী, তাই এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে অন্যান্য শ্রেণী তথা সামাজিক গোষ্ঠীর অবস্থিতিও গুরুত্বপূর্ণ। গ্রামসির জেকোবিন ধারার তত্ত্ব এই সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর পাশে কৃষককুলকে টেনে আনার কৌশল নিয়ে রচিত। ফরাসি বিপ্লবের সাফল্য ও ইতালীয় ইতিহাসের ব্যর্থতার আলোকে গ্রামসি এই প্রক্রিয়ার সার্থকতার জন্য প্রয়োজনীয় বলে যা' নির্দেশ করেন, তা' হল এই রকম: প্রথমত, যে শ্রেণীকে পরাস্ত করতে হবে, তার

প্রভাব থেকে নিজ শ্রেণীর অব্যাহতি। দ্বিতীয়ত, যে সব শ্রেণী বা সামাজিক গোষ্ঠী এই শত্রুশ্রেণীকে প্রথম অবস্থায় সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় ভাবে সমর্থন করে, সেই সব শ্রেণীর স্বতঃস্ফূর্ত ঝোঁকের পরিবর্তন সাধন করে তাদের সহায়তা অর্জন।

ফরাসি বিপ্লবের সময় ফরাসি বুর্জোয়াশ্রেণীর জেকোবিনপন্থী নেতৃত্ব এই কাজ করতে পেরেছিল, তাই তারা সক্ষম হয়েছিল ফরাসি বিপ্লবকে সাফল্যের এক উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যেতে; আর ইতালির ইতিহাসের সমপর্যায়ে সে দেশের বুর্জোয়ারা এই কাজ সঠিক ভাবে করতে পারে নি, বা করে নি। তাই সে দেশে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব অর্ধপথে স্তব্ধ হয়ে যায়—তা' ফরাসি বিপ্লবের মত সামাজিক প্রগতির উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছতে পারে নি।

ইতালির ইতিহাসে 'রিসর্জিমেণ্টো' নামে পরিচিত জাতীয় পুনরুজ্জীবনের যে পর্যায়, ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ফরাসি বিপ্লবের সঙ্গে তার সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য বিচার করে আসলে গ্রামসি ইতালীয় শ্রমিক শ্রেণীর বৈপ্লবিক কর্তব্যের হদিশ করার চেষ্টা করেছেন।

ফরাসি বিপ্লবের সময়ে জেকোবিনরা মরণপন সংগ্রাম করে ঐ দেশের বুর্জোয়াশ্রেণীর উপরে তাঁদের নেতৃত্ব চাপিয়ে দিতে পেরেছিলেন, বুর্জোয়াদের মধ্যে যে ক্ষুদ্র অংশ গোড়াতে সব থেকে অগ্রসর কর্মসূচীর কথা ভেবেছিলেন, তারা যতদূর যাবার কথা চিন্তা করছেন তাঁদের পূর্বপরিকল্পিত সেই লক্ষ্য থেকে আরও অগ্রসর লক্ষ্য অবধি তো বটেই, এমন কি, তখনকার পরিস্থিতিতে বিদ্যমান ঐতিহাসিক পরিস্থিতি যতদূর অগ্রগতির অনুকূল হতে পারে, এই জেকোবিন নেতৃত্ব ফরাসি বুর্জোয়াশ্রেণীকে তার চাইতেও বেশি দূর অবধি ঠেলে দিয়েছিলেন বা টেনে নিয়েছিলেন। এই রকমে অপরিণত অবস্থায় বিপ্লবকে বেশিদূর পর্যন্ত টেনে নেওয়ার ফলেই পরবর্তীকালে ফরাসি বিপ্লবকে নেপোলিয়নের অভ্যুত্থানের মত নানাবিধ সমস্যার মুখে পড়তে হয়, যা কিনা ছিল তরঙ্গের প্রত্যাঘাতের মত।

ফরাসি বিপ্লবের এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অধ্যায়টি গ্রামসি নাটকীয় পরম্পরার মত বর্ণনা করেছেন। ফরাসি সমাজের অভিজাত ও যাজক শ্রেণী-বিরোধী তৃতীয় বর্গের প্রতিনিধিরা প্রথম দিকে যে সব দাবিদাওয়া বা প্রসঙ্গ তুলেছেন, সেগুলি তাঁদের স্বীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মানুষজনের সীমিত স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সমাজের এই সব গোষ্ঠীর আশু এবং সঙ্কীর্ণ স্বার্থের ব্যাপার। এঁরা ছিলেন নরমপন্থী সংস্কারক মাত্র। ক্রমে ক্রমে নতুন এক 'এলিট' বার হয়ে এলেন, যাঁরা সীমিত গোষ্ঠীর সঙ্কীর্ণ স্বার্থের বৃত্ত অতিক্রম করে এগিয়ে গেলেন ব্যাপক জনশক্তির নেতৃত্বের দায়িত্ব মাথায় নিতে।

তৃতীয় বর্গের মধ্য থেকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এই নেতৃত্বের উদ্ভবের পেছনে রয়েছে দুটি কারণ: প্রথমত, পুরানো সামাজিক শক্তির, অর্থাৎ অভিজাত ও যাজক সম্প্রদায়ের, প্রতিরোধ; দ্বিতীয়ত প্রতিক্রিয়ার পক্ষে আন্তর্জাতিক শক্তি সমাবেশ হবার দরুন তার মোকাবিলা করতে পারার মত বিপ্লবের নিজস্ব

শক্তি সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা। কায়েমি স্বার্থ, অর্থাৎ অভিজাত ও যাজক সম্প্রদায় নতুন প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষকে কোনও রকম অধিকারই ছেড়ে দিতে রাজি ছিল না, যদি কখনও বা ছিটে ফোঁটা কিছু দিত, তার উদ্দেশ্য থাকত কৌশলে একটু সময় পেতে, যাতে নতুন উদ্যমে পরে আবার আঘাত হানা যায়। জেকোবিন নেতৃত্ব যদি উপস্থিত না থাকতেন, তাঁরা যদি সীমাহীন উদ্যমের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে না যেতেন, কোনরকমেই মধ্যপথে বিপ্লবকে স্তিমিত হতে দিতে গর রাজি না হতেন, তাঁরা যদি কঠোর হাতে শুধু পুরোদস্তুর প্রতিবিপ্লবী কায়েমি স্বার্থের প্রতিনিধিদেরই নয়, এমনকি অতীতের বিপ্লবী কিন্তু পরবর্তীকালে প্রতিক্রিয়ার সমর্থক হয়েছিলেন যাঁরা, তাঁদেরও দমন না করতেন, তা' হলে নতুন সমাজের পতাকাবাহীদের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটত।

জেকোবিনদের সাফল্যের মূলে ছিল তাঁদের দু দফা কর্মসূচী : প্রথমত আঘাতের পর আঘাত করে শত্রুপক্ষের, প্রতিবিপ্লবের শক্তিকে পর্যুদস্ত করা ; দ্বিতীয়ত, বুর্জোয়াশ্রেণীর ক্যাডারের সংখ্যা বাড়িয়ে যাওয়া, সর্বব্যাপী জাতীয় স্বার্থের প্রতিনিধি হিসেবে এই শ্রেণীকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং এইভাবে সমাজের সকল স্তরের মানুষকে সংগ্রামের পথে পরিচালিত করা।

এই সঙ্কল্প সাধনের জন্যে জেকোবিনদের যে কাজটি বিশেষভাবে করতে হয়েছে, তা হচ্ছে রাজধানী এবং মহানগরী প্যারিসের সঙ্গে কৃষক প্রধান ব্যাপক গ্রামাঞ্চলের মৈত্রীবন্ধন। কৃষি সমস্যা সমাধান, অর্থাৎ জমির উপরে মুষ্টিমেয় অভিজাত সম্প্রদায় ও গীর্জার মালিকানা উচ্ছেদ করার কর্মসূচীকে সামনে রেখেই এই কাজ করা সম্ভব হয়েছিল জেকোবিনদের পক্ষে। জেকোবিনদের বিরোধী, ফরাসি বুর্জোয়াদের নরমপন্থী নেতৃত্ব পল্লী অঞ্চলের ভৌগোলিক এলাকাভিত্তিক স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের প্রতিশ্রুতিকে সামনে রেখে পাল্লা দিতে চেয়েছিল, কিন্তু জমির ভাগবাঁটোয়ারার প্রতিশ্রুতির মুখোমুখি স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের এই আশ্বাস পাত্তা পায় নি।

ইতালিতে জেকোবিন-ধারা শক্তি সঞ্চয় করতে পারে নি—দ্বিবিধ কারণে। প্রথমত, এ দেশে আর্থনীতিক ক্ষেত্রে বুর্জোয়া শ্রেণী ছিল ফ্রান্সের তুলনায় অনেক দুর্বল ; দ্বিতীয়ত, এই সময়ের মধ্যে ঐতিহাসিক পৃষ্ঠপটের অনেক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল।

ফ্রান্স ও ইতালি—উভয় দেশেই বুর্জোয়া বিপ্লবের ঐতিহাসিক পৃষ্ঠপটে বৈদেশিক শত্রুর বিরুদ্ধে জাতীয় সমাবেশের প্রশ্ন ছিল কিন্তু পৃথক প্রেক্ষিতে। ফ্রান্সে বৈদেশিক শত্রুর আবির্ভাব, বিপ্লবের পরে, উৎসাদিত রাজতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের প্রত্যাবর্তনের বিপদসঙ্কেত নিয়ে। ফলে ব্যাপক কৃষককুলের স্বার্থেই জীবনপণ করে বৈদেশিক বিপদের মোকাবিলার কর্মসূচী সামনে এসে উপস্থিত হল। ইতালিতে কিন্তু অন্যরকম। দেশের অভ্যন্তরীণ শ্রেণী-সম্পর্ক সম্বন্ধে উদাসীন, প্রধানত ইতালির কোনও কোনও অঞ্চলের উপরে অস্ট্রিয়ার শাসন ও আধিপত্যের অবসানকল্পে জাতীয় অভ্যুত্থানই

ইতালীয় প্রেরণা হিসেবে সামনে এল। ফলে ফ্রান্সে অভ্যন্তরীণ শ্রেণী সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে তীব্র বিরোধ ও সংঘর্ষ দেখা গিয়েছিল, ইতালিতে তা' অনুপস্থিত।

ইতালির পুনরুজ্জীবনে নেতৃত্বের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত ছিল দুটি দল—একদিকে নরমপন্থীরা ( মডারেট ), যাদের পেছনে ছিল বুর্জোয়াশ্রেণী, ধনতান্ত্রিক কার্যকলাপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অভিজাত সম্প্রদায় এবং উচ্চবর্গের বুদ্ধিজীবীরা ; অন্যদিকে, গরমপন্থী অ্যাকশন পার্টির পেছনে ছিল আমূল-সংস্কারবাদী পাতিবুর্জোয়ারা, অর্থাৎ, কারিগরী শিল্পে নিযুক্ত শ্রমজীবী, ছোটখাট ব্যবসাবাণিজ্যে রত লোকজন এবং পেশাদার বুদ্ধিজীবী, যাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত শ্রমিকরা। নরমপন্থীদের সঙ্গে বুর্জোয়াশ্রেণীর এক ধরণের জৈবিক সম্পর্ক ছিল, অর্থাৎ এঁদের বুর্জোয়াদের জৈবিক বুদ্ধিজীবী বলে গণ্য করা যায়। অন্যদিকে, আমূল সংস্কারবাদীদের কোনও নির্দিষ্ট শ্রেণীর সঙ্গে জৈবিক সম্পর্ক ছিল না, এঁরা ছিলেন বিমিশ্র সামাজিক স্বার্থের প্রতিভূ। ফলে এঁদের চিন্তা ও কর্মে সামগ্রিক লক্ষ্যের ঐক্য ছিল না—এঁদের পক্ষে সম্ভব হয় নি রাষ্ট্রক্ষমতা প্রয়োগের জন্যে কোন নির্দিষ্ট কর্মসূচী প্রণয়ন।

এর মূলে রয়েছে দ্বিবিধ কারণ, যে কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমত, আমূল সংস্কারবাদীদের পাতিবুর্জোয়া শ্রেণীভিত্তির জন্যে তাঁরা কিছুটা পরিমাণে অভিজাত সম্প্রদায়ের মাতব্বরির বিরুদ্ধে হলেও ব্যাপক কৃষককুলের সঙ্গে একাত্ম হতে পারেন নি। দ্বিতীয়ত, ১৮৫৯ সনে যখন ইতালীয় পুনরুজ্জীবনের সংগ্রাম মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে, তখনকার ইউরোপীয় পরিস্থিতি ১৭৮৯ সনের ফরাসি বিপ্লবের সময়কার পরিস্থিতি থেকে অনেকখানি ভিন্ন প্রকৃতির। "কমিউনিজমের জুজু" এই সময় বুর্জোয়াদের সন্ত্রস্ত করে রেখেছিল। ফলে, শ্রমিকশ্রেণীর চ্যালেঞ্জের আশংকা বুর্জোয়াদের বিপ্লবী প্রবণতাকে স্তিমিত করে দেয়।

ইতালির পুনরুজ্জীবন পর্বের পর্যালোচনা করে গ্রামসি লিখেছেন : নরমপন্থী বা মডারেটরা "বলতেন যে তাঁরা ইতালিতে এক আধুনিক রাষ্ট্র গড়তে চান, তাঁরা কিন্তু ( আসলে ) এক জারজ সন্তানের জন্ম দিয়েছেন, তাঁরা চেয়েছিলেন সংখ্যাবহুল এবং কর্মতৎপর এক শাসকশ্রেণীর জন্ম দিতে, কিন্তু তা' তাঁরা পারেন নি। তাঁদের এই ত্রুটির ফলে উদ্ভূত হল ১৮৭০-১৯০০, এই যুগের দারিদ্র্যপীড়িত রাজনৈতিক জীবন, নিম্নতর শ্রেণীগুলির মৌলিক ও চিরস্থায়ী অস্থিরতা, এবং অলস ও মূল্যবোধহীন এক শাসকশ্রেণীর অমার্জিত, তুচ্ছ অস্তিত্ব। এর অন্যতম পরিণতি হল নবজাত রাষ্ট্রের কার্যকর আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার-বঞ্চিত আন্তর্জাতিক অবস্থিতি, যার মূলে ছিল একদিকে পোপতন্ত্রের দ্বারা এই রাষ্ট্রের ভিত্তিক্ষয় এবং অন্যদিকে ব্যাপক জনগণের দৃঢ়সংকল্প নিষ্ক্রিয়তা। সুতরাং পুনরুজ্জীবনের দক্ষিণপন্থীরা ছিলেন প্রকৃতপক্ষে বাগাড়ম্বরকারী। তাঁরা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রটির অবমূল্যায়ণ করে

আসলে একটি যন্ত্রবিশেষে ও ইচ্ছে মতন নাড়াচাড়ার বিষয়বস্তুতে পরিণত করেছিলেন, এইটিই ছিল তাঁদের সবচেয়ে বড় এবং ঘৃণ্য বাগাড়ম্বর।

সুস্থ গণতন্ত্রের লক্ষ্যে বুর্জোয়াশ্রেণী ও ব্যাপক কৃষক সমাজের মধ্যে মৈত্রী বন্ধন প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হওয়ার ফলে ইতালিতে কৃষি সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে বিকৃতি দেখা দিল, তাকে গ্রামসি 'দক্ষিণী সমস্যা' আখ্যা দিয়েছেন। এক ভাষ্যকারের মতে : "ইতালিতে শিল্প-কৃষি সম্পর্কের এক 'আঞ্চলিক' (বা ভৌগোলিক) মাত্রা ছিল। শিল্প প্রায় সম্পূর্ণভাবেই ছিল উত্তরাঞ্চলে কেন্দ্রীভূত, এবং এই অঞ্চলের কৃষিশ্রমিকরাও খুব বেশিরকম হয়ে পড়েছিল প্রলেতারিয়ান চরিত্রায়িত, (তাই) নিজেদের অবস্থিতিকে জোরদার করার জন্যে বুর্জোয়াদের গাঁটছড়া বাঁধতে হল দক্ষিণাঞ্চলের শাসক মহলের সঙ্গে। এর ফলে দক্ষিণাঞ্চলের শ্রমিকরা হয়ে দাঁড়াল ঔপনিবেশিক মানুষজনের সামিল। উত্তরাঞ্চলের কলকারখানা ধনতান্ত্রিক মেট্রোপলিসের ভূমিকা পেল আর দক্ষিণাঞ্চলের বড় বড় ভূস্বামী এবং মাঝারি বুর্জোয়ারা (সামন্ততান্ত্রিক শক্তি ও 'কমপ্রাদর' বা মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ার মত) ঔপনিবেশিক গোষ্ঠীর ভূমিকা গ্রহণ করল, যারা ব্যাপক শ্রমজীবী জনগণকে দাবিয়ে রাখার জন্যে মেট্রোপলিসের সঙ্গে হাত মেলায়। দক্ষিণাঞ্চল যেন এক বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চল, যা কিনা মহানগররূপী উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। গ্রামসি এই বিশ্লেষণ থেকে দুটি বৈপ্লবিক কর্তব্য নির্দেশ করেন : প্রথমত, উত্তরাঞ্চলের শিল্পশ্রমিককে সংগ্রামের সাথী স্বরূপ দক্ষিণাঞ্চলের কৃষকসমাজকে পেতে হবে এবং, দ্বিতীয়ত, ইতালির এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্যে সে দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অংশত 'জাতীয়' চরিত্র পরিগ্রহণ করবে। অর্থাৎ এই বিপ্লবের অন্যতম কর্তব্য হবে 'ঔপনিবেশিক' আধিপত্যের অবসান ঘটিয়ে ইতালির পুনরুজ্জীবনের যা অসম্পূর্ণ লক্ষ্য সেই জাতীয় একীকরণের কাজটি সমাধা করা।[১]

ইতালির দুই অঞ্চলের মধ্যে ইতিহাস-উদ্ভূত এই পার্থক্যের বহুমুখী বিশ্লেষণ মারফৎ গ্রামসি দেখান কী করে এই ধরণের ব্যবধান গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক সংগ্রামের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

ঐতিহাসিক বিকাশের এই বিভিন্নতার ফলে দক্ষিণ ইতালিতে যে বুদ্ধিজীবী-বর্গের উদ্ভব হয় তা শুধু চরিত্রগতভাবে গ্রামীণ তাই নয়, তারা প্রধানত বটতলার উকিলের মত চেহারা নিয়ে দেখা দেয় এবং বৃহত্তর কৃষক সমাজের সঙ্গে জমিদার-বর্গ ও সরকারের যোগসূত্র হিসেবে কাজ করে। অন্যদিকে, উত্তরাঞ্চলের বুদ্ধিজীবীরা প্রধানত কলকারখানার কৃৎকুশলী স্তর, যাদের ভূমিকা হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণী ও শিল্প-পরিচালকদের মধ্যে সংযোগ রক্ষা। উত্তরাঞ্চলে, তথা, শিল্প-প্রধান 'শহর' অঞ্চলে শ্রমিক ও রাষ্ট্রের মধ্যে যোগসূত্রের ভূমিকা নেয় এক নবোদ্ভূত বুদ্ধিজীবী-বর্গ, যারা ট্রেড ইউনিয়ন ও রাজনৈতিক সংগঠনের কর্মী। ফলে এই অঞ্চলে অধোগত শ্রেণীর মধ্যে রাজনৈতিক ও নৈতিক ঐক্যের বাহন হিসেবে এই বুদ্ধিজীবীরা কাজ করে থাকে।

এই বুদ্ধিজীবীরা যতক্ষণ না জৈবিক বুদ্ধিজীবীতে পরিণত হয়ে অধোগত শ্রেণীর স্বতন্ত্র স্বার্থের প্রচার ও প্রসারে অগ্রণী হচ্ছে, ততদিন অবধি শিল্পোন্নত অঞ্চলের শাসক শ্রেণী তাদের বহুমুখী প্রতিক্রিয়াশীল কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে পারে। তারা প্রথমত পিছিয়ে পড়া এলাকায় উন্নয়নের অভাবের পেছনে নিজেদের দায়িত্ব ও কার্যকলাপের ভূমিকাকে আড়াল করে দোষ চাপায় পিছিয়ে পড়া এলাকার মানুষজনের উপরে—এই কথা প্রচার করে যে তাদের পিছিয়ে পড়ার জন্যে দায়ী তারা নিজেরাই, তাদের আলস্য, বিদ্যাবুদ্ধি ও দক্ষতার অভাব, নিচুমানের সংস্কৃতি, ইত্যাদি। এইসব প্রচারের মধ্য দিয়ে তারা অগ্রসর এলাকার শ্রমজীবী মানুষের মধ্যেও বিভ্রান্তি জাগায়। এরা নিজেদের উঁচুদরের জীব মনে করে এবং পিছিয়ে পড়া এলাকার মানুষদের বর্বর, অশিক্ষিত, অকর্মণ্য বলে হেয় জ্ঞান করতে থাকে। উন্নত ও অনুন্নত, এই দুই অঞ্চলের শ্রমজীবীর মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করতে পেরে শাসকশ্রেণী শুধু যে তাদের শাসনের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিরোধের সম্ভাবনাকে প্রতিহত করে তাই নয়, যখন শোষণের ভারে জর্জরিত অনুন্নত অঞ্চলের মানুষজন বিদ্রোহের পতাকা হাতে নেয়, তখন তাদের কঠোরভাবে দমন করার কাজে উন্নত অঞ্চলের ব্যাপক জনগণের সমর্থন সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়। তেমনই আবার উন্নত অঞ্চলের অগ্রসর শ্রমজীবী ও বুদ্ধিজীবী যখন আমূল সংস্কারের দাবিতে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামে, তখন অনুন্নত অঞ্চল থেকে সংগৃহীত বেতনভুক্ সৈন্য-সামন্ত বা পেয়াদা-পুলিস দিয়ে এদের দমন করে।

জেকোবিন ধারার অগ্রগতি না হবার ফলে শহর ও গ্রামের, অগ্রসর ও অনগ্রসর এলাকার, শ্রমিক, কৃষক ও বুদ্ধিজীবীর ঐক্যবদ্ধ ও সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিকাশ সম্ভবপর হয় না। তার ফলে সমাজের গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের উদ্যোগী শক্তির উদ্ভব ব্যাহত হয়, ফলে শেষ পর্যন্ত সমাজতন্ত্রের জন্যে সংগ্রাম প্রতিহত হয়; অবশেষে ফ্যাসিস্ত-জাতীয় প্রতিক্রিয়াশীল, চরম দমনমূলক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের পথ সুগম হতে পারে। ইতালীয় ইতিহাস থেকে এই শিক্ষাকে গ্রামসি তাঁর 'দক্ষিণী প্রশ্ন'র মাধ্যমে তুলে ধরেছেন।

জেকোবিন ধারার নিহিত বিষয়বস্তুকে আরও প্রসারিত করে এবং তথাকথিত দক্ষিণী সমস্যার প্রেক্ষিতে তাকে বিবর্ধিত করে গ্রামসি আরেকটি প্রত্যয়ের উদ্ভাবন করেন—যাকে বলা হয় জাতীয় লোকায়ত যৌথ সংকল্প ('ন্যাশন্যাল পপুলার কলেক্টিভ উইল')।

তিনি যৌথ সংকল্প বলতে এক বিশেষ চেতনাকে নির্দেশ করেছেন, যা তাঁর নিজের ভাষায়, "ঐতিহাসিক অপরিহার্যতা সম্পর্কে ক্রিয়াশীল চেতনা, বাস্তব ও কার্যকর এক ঐতিহাসিক নাট্যের নায়কের চেতনা।"

এই চেতনা জাগাবার জন্য, এর ধারক ও বাহক হয়ে এই চেতনাকে সুসংবদ্ধ করার জন্যেই প্রয়োজন জেকোবিন নেতৃত্ব। ইতালির ইতিহাসে নানাবিধ ঐতিহাসিক সামাজিক কারণে এই নেতৃত্বের উদ্ভব সম্ভবপর হয়নি, "কার্যকর জেকোবিন শক্তি (ইতালির ইতিহাসে) চিরদিনই অনুপস্থিত থেকে গিয়েছে,

যদিও অন্যান্য দেশে এই জেকোবিন শক্তিই জাতীয় লোকায়ত যৌথ সংকল্পের জন্ম দিয়েছে এবং তাকে সংগঠিত করে আধুনিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে।"[২]

এই সংকল্প-বিকাশের পথে প্রধান ও বৃহত্তম বাধা হল জমিদার বা ভূস্বামীরা। কেন না, জাতীয় লোকায়ত যৌথ সংকল্পের মূল ভিত্তি হচ্ছে সামগ্রিক রাজনৈতিক জীবনে, দেশের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে ব্যাপক কৃষককুলের আবির্ভাব। কৃষকদের এই আত্মসচেতনতা এবং যৌথশক্তি ভূস্বামী-শ্রেণীর স্বার্থের পরিপন্থী না হয়ে পারে না; তাই গ্রামীণ স্বার্থসম্পন্ন ঐ শ্রেণী কখনও কৃষককুলকে সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কর্মতৎপর করার জন্যে উদ্যোগ নেবে না। এই লক্ষ্য সাধনের উদ্যোগ আসতে পারে সেই সব শহুরে সামাজিক গোষ্ঠীর কাছ থেকে, যারা শিল্পবিকাশের মধ্য দিয়ে তাদের নিজেদের সংহতি লাভ করেছে, এবং তা'ও যখন তারা "ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটা নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছেছে"।[৩]

যদিও গ্রামসি প্রধানত বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রসঙ্গেই জাতীয়-লোকায়ত যৌথ সংকল্পের কথা আলোচনা করেছেন, তাঁর মূল দৃষ্টি কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ক্ষেত্র তৈরির দিকে—"'আধুনিক সভ্যতার সামগ্রিক রূপ' ('কারা রচনা'য় গ্রামসির সাঙ্কেতিক ভাষায়—সমাজবাদ) অর্জনের উদ্দেশ্যে জাতীয়লোকায়ত যৌথ সংকল্প বিকাশের উপযোগী ক্ষেত্র তৈরি করা।"

জাতীয় লোকায়ত যৌথ সংকল্পের গ্রামসীয় প্রত্যয়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে সংকল্প জাগ্রত বা আয়ত্ত করার পদ্ধতি। গ্রামসি এক্ষেত্রে যে নতুন দিকটি সংযোজন করেছেন—তা' হচ্ছে প্রচলিত মার্ক্সীয় পদ্ধতির শ্রেণী-ভিত্তিক চৌহদ্দি অতিক্রমের নির্দেশ। অথবা বলা যায়, একাধিক শ্রেণী নিয়ে গঠিত জনসমষ্টির আন্দোলন—যথা, নাগরিক স্বাধীনতা, শান্তি আন্দোলন, নানাবিধ জনগোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষা এবং বিশেষ করে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষা, ছাত্র-যুব সম্প্রদায়ের আকাঙ্ক্ষাকে ভাষা দেওয়া, ইত্যাদি ধরণের আন্দোলনের উপরে বিশেষ নজর দেওয়া।

এই সব আন্দোলনকে কোন সংকীর্ণ শ্রেণীর সীমিত স্বার্থের ছাপ দেওয়া যায় না। অন্যদিকে বিভিন্ন শ্রেণীকে সংযুক্ত করে এই সব গণ আন্দোলন একটা ব্যাপক জাতীয় আলোড়নের রূপ নিতে পারে এবং এর মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে জাতীয় লোকায়ত যৌথ সংকল্প।

এই প্রত্যয়ের আরেকটি দিক হল—একদিকে যৌথ সংকল্পের ভাগীদার হয়েও বিভিন্ন শ্রেণী বা জনগোষ্ঠীর যার যার স্বাধিকার রক্ষা, অন্যদিকে এই যৌথ সংকল্পের অংশীদার সব কয়টি শ্রেণী, তথা জনগোষ্ঠীর উপরে নেতৃ-স্থানীয় একটি শ্রেণীর অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর প্রভাব—এই পরস্পর-বিরোধী দুটি দিকের ডায়ালেক্‌টিক্‌ সমন্বয়।

গ্রামসির সুসংবদ্ধ চেতনায় ও চিন্তায় নানাবিধ প্রত্যয় ঘনিষ্ঠ বন্ধনে পরস্পরের সঙ্গে গ্রন্থিত। 'জাতীয় লোকায়ত যৌথ সংকল্প'—এই প্রত্যয়ের

উত্তরণ দেখতে পাওয়া যায়, গ্রামসির 'ঐতিহাসিক ব্লক'-এর ধারণায়। সমাজ-তথা রাষ্ট্রের বিবর্তনে এক পর্যায় থেকে আরেক পর্যায়ে উত্তরণের ধারায় নেতৃস্থানীয় যে শ্রেণী, তার দায়িত্ব ও প্রয়োজন রয়েছে স্ব-শ্রেণীর সংহতি সাধনের পাশাপাশি অন্যান্য শ্রেণী বা জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মৈত্রী" বন্ধনের। এই মৈত্রী বন্ধনের মারফৎই নেতৃস্থানীয় শ্রেণী সমাজে তথা রাষ্ট্রে স্বীয় নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে। ইতিহাসের যুগসন্ধিতে, অর্থাৎ বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মুখোমুখি অবস্থায় অথবা এই মুখোমুখি অবস্থায় পৌঁছাবার জন্যেই নেতৃ-স্থানীয় শ্রেণীর প্রয়োজন অন্যান্য মিত্রশ্রেণীর উপরে প্রভাব বা নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা। বিপ্লবের আগেই এই ধরণের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা সম্ভব এবং বিপ্লবকে সুগম এবং সংহত করার জন্যে এই নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন—এই তত্ত্বটিই গ্রামসি নানা-ভাবে বিভিন্ন ভাষায় অথচ পারস্পরিক সম্পৃক্ত ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে উপস্থিত করেছেন। 'জাতীয় লোকায়ত যৌথ সংকল্প', এই প্রত্যয়টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-ভাবে জড়িত যে প্রত্যয়টি গ্রামসি তুলে ধরেছেন—তা' হচ্ছে 'ঐতিহাসিক ব্লক'। অর্থাৎ, ইতিহাসের কোনও এক নির্দিষ্ট পর্যায়ে যে সকল শ্রেণী বা শ্রেণীস্তর বা এমনকি, নারী, যুবক, আদিবাসী জাতীয় বহুশ্রেণীভুক্ত, কিন্তু নির্দিষ্ট, কোনও কোনও জনগোষ্ঠী, যারা বিশেষ কোনও স্বার্থে বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থার বিলোপ বা ব্যাপক পরিবর্তনকামী, তাদের নিয়ে সম্মিলিত মোর্চা গঠনই হচ্ছে ঐতিহাসিক ব্লকের তাৎপর্য।

এই প্রসঙ্গে 'ঐতিহাসিক' বিশেষণটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। এর অর্থ হচ্ছে—ইতিহাসের এক বিশেষ পর্যায়ে কোনও কোনও নির্দিষ্ট সামাজিক রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের জন্যে যেমন এই ব্লকের উদ্ভব, তেমনই সেই নির্দিষ্ট লক্ষ্য সাধনের পরে, ইতিহাসের নতুন পর্যায়ে, নতুন লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে আবার নতুন ব্লকের প্রয়োজন এবং উদ্ভব হবে—নতুন কোনও শ্রেণীর নেতৃত্বে অথবা নেতৃত্ব অপরিবর্তিত থাকলেও নতুন নতুন শ্রেণীকে সহযোগী করে।

পরিশেষে এই প্রসঙ্গের উপসংহারে উল্লেখ্য হচ্ছে যে এই বিভিন্ন প্রত্যয় ও ধারণার মূলে রয়েছে গ্রামসির 'হেগিমনি' বা নেতৃত্বের তত্ত্ব। এই তত্ত্বের ভিত্তি হচ্ছে "আর্থনীতিক ক্রিয়াকাণ্ডের নির্ধারক কেন্দ্রবিন্দু যে শ্রেণী বা জনসমষ্টি তার নিয়ামক ক্রিয়াকলাপ।"

গ্রামসি ঐতিহাসিক বিবর্তনকে বিশ্লেষণ করেছেন এই নেতৃস্থানীয় শ্রেণীর নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য দিয়ে।

চতুর্থ অধ্যায়

# নিষ্ক্রিয় বিপ্লব

ইতালির 'পুনরুজ্জীবন'-এর নির্দিষ্ট গতিপ্রকৃতিকে চিহ্নিত করার জন্যে বিশেষ করে যে তত্ত্বটি গ্রামসি উপস্থিত করেন, তাতেই পরে তিনি আরও ব্যাপক তাৎপর্য আরোপ করে 'নিষ্ক্রিয় বিপ্লবের' প্রত্যয়টির জন্ম দেন।

নিষ্ক্রিয় বিপ্লবের বৈশিষ্ট্যগুলিকে এইভাবে নির্দিষ্ট করা যায় :

এই 'বিপ্লবের' পরিচালনা যার হাতে, সেই শ্রেণী নেতৃত্ব অভিলাষী নয়, প্রভুত্ব অভিলাষী। অর্থাৎ সেই শ্রেণী অন্যান্য শ্রেণীকে কাছে টেনে আনার স্বার্থে স্বীয় শ্রেণী স্বার্থের বিশেষ কোনও সংকোচনের বিরোধী। সুতরাং, এই শ্রেণীর পক্ষে অন্য কোনও, অধোগত, শ্রেণীকে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল সম্ভাবনা দিয়ে উদ্দীপ্ত করে কাছে টানা সম্ভব নয়। গোড়া থেকে এই শ্রেণী প্রভুত্বমূলক-পন্থা, অর্থাৎ খানিকটা হুকুমজারি করে, খানিকটা বিভ্রান্ত করে তার নিজের চারপাশে জনসমাবেশ করার চেষ্টা চালিয়ে যায়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে, যথা 'পুনরুজ্জীবনের' পর্বে ইতালির মডারেট নেতৃত্ব রাজতন্ত্রী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে সেই রাষ্ট্রযন্ত্র মারফৎ ব্যাপক জনসাধারণকে তাঁদের সমর্থনে সমাবেশ করতে চেষ্টা করেন এবং অংশত সফল হন। ইতালির ক্ষেত্রে গ্রামসির মতে "'নিষ্ক্রিয় বিপ্লবের' ধারণার সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এই ক্ষেত্রে কোনও সামাজিক গোষ্ঠী ( জনসমষ্টি ) অন্যান্য জনগোষ্ঠীকে নেতৃত্ব দেয় নি, নেতৃত্ব দিয়েছে রাষ্ট্র, যদিও এই রাষ্ট্রের শক্তির অনেক সীমাবদ্ধতা ছিল ; যে জনগোষ্ঠীর 'নেতৃত্ব' করার কথা ছিল, সেই গোষ্ঠীই রাষ্ট্র দ্বারা পরিচালিত হয়েছে ; রাষ্ট্রই এই গোষ্ঠীর হাতে তুলে দিয়েছে সৈন্যবাহিনী এবং রাজনৈতিক কূটনৈতিক শক্তিসামর্থ্য।"

এই ধরণের নিষ্ক্রিয় বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করে গ্রামসি আরও বলেন যে, সক্রিয় বা গণভিত্তিক বিপ্লবের ক্ষেত্রে কোনও একটি নির্দিষ্ট শ্রেণী অন্যান্য শ্রেণীর উপরে নৈতিক প্রভাব বা নেতৃত্বের মধ্য দিয়ে, অন্তত নেতৃত্বের পাশাপাশি প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করে, কিন্তু নিষ্ক্রিয় বিপ্লবের ক্ষেত্রে শুধু যে নৈতিক প্রভাব বা নেতৃত্বের অনুপস্থিতিতে অবিমিশ্র প্রভুত্ব কায়েম হয় তাই নয়, নেতৃত্বাসীন শ্রেণীই অনুপস্থিত থাকে। এর পরিবর্তে একটি ছোট গোষ্ঠী ক্ষমতার কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত হয়ে নেতৃত্ব প্রত্যাশী শ্রেণীর উপরেও কর্তৃত্ব করে। ইতালির ক্ষেত্রে এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, যে-বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্ব প্রত্যাশিত ছিল আধুনিক জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়ায়, সেই শ্রেণী এই নেতৃত্ব নিতে পারেনি বা নেয়নি। পরিবর্তে, এই বুর্জোয়া শ্রেণীরই একটি ক্ষুদ্র অংশ রাষ্ট্রশক্তি মারফৎ শুধু ব্যাপক জনসাধারণই নয়, সমগ্র বুর্জোয়া শ্রেণীর উপরেও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল।

নিষ্ক্রিয় বিপ্লবের ইতিহাসই হচ্ছে বিপ্লবকে এড়িয়ে বুর্জোয়া শ্রেণীর ক্ষমতাসীন হওয়ার ইতিহাস। গ্রামসি ফরাসি বিপ্লব এবং সেই বিপ্লবের পরবর্তী যুগে ইউরোপের বিভিন্নদেশে বুর্জোয়া শ্রেণীর ক্ষমতা দখলের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার গরমিলকে ভিত্তি করেই এ সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ উপস্থিত করেছেন। ফ্রান্সে বৈপ্লবিক বিস্ফোরণ মারফৎ সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের আমূল রূপান্তর ঘটেছিল বলপ্রয়োগের পথে, কিন্তু পরবর্তী যুগে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে অবধি ইউরোপে আধুনিক বুর্জোয়া রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে প্রধানত বলপ্রয়োগ ও বিস্ফোরণ ছাড়াই, প্রধানত উপরতলার উদ্যোগে দফায় দফায় সংস্কার প্রবর্তন করে, এর পৃষ্ঠপটে সামাজিক সংঘর্ষ অবশ্যই ছিল, কিন্তু তার ভূমিকা মুখ্য ছিল না। এই পরিবর্তনের পেছনে অনেক ক্ষেত্রে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজবংশেরও ভূমিকা ছিল। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—কিছু কিছু সংস্কার সাধন করে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের আশংকাকে নির্মূল করা, নিয়ন্ত্রিত কিছু পরিবর্তন সাধন করে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সম্ভাবনাকে পরাহত করা।

নিষ্ক্রিয় বিপ্লবের মারফৎ ক্রমে ক্রমে বুর্জোয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় বটে, কিন্তু এর ফলে সামন্ত শক্তি নির্মূল হয় না। আগের জমানার সামন্ত শাসকবর্গ শাসনক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হয়ে একধরণের মানসিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জাতে (caste) পরিণত হয়। বলা বাহুল্য, আর্থনীতিক ক্ষেত্রেও পুরানো শাসকশ্রেণী তাদের অগ্রণী ভূমিকা বজায় রাখতে পারে না। ইতালিতে এবং ইউরোপের আরও অনেক দেশে এই ধরণের নিষ্ক্রিয় বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছে—রাজতন্ত্রের ছত্রছায়ায়। প্রথমত, এইভাবে বুর্জোয়াশ্রেণী ফরাসি বিপ্লবের আতঙ্কময় সন্ত্রাসের পর্ব এড়াতে চেয়েছে এবং তা' পেরেছেও ; দ্বিতীয়ত, এই পদ্ধতিতে বুর্জোয়াশ্রেণী ক্ষমতা অর্জনের জন্যে নানাধরণের টালবাহানার সুযোগ পেয়েছে—যার মূল লক্ষ্য ছিল সামগ্রিক-বৈপ্লবিক পরিবর্তন এড়িয়ে সীমিত স্বার্থের উপযোগী করে সমাজের সংস্কার সাধন। এই সংস্কার অবশ্য আর্থনীতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক, এই ত্রিবিধ ক্ষেত্রেই পরিব্যাপ্ত।

গ্রামসি বর্ণিত নিষ্ক্রিয় বিপ্লব কিন্তু পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় নয়। ইউরোপের ইতিহাস থেকে তিনি দেখিয়েছেন যে ইতালিসহ বিভিন্ন দেশে এই নিষ্ক্রিয় বিপ্লবের মূল প্রেরণা এসেছিল ফরাসি বিপ্লব এবং তার পরে প্রজাতন্ত্রী ও নেপোলিয়ন-বাহিনীর মহাদেশব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহ থেকে। এর মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন বিভিন্ন দেশের সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো ঘা' খেয়ে নড়বড়ে হয়ে পড়েছিল, অন্যদিকে তেমনই ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যেও এক ধরণের আশা-আকাঙ্ক্ষা চিন্তাভাবনার উদ্রেক হচ্ছিল, যা' কিনা সব দেশেই পুরানো জমানার টিকে থাকার পক্ষেও প্রতিকূল হয়ে দাঁড়ায়।

বলা বাহুল্য, এ সবেরই মূলে ছিল সামন্ততান্ত্রিক সমাজের মধ্যে থেকে নতুন এক সমাজের আর্থনীতিক ভিত্তির উদ্ভব।

উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপকে অতিক্রম করে গ্রামসি নিষ্ক্রিয় বিপ্লবের তত্ত্বকে প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর যুগ পর্যন্ত প্রসারিত করেছেন ইতালির ফ্যাসিস্ত রাজত্ব এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমসাময়িক পরিবর্তনকে চরিত্রায়িত করার জন্যে :

ইতিহাসের এই পরবর্তী যুগে রাষ্ট্রের উদ্যোগে আইন জারি করে বা সরকারি নির্দেশ মারফৎ দেশের আর্থনীতিক কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ রদবদল হচ্ছিল। উদ্দেশ্য—উৎপাদন ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ। ব্যক্তিগত মালিকানা ও মুনাফা ভোগের অধিকারকে খর্ব না করে বৃহত্তর কোন লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশে কাঠামোগত সংস্কার ও পরিচালনা নিষ্ক্রিয় বিপ্লবেরই আধুনিক কালোপযোগী রকমফের।

বলাবাহুল্য উনবিংশ শতাব্দী এবং বিংশ শতাব্দী, উভয় যুগেই নিষ্ক্রিয় বিপ্লবের অন্তর্গত সংস্কার ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আর্থনীতিক উন্নয়ন বা অগ্রগতির ফলে জাতির কোন কোন অংশ নতুন কিছু আর্থনীতিক, তথা, বস্তুগত সুযোগ-সুবিধে তো পায়ই, এমন কি তাদের এবং আরও কোন কোন জনগোষ্ঠীর মনে বিদ্যমান সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে নতুন করে এগিয়ে যাবার আশা জাগে। ফলে এরা শাসকশ্রেণীর নেতৃত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গ্রামসির নিষ্ক্রিয় বিপ্লব আংশিক ভাবে বুনিয়াদি মার্ক্সবাদের "উপরতলার উদ্যোগে বিপ্লব" (revolution from above)—এই প্রত্যয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। ১৮৯১ সনের ১৪ই অক্টোবর তারিখে কার্ল কাউট্‌স্কিকে লেখা পত্রে এঙ্গেল্‌স্‌ জার্মেনি, ফ্রান্স ও বৃটেনে উপরতলা থেকে বুর্জোয়া উদ্যোগে সাধিত সংস্কারের উল্লেখ করে বলেন :

"যারা জার্মেনিতে ছোট ছোট রাজ্য-মন্ডলীকে ভেঙে দিয়ে বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষে শিল্প-বিপ্লবের আয়োজন করার মতন পরিসর সৃষ্টি করে দিয়েছিল, যারা ঐক্যবদ্ধ যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রবর্তন করে ব্যক্তি ও সামগ্রী, উভয়েরই পরিবহন ব্যবস্থাকে বিস্তৃত করে আমাদের চলাচলের স্বাধীনতাকে নিশ্চিতভাবে বর্ধিত করেছে…

"ফরাসি বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীরা—যারা ১৮৭১-৭৮ সনের মধ্যে রাজতন্ত্রকে এবং ধর্মযাজকদের সুনিশ্চিতরূপে পরাস্ত করে, ফ্রান্সে অতীতে বিপ্লবের সময় ছাড়া অন্য সময়ে যা' অকল্পনীয় ছিল, এতই ব্যাপকভাবে সংবাদপত্র, সংগঠন ও সমাবেশের স্বাধীনতাকে করায়ত্ত করেছে, যারা বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন করেছে এবং শিক্ষার উন্নতি সাধন করেছে…

"দুটি সরকারি পার্টির উভয়েরই অন্তর্ভুক্ত ইংরেজরা ভোটাধিকারকে দারুণভাবে প্রসারিত করেছে, ভোটদাতার সংখ্যা চতুগুণ করেছে, নির্বাচন কেন্দ্রগুলির মধ্যে সমতা এনেছে, বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন করেছে এবং শিক্ষায় উন্নতিসাধন করেছে, যারা (পার্লামেন্টের) প্রতিটি অধিবেশনে শুধু বুর্জোয়া সংস্কারের জন্যেই ভোট দেয়, তা' নয়, যারা সর্বদাই শ্রমিকদেরও নতুন নতুন সুবিধে দিচ্ছে…" [১]

এঙ্গেল্‌স্‌-এর এই বক্তব্য উপরতলার উদ্যোগে বিপ্লব, তথা নিষ্ক্রিয় বিপ্লবের তাৎপর্যকে উপেক্ষা করার বিরুদ্ধে সাবধানবাণী ছাড়া আর কিছু নয়।

নিষ্ক্রিয় বিপ্লবের ধারণার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত হচ্ছে আরেকটি বুনিয়াদি মার্ক্সবাদী ধারণা, যার নাম দেওয়া হয় বোনাপার্তবাদ বা কখনও কখনও সীজারবাদ। প্রথম নামটি প্রথম ও তৃতীয় নেপোলিয়নের সূত্রে উদ্ভূত, দ্বিতীয়টি জুলিয়াস সীজার থেকে। গ্রামসি এই ধারণা বা প্রত্যয়ের একাধিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

প্রথমত, যুধ্যমান দুই শ্রেণীর মধ্যস্থতাসূত্রে সীজারবাদ বা বোনাপার্তবাদ জন্ম নিতে পারে। কোনও সমাজের গতিধারার পথে কোনও এক সময়ে এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে, যখন যুধ্যমান দুই শ্রেণীর কোনটির পক্ষেই বিরোধী শ্রেণীকে পরাস্ত করে জয় লাভ করা সম্ভব হচ্ছে না। শ্রেণী দুটির মধ্যে একটি শ্রেণী স্বভাবতই অপর শ্রেণীর তুলনায় তার সামাজিক ভূমিকায় প্রগতিশীল। দুই শ্রেণীর এই সংগ্রামের ফলে উভয় শ্রেণীই যখন কাতর হয়ে পড়েছে, উভয়েই যখন বিরামহীন রক্তক্ষয়ের ফলে মরণের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে, তখন তৃতীয় কোন শক্তি এসে যুধ্যমান দুইশ্রেণীকেই দাবিয়ে দিয়ে তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে। সাধারণত বিশেষ ধরণের ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন কোন নেতার মারফৎই এই ধরণের সমাধান সম্ভবপর হয়—যেমন জুলিয়াস সীজার বা প্রথম নেপোলিয়ান। তাই, তাঁদের নাম থেকেই এই নামকরণ।

বোনাপার্তবাদ বা সীজারবাদের চরিত্র প্রগতিশীল বা প্রতিক্রিয়াশীল, দুইই হতে পারে। কী হবে, তা নির্ভর করে এদের নির্দিষ্ট ভূমিকার উপরে। যদি, আপস ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এই সীজারবাদ বা বোনাপার্তবাদ প্রগতিশীল ধারাকেই এগিয়ে যেতে সাহায্য করে, তা হলে এই সীজারবাদ হবে প্রগতিশীল, অন্যথায় প্রতিক্রিয়াশীল। গ্রামসির মতে, জুলিয়াস সীজার ও প্রথম নেপোলিয়ন ছিলেন প্রগতিশীল ; তৃতীয় নেপোলিয়ন ও বিস্‌মার্ক প্রতিক্রিয়াশীল।

আরও সূক্ষ্মবিচারে গ্রামসি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, যে সব ক্ষেত্র মূলত প্রতিক্রিয়াশীল, সেই সব সীজারবাদী ব্যবস্থায়ও কিছু প্রগতিশীল কার্যকলাপের সংমিশ্রণ থাকতে পারে। যেমন বিস্‌মার্ক মূলত প্রতিক্রিয়াশীল হলেও জার্মেনির একীকরণ ও আধুনিকীকরণের জন্যে যে সব কাজ তিনি করে যান, এঙ্গেল্‌স্‌ তার প্রগতিশীল তাৎপর্য উল্লেখ করেছেন।

তা' ছাড়া, বোনাপার্তবাদ, সীজারবাদ ইত্যাদি নাম থেকেই এর ব্যক্তি-কেন্দ্রিক উদ্ভব সুস্পষ্ট। কিন্তু গ্রামসির মতে, এমনও বোনাপার্তবাদ বা সীজারবাদের উদ্ভব হতে পারে, যে ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিকেন্দ্রিক ইতিহাস নেই। এই প্রসঙ্গে গ্রামসি বৃটেনে শ্রমিক নেতা র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড-এর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠনের উল্লেখ করেন। বিশের দশকের শেষের দিকে এবং ত্রিশের দশকের গোড়ায়, প্রথমত লেবার গবর্নমেণ্ট, এবং পরে কনজার্ভেটিভ সদস্য নিয়ে

জাতীয় সরকার গঠিত হয়, যার চরিত্র মূলত বোনাপার্তবাদী। অর্থাৎ শ্রমিক ও ধনিক এই দুইশ্রেণীর দ্বন্দ্বের এক অচলাবস্থায় এই মন্ত্রিসভার উদ্ভব হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে গ্রামসি একটি পরিবর্তিত বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেন। ঐতিহাসিক উদ্ভবের বিচারে সীজারবাদ বা বোনাপার্তবাদে সামরিক বাহিনীর একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু আধুনিক যুগে মিলিটারির হস্তক্ষেপ ছাড়াই এ ধরণের শক্তির উদ্ভব হতে পারে। ট্রেড ইউনিয়ন, রাজনৈতিক দল ইত্যাদি ক্ষমতা-কেন্দ্রের প্রভাব-প্রতিপত্তি, বিশেষ করে, তাদের হাতে বিপুল পরিমাণে আর্থিক সম্পদ কেন্দ্রীভূত হবার ফলে, টাকাপয়সা ছড়িয়ে বা অন্যান্যভাবে প্রভাব খাটিয়ে এই সব প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক ভাবসাম্যের সাময়িক পরিবর্তন ঘটাতে পারে এবং এর মধ্য দিয়ে আপাতদৃষ্টিতে শ্রেণী নিরপেক্ষ, কিছু পরিমাণে স্বনির্ভর এক শাসন ব্যবস্থার জন্ম দিতে পারে। ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিকশ্রেণীর ব্যাপক সমর্থনের উপর নির্ভরশীল আর্জেন্টিনার পেরনবাদী সরকার এই রকমই একটি দৃষ্টান্ত।

এই তাত্ত্বিক চৌহদ্দির মধ্যে গ্রামসি আরও কিছু কিছু ধরণের বোনাপার্তবাদ, তথা সীজারবাদের ঐতিহাসিক নজির দিয়েছেন। যথা, "স্পেনের মত দেশে গ্রামাঞ্চলের সামগ্রিক নিষ্ক্রিয়তার দরুণ ভূম্যধিকারী অভিজাতবর্গের (সম্পর্কিত) জেনারেলরা রাজনৈতিকভাবে সামরিক বাহিনীকে ব্যবহার করে (শ্রেণী সংঘাতের দরুণ) বিপন্ন ভারসাম্যকে পুনরায় স্থিতিশীল করতে পারে, অর্থাৎ শাসকশ্রেণীর আধিপত্যকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। যে সব দেশে গ্রামাঞ্চল ততখানি পরিমাণে নিষ্ক্রিয় নয়, কিন্তু শহরের আন্দোলনের সঙ্গে কৃষক আন্দোলনের রাজনৈতিক সমন্বয়ের অভাব রয়েছে, সে সব ক্ষেত্রে সামরিক বাহিনীকে (অবশ্যই কথঞ্চিৎ পরিমাণে) নিরপেক্ষ থাকতে হয়; না হলে সামরিক বাহিনীর উপরতলা ও নিচতলার মধ্যে দ্বিধাবিভক্তি ঘটতে পারে; তাই এই সব ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক-সামরিক শ্রেণী সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই শ্রেণী সামরিক পদ্ধতিতে গ্রামাঞ্চলের (আপাতত যা বেশি বিপন্ন করে) আন্দোলনকে দমন করে। এই লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে এই শ্রেণী কিছুটা পরিমাণে রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শগত ঐক্যসাধন করতে সক্ষম হয়; নগরাঞ্চলের মধ্যশ্রেণী···থেকে মিত্র সংগ্রহ করে, গ্রামাঞ্চল থেকে শহরে আগত ছাত্রদের সমর্থন পুষ্ট হয়···"[২]

গ্রামসির সামগ্রিক চিন্তাধারার মধ্যে নিষ্ক্রিয় বিপ্লবের ধারণাটির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। প্রথমত দৃশ্যমান বিপ্লব ছাড়াও উৎপাদনের এক পদ্ধতি থেকে অন্য পদ্ধতিতে উত্তরণের এক বিকল্প পথ হিসেবে তিনি একে চিহ্নিত করেছেন। অর্থাৎ, চূড়ান্ত সংঘাত ও সঙ্কটের মধ্য দিয়ে তাৎক্ষণিক আমূল পরিবর্তনের যে আদর্শ বৈপ্লবিক ছক, তা'কে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণবাদী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আঁকড়ে না থেকে, জটিল ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার সামাজিক উত্তরণের বহুবিধ প্রক্রিয়ার মধ্যে অন্যতর সম্ভাবনার প্রতি নজর রাখার নির্দেশ আছে গ্রামসির

নিষ্ক্রিয় বিপ্লবের প্রত্যয়ের মধ্যে। এই দৃষ্টিভঙ্গীর দরুনই গ্রামসি নিষ্ক্রিয় বিপ্লবকে কোনও কোনও সময়ে বিপ্লব-বর্জিত বিপ্লব বলেও অভিহিত করেছেন।

নিষ্ক্রিয় বিপ্লবের এই তত্ত্বের সর্বাপেক্ষা বেশি গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে ফ্যাসিস্ত জাতীয় রাজনৈতিক-সামাজিক বিবর্তনের ব্যাখ্যায়। প্রথমত, বৈপ্লবিক সংকটের উদ্ভব হলেই যে বিপ্লবের সাফল্য অবশ্যম্ভাবী হয় না, এই মৌলিক প্রত্যয়কে এই প্রসঙ্গে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। বস্তুগত পরিপক্কতা সত্ত্বেও বিষয়ীগত বা চৈতন্যগত প্রস্তুতির অভাবে প্রত্যাশিত বিপ্লবের আগমন ব্যাহত হতে পারে। ফলে, বহুলাংশে শ্রেণী-নিরপেক্ষ, কোনও না কোনও রকমের স্বনির্ভর এক শক্তি ক্ষমতা অধিগ্রহণ করতে পারে, যার উদ্দেশ্য হবে নানাবিধ ছলাকলা, ভাঁওতাবাজি মারফৎ বিদ্যমান শ্রেণী-সমাজকেই জিইয়ে রাখা। তা' ছাড়া, অন্যবিধ প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী ফ্যাসিস্ত-জাতীয় কর্তৃত্ব পুরোপুরি, অবিমিশ্রভাবে কায়েমি স্বার্থের অভিভাবক বলে তার কাছ থেকে কোনও রকম সংস্কারমূলক কর্মসূচী আশা করা যায় না। গ্রামসি এই ধারণার ভ্রান্তি উদ্‌ঘাটন করে দেখাতে চেয়েছেন যে, নিজস্ব শাসন ব্যবস্থাকে সংকটমুক্ত করার স্বার্থে এবং জনমতের অন্তত আংশিক সমর্থন অর্জনের আশায়, নিষ্ক্রিয় বিপ্লবের উদ্যোক্তা শক্তিও কোনও কোনও সময়ে সামাজিক-আর্থনীতিক কাঠামোর আংশিক সংস্কার সাধন করতে পারে।

তৃতীয়ত, এই প্রসঙ্গে গ্রামসি বিশেষ করে যা বলতে চান, তা' হচ্ছে এই যে এই ধরণের সংস্কারাদি সাধন করে, বিপ্লব-বর্জিত, নিষ্ক্রিয় বিপ্লবের সারথী শক্তিকেন্দ্রের পক্ষে এটা খুবই সম্ভব যে, তা সমাজের বা জনগোষ্ঠীর কোনও কোনও উল্লেখযোগ্য অংশের আস্থা ও সমর্থন অর্জন করে তার শাসনের পেছনে জনমত প্রসারিত করতে পারে।

এই প্রসঙ্গে গ্রামসির কেন্দ্রীয় লক্ষ্য হচ্ছে বিপ্লবের সাফল্যের জন্যে কৃষক-শ্রেণীর সক্রিয় ভূমিকার অপরিহার্য গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা—তা' সে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবই হোক, কি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবই হোক। কৃষকশ্রেণীর সক্রিয় ভূমিকার অভাবে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব জেকোবিনপন্থী আমূল পরিবর্তনের পথ থেকে আপসপন্থী সংস্কার বা সংস্কারপন্থী আপসের পথে সরে আসে।

আবার, কৃষকশ্রেণীর নিষ্ক্রিয়তা এবং কৃষকশ্রেণী ও শহরাঞ্চলের প্রগতিশীল গণআন্দোলনের মধ্যে সমন্বয়, তথা সংযোগের অভাবেই ফ্যাসিস্তপন্থী অভ্যুত্থান সম্ভবপর ও সফল হয়।

নিষ্ক্রিয় বিপ্লবের তত্ত্ব নিয়ে আলোচনায় গ্রামসি আরও গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন 'মার্কিনিবাদ' ও 'ফোর্ডবাদ'-এর বিশ্লেষণে। এই প্রসঙ্গে তিনি ইতিহাস, অর্থনীতি, মনোবিজ্ঞান, যৌনতা, ইত্যাদি বহুবিধ দিক থেকে এক সমন্বিত পর্যালোচনা উপস্থিত করেছেন।

মার্কিন মোটর গাড়ি নির্মাতা হেনরি ফোর্ডের প্রবর্তিত ঢালাও উৎপাদন

পদ্ধতি ( মাস্ প্রোডাকশন ) মারফৎ অপেক্ষাকৃত কম দামে বহু সংখ্যক বা বহুল পরিমাণে পণ্য বিক্রয় মারফৎ বিপুল মুনাফা অর্জন এবং এরই অঙ্গ হিসেবে অর্জিত অতি-মুনাফার একাংশ শ্রমিকদের জন্যে বরাদ্দ করে প্রচলিত জাতীয় মজুরির তুলনায় তাঁর প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত শ্রমিকদের অপেক্ষাকৃত বর্ধিত হারে মজুরি দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেন। এরই সঙ্গে উন্নততর প্রযুক্তি এবং বাহুল্য-বর্জিত পরিচালন ব্যবস্থা (rationalisation) মারফৎ উৎপাদনের ব্যয় সংকোচন করে বাজার দখলে আনার ক্ষমতা অর্জন করেন।

কালক্রমে এই নতুন কায়দার উৎপাদন-পরিচালনা ব্যবস্থায় আরও উন্নতি সাধন করে এবং বিভিন্ন দিকে এই ব্যবস্থার অনুপূরক কর্মপন্থা গ্রহণ করে এক বিশিষ্ট শৈল্পিক সংস্কৃতি গড়ে তোলা হয়, যাকে 'ফোর্ডবাদ' এবং 'মার্কিনিবাদ' আখ্যা দেওয়া হয়। আরও পরবর্তীকালে ১৯২৯ সনের আর্থনীতিক সংকটের পরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট প্রবর্তিত 'নয়া ব্যবস্থা' ( নিউ ডিল ) মারফৎ অর্থনীতির উপরের যে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রসারিত হয়, তা'ও ফোর্ডবাদের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে বিকশিত ধনতন্ত্রের যুগে নিষ্ক্রিয় বিপ্লবের প্রত্যয়ের অঙ্গীভূত হয়।

এই বিষয়টির আলোচনা প্রসঙ্গে গ্রামসির ডায়ালেকটিক দক্ষতার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সুনির্দিষ্ট, বহুমুখী সম্পর্কের অনুশীলন—যা'কে মার্ক্স ও লেনিন ডায়ালেকটিক-এর প্রাণস্বরূপ আখ্যা দিয়েছেন—এই প্রসঙ্গে গ্রামসির আলোচনায় তা'র একটি উজ্জ্বল উদাহরণ মেলে।

প্রথমত, গ্রামসি দেখান যে ফোর্ডবাদ-এর উদ্ভব মার্কিন সমাজে যতটা সহজ ও স্বাভাবিক, অন্য সমাজে, বিশেষ করে ইউরোপে, বা চীনদেশে ও ভারতে, তা নয়। কারণ মার্কিন সমাজে প্রাক্-ধনতান্ত্রিক লটবহরের আধিক্য নেই—অর্থাৎ শ্রমবিমুখ পরাশ্রয়ী জনসংখ্যা মার্কিন দেশে প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী দেশের তুলনায় অনেক কম। কাজেই শ্রম মারফৎ অর্জিত উদ্‌বৃত্ত সম্পদের কোন বড় ভাগ প্রাক ধনতান্ত্রিক কোন পরগাছা জনগোষ্ঠীকে বিশেষ দিতে হয় না। ফলে উৎপাদনের স্বার্থে বর্ধিত সঞ্চয়ের পাশাপাশি উৎপাদনরত শ্রমিকদেরও প্রাপ্য অংশের ক্রমবৃদ্ধি সম্ভবপর। এই প্রসঙ্গে বিপরীত দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি বিশেষ করে উল্লেখ করেন—ইতালির নেপল্‌স্ শহরের সমাজচিত্রের। এই শেষোক্ত শহরে বিপুল সংখ্যক জমি-জমার মালিক—অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকজন হন বা না হন—বাস করতেন, যাঁরা ছিলেন সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্ক রহিত। এঁরা গ্রামাঞ্চলে অর্জিত সম্পদ শহরে এনে সাধ্যমত বিলাস ব্যসনে কালাতিপাত করতেন। এঁদের ঘিরে একগাদা দাসদাসী, ব্যবসায়ী কারিগর ইত্যাদি মানুষজনের দিন গুজরান চলত। গ্রামসির ভাষায়, উৎপাদনী শিল্প, যা থেকে নতুন পণ্যের সৃষ্টি ও সঞ্চয় হতে পারে, তার আয়তন ছিল খুবই সীমিত।

অন্যদিকে মার্কিন মুলুকে সামন্ততান্ত্রিক ঐতিহ্য অনুপস্থিত থাকায় এবং নানাবিধ ঐতিহাসিক কারণে "সেঁটে থাকা পরগাছা তলানি" অনুপস্থিত হবার ফলে শিল্প ও বাণিজ্য সুস্থ ভিত্তির উপরে গড়ে উঠতে পেরেছে।

এর ফলে সম্পদ সাশ্রয় এবং ফোর্ড কোম্পানির কায়দায় সরাসরি মাল বহন ও বিতরণের মধ্য দিয়ে ব্যয় সঙ্কোচের মারফৎ উৎপাদনী ব্যয় হ্রাস, উচ্চতর মজুরি বরাদ্দ এবং অপেক্ষাকৃত নিম্নতর বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ সম্ভবপর হয়। এই ঐতিহাসিক পৃষ্ঠপটেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফোর্ডবাদের উদ্ভব ও প্রসার সম্ভব হয়।

এরই পাশাপাশি বলপ্রয়োগ এবং সুকৌশলী প্রচার চালিয়ে আঞ্চলিক ভিত্তিতে সংগঠিত বিদ্যমান ট্রেড ইউনিয়নকে ভেঙ্গে দিয়ে এবং কিছু কিছু আর্থিক বৈষয়িক সুযোগ সুবিধে উপহার দিয়ে ফোর্ডের মত মালিকরা শ্রমিকদের সামাজিক-পারিবারিক জীবনযাত্রায়ও কিছু কিছু তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটাতে সমর্থ হয়। অর্থাৎ গ্রামসির ভাষায়, তারা কারখানার চৌহদ্দির মধ্যেই শ্রমিকদের উপরে তাদের আধিপত্য বা নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। এই নতুন পরিবেশে, নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করে তারা চেষ্টা করে শ্রমিকদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও যৌন-জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতে— যাতে শ্রমিকরা উৎপাদনের ক্ষেত্রে তাদের পক্ষে যতটা বেশি সম্ভবপর, ততটাই কৃতিত্ব অর্জন করতে পারে। গ্রামসির ভাষায়, "এ নতুন ( উৎপাদন-ব্যবস্থাপনা ) পদ্ধতির জন্যে প্রয়োজন ( স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষেত্রে ) কঠোর নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যাপকার্থে "পরিবার"-ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা…এবং ( সেই উদ্দেশ্যে ) যৌন সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ ও সুদৃঢ় করা"। এই লক্ষ্যসাধন করতে হলে আর যা' প্রয়োজন তা হচ্ছে মদ্যপান নিয়ন্ত্রণ।

এই সব দিক আলোচনা করে গ্রামসি যা' সামনে আনতে চেয়েছেন তা হচ্ছে এই :

উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশে উৎপাদনের শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যে বিরোধ ও সংঘাত বাড়ছে, কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর চেতনা ও সংগঠনের ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিমাণে অগ্রগতি না হওয়ায় এই বিরোধের বৈপ্লবিক সমাধানের উপযোগী পরিস্থিতির উদ্ভবই হয় নি। তাই পুরানো সামাজিক সম্পর্কের চৌহদ্দির মধ্যে কিছু কিছু সংস্কার সাধন করে উৎপাদন-শক্তির কিছুটা অগ্রগতির পথ খুলে দেবার জন্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা-প্রচেষ্টা চলছে। এর পাশাপাশি চলছে শ্রমিকশ্রেণী ও অধোগত জনসমষ্টিকে ভাবাদর্শগত ক্ষেত্রে ধনিকদের প্রভাবে বন্দী করার চেষ্টা এবং সেই উদ্দেশ্যে তাদের কিছু কিছু আর্থিক-বৈষয়িক সুযোগ সুবিধে দান।

একদিকে ইতালিতে অসম্পূর্ণ বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিকাশের পৃষ্ঠপটে যেমন এই নিষ্ক্রিয় বিপ্লবের প্রচেষ্টা অগ্রসর হয়েছে ফ্যাসিস্ত পদ্ধতিতে, তেমনই, সামন্ততান্ত্রিক ঐতিহ্য-বর্জিত উচ্চতর প্রযুক্তিভিত্তিক মার্কিন সমাজে সেই

একই লক্ষ্য সাধনের চেষ্টা চলেছে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে তথাকথিত মার্কিনিবাদ—ফোর্ডবাদের মাধ্যমে।

পঞ্চম অধ্যায়

# অবস্থায়ী ও চলিষ্ণু সংগ্রাম

নিষ্ক্রিয় বিপ্লবের ধারণার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হচ্ছে রাজনৈতিক সংগ্রাম সম্পর্কে গ্রামসির বিশ্লেষণ। সাধারণ যুদ্ধবিগ্রহের তত্ত্বের সঙ্গেও রয়েছে এর সঙ্গতি। অন্যদিকে 'হেগিমনি', তথা আধিপত্য বা নেতৃত্বের যে তত্ত্ব গ্রামসীয় চিন্তাধারার কেন্দ্রবিন্দু, তা'ও এই প্রসঙ্গের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই সামগ্রিকভাবে গ্রামসির চিন্তাকে অনুধাবন করতে হলে অবস্থায়ী ও চলিষ্ণু সংগ্রামের এই প্রশ্নটি সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণার প্রয়োজন।

সাধারণ, অর্থাৎ, মিলিটারি, যুদ্ধে শত্রুপক্ষের সৈন্যবাহিনীকে পর্যুদস্ত করে তার এলাকা দখল করতে পারলেই, এমন কি দখল করার মত পরিস্থিতির উদ্ভব হলেই, সেই যুদ্ধের অবসান ঘটতে পারে। কিন্তু রাজনৈতিক সংগ্রামে ঠিক তা' হয় না। এই ক্ষেত্রে বিজয়ীপক্ষকে শত্রুপক্ষের জায়গাজমিন পাকাপোক্তভাবে দখল করে রাখতে হবে। পরাজিতপক্ষকে নিরস্ত্র ও ছত্রভঙ্গ করার পরেও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সংগ্রাম অব্যাহত থাকে।

এই রাজনৈতিক লড়াই আবার ত্রিবিধ রূপ নিতে পারে : চলিষ্ণু, অবস্থায়ী এবং গুপ্ত সংগ্রাম বা কম্যাণ্ডো লড়াই।

মিলিটারি যুদ্ধে যেরকম গোলন্দাজবাহিনী বড় বড় কামান দেগে শত্রুপক্ষের সুরক্ষা-ব্যবস্থাকে বানচাল করে দেয়, অন্ততপক্ষে তার সুরক্ষাব্যূহের কোন কোন অংশ ভেঙে দিয়ে, তার মধ্য দিয়ে স্বপক্ষের বাহিনীর অনুপ্রবেশের সুযোগ করে দেয় এবং কিছু সংখ্যক স্বপক্ষের সৈন্য ঢুকে পড়ে ঘাঁটি স্থাপন করে—যেখান থেকে আবার আক্রমণের পরের ধাপটি নেওয়া সম্ভব, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও চলিষ্ণু সংগ্রাম একই ধরণের পদ্ধতিতে, এগিয়ে চলে। সামাজিক-আর্থনীতিক প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক গতিধারার মধ্য দিয়েই জন্ম হয় সংকটের, যে সংকটের ধাক্কায় ব্যাপক জনগণের মধ্যে আলোড়নের সৃষ্টি হয়—শ্রমিকশ্রেণী ব্যাপক আকারে ধর্মঘট এবং অন্যান্য ধরনের জঙ্গী প্রতিরোধে ব্রতী হয়, যা কিনা সাধারণ যুদ্ধের গোলাবাজির সঙ্গে তুলনীয়। অবশ্য সাধারণ যুদ্ধের সঙ্গে এই রাজনৈতিক যুদ্ধের তফাৎও রয়েছে। রাজনৈতিক যুদ্ধে ধর্মঘটজাতীয় গোলাবর্ষণের মধ্য দিয়ে যখন শত্রুপক্ষের সুরক্ষাব্যবস্থা বিদীর্ণ হয় এবং শত্রুপক্ষ বিশৃংখলার শিকার হয়, তখন এর পাশাপাশি আক্রমণকারী পক্ষ, অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণী ও তার অনুবর্তী জনগণ, চটপট নতুন করে সৈন্য সংগ্রহ করে তাদের ট্রেনিং দিতে থাকে এবং এর মধ্য দিয়ে 'ক্যাডার' বা নেতৃত্বোপযোগী সংগঠন গড়ে তোলে।

গ্রামসির মতে এই চিত্র আংশিকভাবে সত্য। এই ছকের পেছনে রয়েছে অর্থনীতিবাদী নিয়ন্ত্রণবাদী দৃষ্টিভঙ্গী—অর্থাৎ এই বিশ্বাস, যে আর্থনীতিক থেকে বৈপ্লবিক সংকটে অগ্রগতি অবধারিত। আসলে কিন্তু তা' নয়;

আর তা' নয় বলেই রাজনৈতিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে সময় বুঝে চলিষ্ণু যুদ্ধ থেকে অবস্থায়ী যুদ্ধে উত্তরণ প্রয়োজন।

অবস্থায়ী যুদ্ধের ভিত্তি হচ্ছে পরিখা বা ট্রেঞ্চ খুঁড়ে নিজস্ব বাহিনীর আত্মরক্ষায় ব্যবস্থাকে দৃঢ় রেখে শত্রুপক্ষের শক্তি পরীক্ষা। কিন্তু এই প্রসঙ্গে যা মনে রাখা দরকার, তা হচ্ছে এই যে খুশিমাফিক চলিষ্ণু বা অবস্থায়ী যুদ্ধের মধ্যে কোনও একটিকে বাছাই করে নেওয়া যায় না। যদি শত্রুপক্ষের তুলনায় স্বপক্ষের শক্তি খুব ব্যাপকভাবে শ্রেষ্ঠতর হয়, তা' হলেই শুধু নিজের ইচ্ছে মত যুদ্ধের ধরণধারণ অনুসরণ করা যায়। দ্বিতীয়ত, অবস্থায়ী যুদ্ধের হারজিত শুধু সংকীর্ণ অর্থে পরিখা বা যুদ্ধ ফ্রণ্টের পারস্পরিক শক্তি সাম্যের উপরে নির্ভর করে না—তা নির্ভর করে দু পক্ষের সামগ্রিক শক্তির তুলনামূলক অবস্থিতির উপরে। অর্থাৎ, গোলাবারুদ, অস্ত্রশস্ত্র, যানবাহন ও চলাচল ব্যবস্থা, দ্রুত সৈন্য সমাবেশ করার ক্ষমতা, ইত্যাদি বহু ব্যাপারের উপরে।

গ্রামসি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও তার পরবর্তী সময়ে ইউরোপে যুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায়ের বিশ্লেষণ করে দেখান যে চলিষ্ণু যুদ্ধ কায়দায় কোন কোন পর্যায়ে শত্রুপক্ষকে সাময়িকভাবে বিপর্যস্ত করতে পারলেও অবস্থায়ী যুদ্ধ পরিচালনায় উপযুক্ত প্রস্তুতি বা যোগ্যতার অভাবে শেষ পর্যন্ত এই বিজয় ফলপ্রসূ হয়নি।

এই একই কারণে রাজনৈতিক সংগ্রামেও যদি অবস্থায়ী যুদ্ধ পরিচালনার প্রস্তুতি না থাকে, তা' হলে চলিষ্ণু যুদ্ধে সাময়িক অগ্রগতি বা বিজয় যুদ্ধের চূড়ান্ত পরিণতি নির্ধারণ করবে না—অর্থাৎ, শেষ পর্যন্ত পরাজয়কে পরাস্ত করা যাবে না।

এই প্রসঙ্গে গ্রামসি আধুনিক ও প্রাগ্রসর বুর্জোয়া রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে জনসমাজের (সিভিল সোসাইটির) বিশেষ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। সাধারণ (মিলিটারি) যুদ্ধের ক্ষেত্রে যেমন শত্রুপক্ষের পরিসীমার সুরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে ফেলে বাইরের পরিখা দখল করে নেবার পরেও দেখতে পাওয়া যেতে পারে যে শত্রুপক্ষের আত্মরক্ষার ক্ষমতা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নি, বরং পরিসীমার ভিতরে তার লড়াই চালিয়ে যাবার শক্তি তখনও অটুট আছে, তেমনই রাজনৈতিক সংগ্রামেও দেখা যেতে পারে যে আর্থনীতিক সংকটের তাড়নায় ধর্মঘট ইত্যাদি সংঘর্ষে প্রাথমিক সাফল্য অর্জন করলেও রাষ্ট্রের কর্ণধার বুর্জোয়া শ্রেণীকে পরাস্ত করার মত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়নি। রাষ্ট্রের কর্ণধার বুর্জোয়াশ্রেণী তাদের নানাবিধ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও নৈতিক ভাবাদর্শগত আধিপত্যের দরুণ তাদের রাজনৈতিক অবস্থিতিকে মোটামুটি সুরক্ষিত রাখতে পেরেছে। এমন কি, আর্থনীতিক সংকটসত্ত্বেও শ্রমিকশ্রেণী বা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনও ব্যাপকাংশে শাসক শ্রেণীর নৈতিক ভাবাদর্শগত প্রভাবের বাইরে আসতে সমর্থ না হতে পারে।

এ সব কথা কল্পনা জল্পনা নয়। ১৯১৭ সনের রুশ বিপ্লব ও তার

পরবর্তী ঘটনা বিন্যাস এবং সে সম্পর্কে বলশেভিক পার্টির তদানীন্তন নেতাদের বিশ্লেষণ উল্লেখ করে গ্রামসি তাঁর এই মতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

লেনিনের মত উদ্ধৃত করে গ্রামসি বলেন যে, "সরেজমিনে টহলদারি করে দেখতে হবে (শত্রুপক্ষের) পরিখা এবং জনসমাজরূপী কেল্লা, ইত্যাদির অবস্থাটা কী? রুশদেশে রাষ্ট্রই ছিল যথাসর্বস্ব, জনসমাজ ছিল মান্ধাতা আমলের এবং শিথিল; পশ্চিমে (অর্থাৎ, পশ্চিম ইউরোপে) রাষ্ট্র ও জনসমাজের মধ্যে যথোপযুক্ত সম্পর্ক ছিল; রাষ্ট্রযন্ত্র যখন (ঘা খেয়ে) কেঁপে ওঠে, তখন সঙ্গে সঙ্গে জনসমাজের দৃঢ় কাঠামো লক্ষ্য করা যায়।

রাষ্ট্র বহিঃসীমার পরিখা বইতো কিছু নয়, রাষ্ট্রের পেছনে রয়েছে কেল্লার পর কেল্লা. প্রতিরোধের দেয়াল। একথা বলা বাহুল্য যে এই সুরক্ষা ব্যবস্থা কোন রাষ্ট্রে বেশি, কোনো রাষ্ট্রে কম—তার জন্যেই প্রয়োজন প্রত্যেক দেশে সঠিকভাবে সরজমিনে তদন্ত।"[১]

এই প্রসঙ্গে গ্রামসি ভারতে গান্ধীজী পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনের কথা উল্লেখ করেন। তিনি লেখেন ঃ "গান্ধীর নিষ্ক্রিয় (passive) প্রতিরোধ হচ্ছে অবস্থায়ী সংগ্রাম, যা কোনও কোনও সময়ে চলিষ্ণু সংগ্রামের রূপ নেয়, আবার অন্য সময়ে গুপ্ত সংগ্রামে পরিণত হয়। বয়কট হচ্ছে অবস্থায়ী সংগ্রাম, ধর্মঘটকে বলা যায় চলিষ্ণু সংগ্রাম, সমরোপকরণ ও সৈন্যবাহিনী সমাবেশের প্রস্তুতিপর্ব গুপ্ত সংগ্রামের পর্যায়ভুক্ত।"[২]

গান্ধীজীর পরিচালিত সংগ্রাম সম্পর্কে গ্রামসির বক্তব্য সম্পূর্ণ সঠিক কিনা, তা নিয়ে গুরুতর মতভেদের অবকাশ আছে। প্রথমত, গ্রামসির এই আলোচনার মুখ্য প্রসঙ্গ হচ্ছে বৈপ্লবিক সংগ্রামের পর্যায়ক্রম বা বিভিন্ন রূপ, যে সংগ্রামের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য শত্রুপক্ষকে সম্পূর্ণ উৎসাদিত করা। গান্ধীজী কোন সময়ে এই রকম লক্ষ্য নিয়ে সংগ্রামে নামেন নি; তাঁর ঘোষিত লক্ষ্য এবং অঘোষিত উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে ছিল আপস রফা। সুতরাং বৈপ্লবিক সংগ্রামের রূপান্তরণের প্রত্যয়াদি দিয়ে তার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক। দ্বিতীয়ত, গান্ধীজী কখনও গুপ্ত সংগ্রাম বা গোপন প্রস্তুতির পথে পা দেননি। তাঁর পরিচালিত সংগ্রামের সব কিছুই সর্বদা জনসমক্ষে প্রকাশ্য।

তবে আপস রফার উদ্দেশ্যে হলেও গান্ধীজীর সংগ্রাম পরিচালনা পদ্ধতির মধ্যে অবস্থায়ী সংগ্রামের কিছু কিছু মৌল বা উপাদান ছিল। বয়কট, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ইত্যাদি কর্মপদ্ধতি মারফৎ তিনি বিদেশী শাসকশক্তির নৈতিক ভিত্তিকে দুর্বল করে দিতে চেয়েছিলেন, কিছু পরিমাণে পেরেছিলেনও।

এই প্রসঙ্গের উপসংহারে গ্রামসি যে মন্তব্য করেছেন তা আধুনিক রাজনীতিতে পরীক্ষিত সত্য হিসেবে স্বীকৃত। কথাটি হচ্ছে এই যে, "মিলিটারি কলাকৌশলে তথা রাজনীতির কলাকৌশলে, উভয়ক্ষেত্রেই চলিষ্ণু যুদ্ধ উত্তরোত্তর অবস্থায়ী যুদ্ধে পর্যবসিত হচ্ছে, এবং একথা বলা যায় যে, যে-রাষ্ট্র শান্তির সময়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এবং কৃৎকৌশলের ক্ষেত্রে প্রস্তুতি চালিয়ে যাবে, সেই রাষ্ট্রই যুদ্ধে জয়লাভ করবে। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং

জনসমাজের সংগঠনাদি নিয়ে বিস্তৃত ব্যবস্থা সম্বলিত আধুনিক গণতন্ত্রের বিশাল কাঠামো—এগুলি যেন রাজনীতির ব্যবহারিকক্ষেত্রে 'পরিখার' মত এবং অবস্থায়ী যুদ্ধে যুদ্ধ-ফ্রন্টের পাকাপোক্ত সুরক্ষা ব্যবস্থার মত। আগেকার যুগে যে চলিষ্ণু যুদ্ধ ছিল যুদ্ধের প্রায় সবটা জুড়ে, তা' যেন এর ফলে নিছক 'আংশিক' যুদ্ধে পরিণত হয়েছে।"

সাদামাটা কথায়, এর নির্যাস হচ্ছে বর্তমান যুগে জনসমাজের ( সিভিল সোসাইটির ) প্রসার ঘটার ফলে সরাসরি বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের ভূমিকার গুরুত্ব আগের তুলনায় কিছুটা হ্রাস পেয়েছে—অর্থাৎ জনসমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংগ্রাম চালিয়ে, অবস্থায়ী যুদ্ধ মারফৎ, শাসকশ্রেণীর নৈতিক-ভাবাদর্শগত প্রভাবকে যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষুণ্ণ করতে না পারলে, না পারা যাবে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের সংগঠন করা, না পারা যাবে সফল অভ্যুত্থান সত্ত্বেও চূড়ান্ত জয়কে সুনিশ্চিত করতে পারা।

ষষ্ঠ অধ্যায়

# গ্রামসির তাত্ত্বিক বর্ণালী

পরবর্তী, তথা শেষ, অধ্যায়ে আমরা গ্রামসির দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আলোচনা করব। আগে তাঁর কয়েকটি বিশ্লেষনী প্রত্যয়ের সঙ্গে পরিচিত হলে তাঁর সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী বুঝতে সুবিধে হবে বলে এই সংক্ষিপ্ত অধ্যায়ের অবতারণা।

প্রথমত, সংযোজিত (conjunctural) ও জৈব (organic) গতিধারা। যে ঘটনা সমাবেশ "অনিয়মিত (occasional), তাৎক্ষণিক (immediate), 'দৈব-প্রায়,' " তাকে গ্রামসি সংযোজিত আখ্যা দিয়েছেন। অন্যদিকে, যে গতিধারার উদ্ভব হচ্ছে সমাজ বিকাশের মৌলিক সংঘাত থেকে, যার ফলে সমাজের মৌলিক শ্রেণীগুলির অবস্থিতির সচলতা পরিস্ফুট হয় এবং উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের সুগভীর বিরোধের যা' প্রতিফলন, তাই হচ্ছে জৈব গতিধারা।

অবশ্য সংযোজিত এবং জৈব—এই উভয়বিধ গতিধারাই পরস্পর সম্পর্কিত। তাৎক্ষণিক বা সংযোজিত গতিধারারও মূল ভিত্তি হচ্ছে জৈব গতিধারা। তবুও সংযোজিত গতিধারার বিশেষ কোনও ঐতিহাসিক তাৎপর্য নাও থাকতে পারে। সংযোজিত সংকটের সময় সমাজচেতনায় যা সমালোচনার বিষয়বস্তু, তা হচ্ছে উপর মহলের রাজনৈতিক নেতৃত্ব বা সরকারি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ। জৈব সংকটের পরিস্থিতিতে কিন্তু সন্ধানী আলোক প্রক্ষিপ্ত হয় সামাজিক-ঐতিহাসিক প্রশ্নাদির উপরে ; এই আলোক উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিদের অতিক্রম করে প্রসারিত হয় ব্যাপকতর সামাজিক গোষ্ঠী বা শ্রেণীগুলির ভূমিকার উপরে। গ্রামসি আরও খোলসা করে বলেছেন :

"সংকটের আবির্ভাব হবার পরে তা কখনও কখনও কয়েক দশক ধরে অব্যাহত থাকে। এই সুদীর্ঘ সময়কালের তাৎপর্য হচ্ছে দুরারোগ্য কাঠামোগত সংকটের আত্মপ্রকাশ (এই সংকটের পরিপক্কতা) ; এ সব সত্ত্বেও যে সকল রাজনৈতিক শক্তি বিদ্যমান কাঠামোকেই রক্ষা করতে চায়, তারা নির্দিষ্ট পরিসীমার মধ্যে সংকট সমাধানের জন্যে এবং তা' অতিক্রম করার জন্যে সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এই নিরবচ্ছিন্ন এবং দৃঢ়সঙ্কল্প প্রচেষ্টাই…হচ্ছে 'সংযোজিত' পর্বের ভূমি-স্বরূপ এবং এই ভূমির উপরেই বিরোধী শক্তিগুলির সংগঠন প্রচেষ্টা চলে। এই বিরোধী শক্তিসমূহ প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে নির্দিষ্ট কিছু ঐতিহাসিক কর্তব্য সমাধা করার জন্যে প্রয়োজনীয় ও যথোপযুক্ত পরিস্থিতি বিদ্যমান আছে (এই কাজ সমাধা করা বিদ্যমান পরিস্থিতিতে অপরিহার্য, কেন না যে কোনও ঐতিহাসিক কর্তব্য সমাধানে অসামর্থ্য বিশৃঙ্খলাকে শুধু অপরিহার্য নয়, তীব্রতর করে তোলে এবং আরও গুরুতর বিপর্যয়ের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে)…।"[১]

গ্রামসি আরও ব্যাখ্যা করে দেখান যে অনেক সময়েই সংযোজিত ও জৈব গতিধারার মধ্যে সঠিক সম্পর্ক নির্ধারণে ভুল করা হয়। "এর ফলে যেসব হেতু বা কারণ পরোক্ষভাবে কাজ করে যাচ্ছে, সেগুলিকেই সেই সময়ের আশু কার্যকর কারণ হিসেবে উপস্থিত করা হয়, অথবা দাবি করা হয় যে একমাত্র আশু কারণগুলিই কার্যকর কারণ… প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে যান্ত্রিক কারণগুলিকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত করা হয় স্বতঃপ্রবৃত্ত (voluntary) ও একক বা বিচ্ছিন্ন মৌলগুলিকে (individual elements)।"[২]

এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করে গ্রামসি রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনার ক্ষেত্রে ট্যাক্‌টিক্‌স্‌ বা রণনীতি এবং স্ট্র্যাটেজি বা রণকৌশল নির্ধারণে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে সাহায্য করেছেন। এরই সঙ্গে স্মরণীয় গ্রামসির আরেকটি সতর্কবাণী—তা হচ্ছে এই যে, শাসকশ্রেণীর রাজনৈতিক নেতারা ব্যক্তিগতভাবে কখনও কখনও ভুল করতে পারেন—এবং করে থাকেন। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু থাকলে শাসকশ্রেণী এই ভুল সহজেই সংশোধন করতে পারে। সুতরাং শাসকশ্রেণীর প্রতিটি কাজ বা সিদ্ধান্তকেই কাঠামোগত বাধ্যবাধকতায় নির্ধারিত বলে গণ্য করা বা গুরুত্ব দেওয়া অনুচিত। শাসকশ্রেণী ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারে কোন কোন নেতার ব্যক্তিগত ভুলের জন্যে, অথবা হয়তো শাসকশ্রেণীর কোনও ক্ষুদ্র অংশ বা ভগ্নাংশ তাদের সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির জন্যে ব্যাপক শ্রেণীর বৃহত্তর স্বার্থকে উপেক্ষা করে আশু কোনও লক্ষ্য সাধনের জন্যে কোনও পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করে। এই আলোচনাপ্রসঙ্গে গ্রামসি ফরাসি ইতিহাসের ১৭৮৯ সন থেকে ১৮৭০-৭১ সন অবধি বিপ্লবের অধ্যায়গুলির এক সংক্ষিপ্ত, কিন্তু গভীরতাপূর্ণ বিশ্লেষণ উপস্থিত করেছেন। তিনি বলেন যে :

"১৮৭০-৭১ সনেই, (প্যারিস) কমিউনের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই ১৭৮৯ সনের বীজসমূহ ঐতিহাসিক হিসেবে পুরোপুরি নিঃশেষিত হয়। এই সময়েই নবোদ্ভূত বুর্জোয়াশ্রেণী ক্ষমতার লড়াইতে শুধু চূড়ান্ত পরাজয় স্বীকারে যারা গররাজি, সেই পুরাতন সমাজের প্রতিনিধিকেই সুস্পষ্টভাবে অতিক্রম করে ফেলল, তাই নয় ; সেই সব নতুন গোষ্ঠীদেরও অতিক্রম করল যাদের অভিমত হচ্ছে ১৭৮৯ সনে উদ্ভূত নতুন কাঠামোও সেকেলে হয়ে পড়েছে ; এই বিজয় মারফৎ বুর্জোয়াশ্রেণী পুরানো ও খুবই নতুন—উভয়ের তুলনায় নিজেদের জীবনীশক্তির পরিচয় দিল"।[৩]

এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন—গ্রামসির সব আলোচনার কেন্দ্র স্থলেই হচ্ছে সমাজের আমূল পরিবর্তনের প্রশ্ন—শ্রেণী-রাষ্ট্র থেকে 'নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রে' অর্থাৎ শ্রেণীবিহীন সমাজবাদী রাষ্ট্রে রূপান্তরণের প্রশ্ন। ফ্যাসিস্ত কারাগারের কর্তৃপক্ষের চোখে ধুলো দেবার জন্যে গ্রামসি যে সব ঈসপীয় শব্দ ব্যবহার করেছেন, সমাজবাদী রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্র বলা, তার মধ্যে একটি।

গ্রামসির বক্তব্যের মধ্যে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে যে কথাটি, তা' হচ্ছে এই যে

সমাজ-বিকাশের মধ্য দিয়ে উদ্ভূত অগ্রগামী শ্রেণী যতক্ষণ অবধি না রাষ্ট্র-যন্ত্রের উপরে কর্তৃত্ব পাচ্ছে, বা নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পারছে, ততক্ষণ অবধি তার নেতৃত্ব পুরোপুরি কায়েম করতে পারবে না। এই প্রক্রিয়ার পেছনে আরও গুরুত্বপূর্ণ যে সামাজিক প্রক্রিয়া বিদ্যমান থাকে, তা' হল এই যে রাষ্ট্রের মারফৎই ব্যাপক জনগণের সাংস্কৃতিক ও নৈতিক মানকে উন্নীত করে শাসক-শ্রেণীর স্বীয় স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উৎপাদনী শক্তির চাহিদা অনুযায়ী উচ্চতর পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে।

আন্দোলন ও সংগ্রামের বিচারে গ্রামসি স্বয়ং-প্রবৃত্ত কর্মী এবং সামাজিক জনসমষ্টীর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রভেদ টেনেছেন। কোনও কোনও দেশে, কোনও কোনও সময়ে কিছু কর্মীকে স্বয়ং-প্রবৃত্ত হয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রশ্নে উদ্যোগ গ্রহণ করতে দেখা যায়। সাধারণত, কোনও দেশে কোনও সময়ে ব্যাপক জনগণের মধ্যে যদি রাজনৈতিক অনীহা এবং নিষ্ক্রিয়তা দেখা যায়, তা' হলেই স্বয়ংপ্রবৃত্ত রাজনৈতিক কর্মীর উদ্ভব হয়ে থাকে। ইতালির সামাজিক ইতিহাসে গ্রামসি স্বয়ং-প্রবৃত্ত কর্মী উদ্ভবের পেছনে আরও যে দুটি বিশেষ কারণ লক্ষ্য করেছেন তা হচ্ছে : (১) গ্রামাঞ্চলে বিপুল সংখ্যায় মধ্য বা নিম্ন বুর্জোয়ার উদ্ভব হওয়ায় তাদের মধ্যে বহুসংখ্যক বিক্ষুব্ধ বুদ্ধিজীবীর উপস্থিতি ; যারা ধ্বংসমূলক সর্বপ্রকার কাজকর্মে বিশেষ উৎসাহ দেখিয়ে থাকে —তা' বামপন্থী বা দক্ষিণপন্থী, যে চরিত্রেরই হোক না কেন ; এবং (২) সমাজের সর্বনিম্ন স্তরের 'লুম্পেন' জাতীয় শ্রেণীচ্যুত শ্রমজীবী অংশ। এই আলোচনায় গ্রামসি ইতালির ইতিহাসের গ্যারিবল্ডি পরিচালিত সংগ্রামের অভিজ্ঞতায় উল্লেখ করে দেখান যে স্বয়ং-প্রবৃত্ত কর্মীদেরও আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায় : একদল যারা নিজেদের ব্যাপক গণশক্তির বিকল্প মনে করে, অন্যদল যারা ব্যাপকতর জনজাগরণের প্রত্যাশা নিয়ে প্রাথমিক কর্মকাণ্ডে উদ্যোগী।

কোনও বিশেষ মুহূর্তে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতির পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়েও গ্রামসি আলোচনা করেছেন। গ্রামসির ভাষায়, "বাস্তবে, যে কোনও জাতির অভ্যন্তরীন সম্পর্ক এমন সব ( শক্তি ) সমাবেশের ফল যা কিনা মৌলিক' (original) এবং ( কিয়দংশে ) অনন্য ; কেউ যদি এই (অভ্যন্তরীন) সম্পর্ককে প্রভাবিত ও পরিচালিত করতে চায়, তা' হলে তাকে এই সম্পর্ককে বুঝতে হবে এবং বিবেচনা করতে হবে এর মৌলিকত্ব এবং অনন্যতাকে মনে রেখে। নিঃসন্দেহে, এর বিকাশের ধারা আন্তর্জাতিকতার দিকে, কিন্তু এর যাত্রা শুরু 'জাতীয়' বিন্দু থেকে—এবং এই বিন্দু থেকেই উপলব্ধির প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। প্রেক্ষিত কিন্তু আন্তর্জাতিক এবং তা' ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। এর ফলে আন্তর্জাতিক শ্রেণীকে ( প্রলেতারিয়েত ) যে-জাতীয় শক্তির সমাবেশকে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত এবং নির্দেশের ( অর্থাৎ কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক ) সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পরিচালিত ও বিকশিত করতে হবে, সেই শক্তি সমাবেশকে নির্ভুলভাবে অধ্যয়ন করতে হবে। নেতৃস্থানীয় শ্রেণী তার

যোগ্য ভূমিকা তখনই পালন করতে পারবে, যখন সেই শ্রেণী নিজেই যার অংশবিশেষ, সেই জাতীয় শক্তিসমাবেশকে নির্ভুলভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবে এবং নির্দিষ্ট প্রেক্ষিতের মধ্যে বিশেষ কোনও লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করতে পারবে।"[৪]

এই প্রসঙ্গে গ্রামসি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন শ্রমিকশ্রেণী মূলত আন্তর্জাতিকতাবাদী হলেও তাকে বিশেষ এক অর্থে "জাতীয় হতে হবে—কেন না এই শ্রেণীকে নেতৃত্ব দিতে হবে এমন অনেক শ্রেণীকে যারা প্রায়শই সংকীর্ণভাবে জাতীয় (বুদ্ধিজীবী), কোনও কোনও শ্রেণী 'জাতীয়' স্তরেও পৌছায় নি, এমনই সংকীর্ণ. (কৃষক)"।

সমাজবাদের জন্যে সংগ্রামের 'জাতীয়' ও 'অন্তর্জাতিকতাবাদী'—এই দুই প্রান্তের পারস্পরিক, ডায়ালেকটিক, সম্পর্ক সঠিকভাবে বুঝতে না পারলে কার্যক্ষেত্রে নানাবিধ বিচ্যুতি ঘটতে পারে। এমনও হতে পারে যে যান্ত্রিক অর্থে আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী আঁকড়ে রাখলে কোন দেশই সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নামতে উদ্যোগ নেবে না, অপেক্ষা করে থাকবে কখন অনেক দেশ মিলে এক সঙ্গে সমাজবাদী বিপ্লবে নামবে। আবার এমনও হতে পারে যে, কেউ কেউ মনে করবেন নেপোলিয়ন যেমন ফরাসি বিপ্লবের মূল নীতি ও বাণীকে ইউরোপের দেশে দেশে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, সেই রকমই সমাজবাদী বিপ্লবকেও দেশে দেশে গায়ের জোরে রপ্তানি করতে হবে।

আরেকটি বিষয় যা কিনা গ্রামসির সামগ্রিক বক্তব্য ও রচনারই কেন্দ্রবিন্দু, তাকে তিনি খুব অল্প কথায় প্রসঙ্গক্রম লিপিবদ্ধ করেছেন। তা' হচ্ছে পন্ডিতিপনা (scolasticism) সম্পর্কে হুঁশিয়ারি। পন্ডিতিপনা বলতে তিনি বুঝিয়েছেন সেই প্রবৃত্তিকে যা কিনা কোনও রকম নির্দিষ্ট কর্মকান্ডের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন তত্ত্বালোচনাকে মূল্যবান মনে করে। বিশুদ্ধ অর্থনীতির মত গাণিতিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে কোনও বিশেষ তাত্ত্বিক সূত্র থেকে অন্যতর সূত্রে চলে যাবার প্রচেষ্টাকে তিনি ভ্রান্ত ও অমার্ক্সীয় গণ্য করেন। এর মানে অবশ্য এই নয় যে, কোনও নির্দিষ্ট কর্মকান্ড থেকে উদ্ভূত কোনও তাত্ত্বিক আবিষ্কারের সেই নির্দিষ্ট যুগোপযোগী কোনও বিশ্বজনীন তাৎপর্য থাকতে পারে না। গ্রামসির মতে এই বিশ্বজনীন তাৎপর্য যার মধ্যে নিহিত আছে, তা' হচ্ছে এই যে, (১) যে বাস্তব পরিস্থিতিতে এই তত্ত্বের আবিষ্কার হয়েছে, তা' থেকে ভিন্নতর কোনও পরিস্থিতির বাস্তব তাৎপর্য বোঝার জন্যে এই তত্ত্ব প্রেরণা দেবে ; এবং (২) এই দ্বিতীয় বাস্তবতাকে এই তত্ত্বের ভিত্তিস্বরূপ যে বাস্তবতা আগেই আয়ত্ব হয়েছে, তার সঙ্গে সমসূত্রে গ্রন্থনার সামর্থ্যের মধ্যে।

গ্রামসির মতে কোনও তত্ত্বের বিশ্বজনীনতা বিহিত থাকে এই সমসূত্রে গ্রন্থনার মধ্যে, নীতিশাস্ত্রগত সুসঙ্গতির মধ্যে নয়। এই প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি করেন গ্রামসি এই বলে যে,

"কোনও একটি ভাবনা থেকে আরেকটি ভাবনার জন্ম হয় না, যেমন কোনও দর্শনশাস্ত্র থেকে ভিন্নতর দর্শনশাস্ত্র উদ্ভূত হয় না ; নতুন ভাবনা ও নতুন

দর্শনশাস্ত্র উভয়ই বাস্তব ঐতিহাসিক বিকাশের নিরবচ্ছিন্ন এবং নবীভূত প্রকাশ। ইতিহাসের ( যাকে ভাববাদীরা বলেন ) জীবাত্মা তা' পূর্বধারণার মত কিছু না, তা' হচ্ছে ক্রমবিকাশমান এক প্রক্রিয়া। কোনও নির্দিষ্ট বাস্তবের মধ্যে বিদ্যমান অভিন্নতাই চিন্তার অভিন্নতার উৎস, উল্টোটা নয়। এ থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে কোনও সত্য যদি বিশ্বজনীনও হয় এবং তাকে যদি তত্ত্ববিদদের স্বার্থে গণিতিক ধরণের বিমূর্ত এক সূত্রে প্রকাশ করাও যায়, তা' হলেও তার কার্যকারিতা নির্ভর করবে কোনও সুনির্দিষ্ট বাস্তব পরিস্থিতির উপযোগী ভাষায় প্রকাশের উপরে। যদি তা' সম্ভব না হয়, তা' হলে এর তাৎপর্য শুধু বাইজেনতীয় (Byzentian) এবং পান্ডিতী বিমূর্তকরণের দৃষ্টান্ত রূপে, যার একমাত্র মূল্য হচ্ছে বচনবাগীশের খেলনা হিসেবে।" ৫

বিজ্ঞানসম্মত ভবিষ্যদ্বানী কি সম্ভবপর? ভবিষ্যৎ দৃষ্টি এবং কার্যকর সামাজিক হস্তক্ষেপের পারস্পরিক সম্পর্ক কী? মার্ক্সবাদের "বৈজ্ঞানিক" চরিত্রের আসল তাৎপর্য কী? গ্রামসির সামগ্রিক বক্তব্যই নানাভাবে এই সব প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত হলেও তিনি সংক্ষেপে এবং সরাসরিও এই সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। ফয়ারবাখের উপরে মার্ক্সের ১১ নং থিসিসটি উল্লেখ করে গ্রামসি বলেন যে,

"বাস্তবে 'বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে' ভবিষ্যৎ-দৃষ্টিতে যা দেখা যায়, তা হচ্ছে শুধু সংগ্রাম: কিন্তু সংগ্রামের মূর্ত দিকগুলি কখনও আগে থাকতে দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়, কেন না বিরোধী শক্তি সমূহের বিরামহীন ওঠানামার পরিণতি ছাড়া সংগ্রাম তো আর কিছু হতে পারে না, এবং যেহেতু ( এই পরিবর্তনের মধ্যে ) অনবরত পরিমানগত মাত্রা গুণগত চরিত্রে পরিণত হচ্ছে, তার ফলে বিরোধীশক্তিসমূহের পরিমানগত হিসেব কখনও অপরিবর্তিত থাকতে পারে না। বাস্তবে, ততটাই 'পূর্বাহ্নে দেখা যেতে পারে, যতটা নিজে সক্রিয় হওয়া যায়, যতখানি নিজের স্বতঃপ্রবৃত্ত প্রচেষ্টা প্রয়োগ করা যায় এবং এর ফলে 'পূর্বদৃষ্ট' ফলাফল সৃষ্টিতে নিজে মূর্তরূপে যতটা অংশগ্রহণ করে। এর ফলে ভবিষ্যদ্বানী আত্মপ্রকাশ করে জ্ঞানের বিজ্ঞানসম্মত ক্রিয়া হিসেবে নয়, আত্মপ্রকাশ করে কৃত প্রচেষ্টার বিমূর্ত প্রতিফলন হিসেবে, যৌথ সংকল্প সৃষ্টির কার্যকর পন্থা হিসেবে।"৬

'বিজ্ঞানসম্মত' পদ্ধতি ইত্যাদি আলোচনা প্রসঙ্গে গ্রামসি দুটি সংক্ষিপ্ত নির্দেশ রেখে গিয়েছেন, যে কোনো মার্ক্সবাদী তত্ত্ববিদ বা চিন্তাবিদের পক্ষে যার গুরুত্ব অসীম। প্রথমত তিনি বলেন: "কোনও একজন বিজ্ঞানীর নিজস্ব 'পারদর্শিতার' ক্ষেত্র যাই হোক না কেন, তাঁর বিচারী চেতনার অন্তর্বস্তু হিসেবে কয়েকটি নির্বিশেষ মানদণ্ড আছে, এই সব মানদণ্ডকে কাজের ক্ষেত্রে সব সময়েই সামনে রাখতে হবে। যদি কেউ তাঁর নির্দিষ্ট মানদণ্ড সম্বন্ধে নিশ্চয়তার অভাব প্রকাশ করেন, তিনি যে সব প্রত্যয় প্রয়োগ করছেন, সে সম্বন্ধে যদি তাঁর পূর্ণ উপলব্ধির অভাব থাকে, যে সমস্যা নিয়ে তিনি ব্যাপৃত, সেই সমস্যার অতীত অবস্থিতি সম্বন্ধে তাঁর যদি জ্ঞান ও

উপলব্ধির ঘাটতি থেকে থাকে, তিনি যদি তার বক্তব্য রাখার ব্যাপারে সতর্ক না হ'ন, তিনি যদি যুক্তিসম্মত ধারায় অগ্রসর না হয়ে খামখেয়ালী এবং বিচ্ছিন্ন ধারায় অগ্রসর হ'ন, তিনি যদি অর্জিত জ্ঞানের অসম্পূর্ণতার প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে, এই ত্রুটি ঢাকা দিতে চেষ্টা করেন, তিনি যে শুধু পুনর্বিবেচনা-সাপেক্ষ সাময়িকভাবে গ্রাহ্য মতামত নিয়ে ব্যস্ত আছেন, যে সব মতামত বার বার পুনর্বিবেচনা ও বিকশিত করতে হবে, এই পরিস্থিতিকে যদি তিনি কথার মারপ্যাঁচ দিয়ে আড়াল করতে চান, তা হলে তিনি কোনও ক্রমেই বিজ্ঞানী পদবাচ্য নন।"[৭]

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্পর্কে গ্রামসির আরেকটি মন্তব্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ : বিতর্কে বিরোধী পক্ষের বক্তব্য সম্পর্কে সম্ভ্রম ও সততার প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টি রাখা। এই পুস্তিকার প্রথম পর্যায়ে উদ্ধৃত তোগলিয়াত্তির মন্তব্যে গ্রামসির এই বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ আছে। ( পৃঃ ৪ ) গ্রামসির নিজের ভাষায় : "প্রতিপক্ষ থেকে সর্বাপেক্ষা নির্বোধ ধরণের বা মাঝারি মাপের কাউকে অথবা তাদের কোনও মামুলি ধরণের বা বাত কি বাত কোনও বক্তব্যকে খন্ডন করার জন্যে বেছে নিয়ে, তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণীর বিরোধী প্রবক্তার তাত্ত্বিক ত্রুটি উন্মোচন করা হয়েছে বলেই এর মধ্য দিয়ে বিরোধী পক্ষের 'সবাইকেই' নির্মূল করা হয়েছে দাবি করা খুব একটা 'বিজ্ঞান সম্মত' তো নয়ই, আরও সহজ ভাষায় তা' খুব 'একটা কাজের কথাও' নয়। তা' ছাড়া, 'শত্রুপক্ষের প্রতি ন্যায় বিচার করতে হবে'—এই অর্থে যে তারা সত্যি সত্যি কী বলতে চায়, তা বোঝায় চেষ্টা করতে হবে, ঈর্ষাবশত তাদের বক্তব্যের ভাসা ভাসা এবং আশুগ্রাহ্য (immediate) অর্থতেই থেমে থেকে তারা আসলে কী বলতে চায়, তা বোঝার চেষ্টা না করা ( মোটেই বিজ্ঞানসম্মত নয় )। অবশ্য, প্রস্তাবিত উদ্দেশ্য যদি হয় সম্ভবপর সকল উপায়ে নিজের চারপাশে মরুভূমি সৃষ্টির পরিবর্তে নিজের অনুবর্তীদের স্বরগ্রাম ও বুদ্ধিবৃত্তিগত স্তরকে উন্নীত করা"।[৮]

গ্রামসি সব সময়েই গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতা পরিহার করার উপরে গুরুত্ব দিয়েছেন। ১৯১৮ সনেই তিনি লেখেন যে, 'যার সাংস্কৃতিক জীবন যত বিস্তৃত-পরিসর ও সুস্থিত হবে,' "যাঁর মতামত যতটা সত্যের কাছাকাছি হবে, তাঁর মতামতও ততই সর্বজনগ্রাহ্য হবে। ব্যাপক ও সুস্থিত সংস্কৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা যত বেশি হবে, গণমতও ততই সত্যের কাছাকাছি পৌছবে—এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে এই ধরণের মতামতের মধ্যে অপরিপক্কও ত্রুটিপূর্ণ অবস্থায় হলেও সত্য নিহিত থাকে, সে সত্যকে পরিপক্কতা ও পূর্ণতা দান করা সম্ভব হবে। এ থেকে যে সিদ্ধান্ত বার হয়ে আসে, তা হল এই যে, সত্যকে কখনও মতান্ধতা ও চরম বিশ্বাসের আকারে উপস্থিত করা উচিত নয়, এমন ভাবেও উপস্থিত করা উচিত নয়, যাতে মনে হতে পারে যে তা' সম্পূর্ণভাবে সুচিন্তিত এবং ত্রুটিশূন্য।"[৯]

এই সংক্ষিপ্ত অধ্যায়ের শেষে একটা বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা

প্রয়োজন, যদিও আগে একাধিকবার এই বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কথাটি হচ্ছে, আপাত বিচ্ছিন্ন এবং বিক্ষিপ্ত যে' সব বিষয় নিয়ে এই অধ্যায়ে গ্রামসির মতামত উল্লেখ করা হল, একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, এদের মধ্যে এমন একটা গভীর পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে, যার ফলে সবটা মিলিয়ে এক সমন্বিত, অঙ্গীভূত, অখণ্ড মতাদর্শ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

আসলে গ্রামসির চিন্তাধারার এটি এক মৌলিক বৈশিষ্ট্য, যা' তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় দাবি করেছেন মার্ক্সবাদী তত্ত্বের কাছ থেকে। দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি "এই ত্রিবিধ কার্যকলাপ যদি একই বিশ্ববোধের অপরিহার্য উপাদান হয়ে থাকে, তা হলে তাদের তাত্ত্বিক মৌলনীতির মধ্যে একটি থেকে আরেকটিতে রূপান্তরণের সম্ভাবনা নিহিত থাকবেই এবং থাকবে যে কোনও একটি উপাদানের নির্দিষ্ট ভাষা থেকে অন্য দুটি উপাদানের উপযোগী ভাষায় পারস্পরিক ভাষান্তরণের সম্ভাবনা। যে কোনও একটি উপাদান অন্য দুটিতে অন্তর্নিহিত আছে, এবং তিনটি উপাদান মিলে সমজাতিক বৃত্তের গঠন হয়েছে।"[১০]

সপ্তম অধ্যায়

# গ্রামসির দৃষ্টিতে মার্ক্সবাদের সমস্যা

গ্রামসি মার্ক্সবাদের সমস্যা বিচার করার চেষ্টা করেছেন—স্বভাবতই মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে, অর্থাৎ ইতিহাস আশ্রয়ী পন্থায়। তিনি ফ্যাসিস্ত কারাগারে বন্দী অবস্থায় যখন ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি পর্যালোচনা শুরু করেন, তখন তাঁর প্রথম সিদ্ধান্ত হল যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ২৫ বছরে মার্ক্সবাদ দুটি পরষ্পরবিরোধী দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে পড়েছে: একদিকে নানা ধরণের ভাববাদী চিন্তাধারার সঙ্গে, অন্যদিকে প্রত্যক্ষ্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদের মত নবোদ্ভূত মতবাদের সঙ্গে গাঁঠছড়া বেঁধে কার্যত নিয়তিবাদ এবং অর্থনীতিবাদে পরিণত হয়েছে। গ্রামসির সামগ্রিক উদ্যোগের লক্ষ্য ছিল মার্ক্সবাদের পুনরুজ্জীবন, অর্থাৎ সমাজবদ্ধ মানুষের কর্মযজ্ঞের মধ্য দিয়ে ইতিহাস সৃষ্টির ব্যাখ্যান। তোগলিয়াত্তির বিশ্লেষণ অনুযায়ী:

গ্রামসি প্রথম থেকেই তদানীন্তন বিকৃতি থেকে মার্ক্সবাদকে উদ্ধারের চেষ্টা করেন। তাঁর এই প্রচেষ্টার পরে আর সুযোগ ছিলনা যে 'অমার্জিত পরাতাত্ত্বিক (metaphysical) প্রকৃতিবাদ অথবা বস্তাপচা অর্থনীতিবাদী নিয়তিবাদের অদৃষ্টবাদী "কুসংস্কার" তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখে। 'সব কিছুরই রহস্যময় সৃষ্টিকর্তা "গুপ্ত ঈশ্বর"-স্বরূপ সমাজের বৈষয়িক কাঠামোর ধারণা, যার সুযোগ নিয়ে ভাববাদী দর্শন "প্রতারণাপূর্ণ বিতন্ডা" মারফৎ ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ফাঁকা যুক্তি দিয়ে (মার্ক্সবাদকে) খন্ডনের প্রয়াস চালাত, সেই ভিত্তি দূর হয়ে গেল।' 'কাঠামো হচ্ছে ব্যবহারিক উৎপাদনী ক্রিয়াকান্ডের ক্ষেত্র, যার ভিত্তির উপরে বিদ্যমান সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে বাস্তব মানুষ ঘোরাফেরা করে ও কাজকর্ম চালায়।' 'প্রিজন নোটবুক'-এর মধ্যে, 'বিশ্বজগতের সামগ্রিক ধারণায় এবং নিঃশর্ত ইতিহাসবাদ হিসেবে মার্ক্সবাদী তত্ত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা' দেখতে পাওয়া যায়; এই ব্যাখ্যান গ্রামসির বন্দীদশায় লেখা টুকিটাকি মন্তব্যের মধ্যেও এমনই সামগ্রিক গভীরতাসম্পন্ন, মূর্ত ঐতিহাসিক বিশ্লেষণসহ বিশেষ ধরণের রচনার ঐশ্বর্য নিয়ে এমনভাবে সন্নিবদ্ধ যে এই শতাব্দীর শুরু থেকে চিন্তাজগতের সংকটের ফলে যে কর্তব্য সামনে এসে হাজির হয়েছিল, গ্রামসির এই ভূমিকার মধ্য দিয়ে সেই দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে পালন করা হয়ে গেল।[১]

মুষ্টিমেয় কয়েকজন তরুণ মার্ক্সবাদী সহকর্মী নিয়ে গ্রামসি যখন 'লোর্দিনে নুয়োভো' পত্রিকা অবলম্বন করে ইতালির শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে আত্মনির্ভর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন, সেই সময়কার তত্ত্বগত বাতাবরণের পরিচয় পাওয়া যায় তোগলিয়াত্তির লেখায়। তিনি বলেন:

**অদ্ভুত এক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ এমন এক**

পরাতাত্ত্বিক মতবাদে পরিণত হয়েছিল যার মারফৎ সমাজবিকাশ সম্বন্ধে এই ধারণা জন্ম নিয়েছিল যে তা' পূর্বনির্ধারিত ভবিতব্য—যে ভবিতব্য সম্পূর্ণরূপে গণনযোগ্য ও নিশ্চিত।

"মার্ক্সের কাছে যা' ছিল সামাজিক বিকাশের আকৃতি সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী, তা' পরিণত হল যুক্তিবিহীন এবং অন্ধ অদৃষ্টবাদে। অদৃষ্টবাদের নাম দেওয়া হল বিশ্বাস। এবং এই বিশ্বাসের প্রচারকদলের উদ্ভব হল। একদিকে যখন বিশ্বাসের প্রচার এবং দৈববাণীর প্রতীক্ষা আন্দোলনকে দান করল মুক্তিদাতাস্বরূপ গরিমার আপাত সৌরভ, তারই পাশাপাশি চলল মার্ক্সবাদ ও শ্রমিক বিপ্লবের পতাকাতলে রাজনৈতিক চোরাইচালানের লজ্জাকর লেনদেন। নিষ্ক্রিয়তা, বিচারী মনোবৃত্তির অভাব এবং বাগাড়ম্বর হয়ে উঠল ইতালীয় শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক সংগঠনের বিশুদ্ধতার মোহর-স্বরূপ (hallmark)। ঠিক সেই সময়েই এবং সেই একই শিকড় থেকে উদ্গত হল অবিশ্বাসী এবং বিশ্বাসঘাতী সংস্কারবাদ এবং বক্তৃতাবাগীশ আরাম-কেদারাসীন সমাজবাদ..."[২]

গ্রামসি পরিচালিত 'লোর্দিনে নুয়োভো'-গোষ্ঠি ঠিক কতখানি সফল হয়েছিলেন, তার পরিমাপের প্রশ্ন নিয়ে এখানে আলোচনার অবসর নেই; কিন্তু তাঁদের প্রচেষ্টা সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। তাঁরা চেষ্টা করেছিলেন "সর্বপ্রকার পরাতাত্ত্বিক কাঠামো ধ্বংস করতে, ঐতিহাসিক বিকাশের মূল উৎস এবং পূর্ণতার, অর্থাৎ তার ডায়ালেকটিকের—সন্ধান পেতে, মানবিক চাহিদা মেটাবার উদ্দেশ্যে পরিচালিত ব্যবহারিক কার্যকলাপের মধ্যে, অর্থাৎ অর্থনীতি ও উৎপাদন সম্পর্কের ক্ষেত্রে—কোনও পূর্ব-নির্ধারিত বিশ্ব দর্শনের মধ্যে নয়"।[৩]

তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ইতিহাসবোধের দরুন দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধেও এই শাস্ত্রের ইতিহাসগত ভিত্তি থেকে গ্রামসি আলোচনা শুরু করেন। প্রাথমিক আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি চারটি মন্তব্যের মধ্য দিয়ে এই ইতিহাসগত ভিত্তির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। যথা:[৪]

১. প্রতিটি ব্যক্তির বিশ্বজগত সম্বন্ধে ধ্যানধারণা নেহাৎ তার বিচ্ছিন্ন বা ব্যক্তিগত মত নয়, তা' কোনও না কোনও জনগোষ্ঠী বা জনসমষ্টীর মতের অংশীদার। এই অংশীদার হওয়া আবার দু' রকমের হতে পারে। কেউ যদি খুব চিন্তাশীল ও বিচারমনস্ক হন তা হলে তাঁর দার্শনিক মতামত যুক্তিসিদ্ধ ও স্ববিরোধিতামুক্ত হবে। নিজের ভাবনাচিন্তা সম্পর্কে সচেতন আত্মসমালোচনা মারফৎ ব্যক্তিবিশেষ বিশ্বের তদানীন্তনকালের সর্বাপেক্ষা অগ্রগামী চিন্তাভাবনার শরিক হতে পারেন। কেউ যদি আবার চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে স্ববিরোধমুক্ত হবার চেষ্টা সচেতনভাবে না চালান, তা'হলে তার বিশ্বদর্শনের মধ্যে অসঙ্গতি ও স্ববিরোধ থাকবে—একই সঙ্গে বিভিন্নযুগের নানারকমের এবং বিভিন্ন গোত্রের চিন্তাভাবনা পাশাপাশি সহাবস্থান করবে। মানুষের ব্যক্তিমানস আসলে বিমিশ্র উপাদানে তৈরি—এর মধ্যে দেখতে

পাওয়া যেতে পারে একদিকে প্রস্তরযুগের উপাদান এবং অন্যদিকে অনাগত ভবিষ্যতের অগ্রসর চিন্তাভাবনার অণু পরমাণু। পূর্বগামী জনগোষ্ঠীর জীবনদর্শন বিশ্বভাবনার নানাস্তরে সঞ্চিত তলানি আমাদের সকলেরই উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া। সচেতন সমালোচনা মারফৎ এই সঞ্চিত অসঙ্গতি-পূর্ণ চিন্তাভাবনার সংস্কার সাধন করেই আমরা অগ্রসর এবং তুলনামূলক ভাবে স্ববিরোধমুক্ত জীবনদর্শনের অংশীদার হতে পারি।

২. দর্শন বা জীবনদর্শনকে তার ইতিহাস থেকে আলাদা করা যায় না, তেমনই সংস্কৃতিকে তার ইতিহাস থেকে আলাদা করা যায়না। জীবনদর্শন মানেই হল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে বিচারশীল ও স্ববিরোধমুক্ত ধ্যানধারণা। এই ধ্যানধারণার ইতিহাসভিত্তিক চেতনা ছাড়া সঠিক দার্শনিক চেতনাও অসম্ভব। যে কোনও মানুষের জীবনদর্শনই হচ্ছে তার পারিপার্শ্বিক বাস্তব জগত থেকে উদ্ভূত সমস্যাদি সম্বন্ধে প্রতিক্রিয়া—এই প্রতিক্রিয়া প্রতিটি ক্ষেত্রে তাই সুনির্দিষ্ট ও অনন্য। সুতরাং বর্তমানের পরিবর্তিত বাস্তবকে অতীতের কোনও ভিন্নতর বাস্তবতা থেকে উদ্ভূত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সার্থক ভাবে বিচার করা যায় না। এই কারণেই দেখা যায় যে কোনও কোনও সামাজিক গোষ্ঠী অনেক ব্যাপারে আধুনিক এবং অগ্রসর মতামতের প্রতিনিধি হলেও আবার অন্য অনেক ব্যাপারে পিছিয়ে আছে।

৩. প্রতিটি ভাষাই জীবনদর্শন ও সংস্কৃতির মৌল উপাদান বয়ে বেড়ায়। সুতরাং যে কোনও ব্যক্তির ভাষা থেকে তার জীবনদর্শন কতটা জটিল বা সরল তার আন্দাজ পাওয়া যেতে পারে। কোনব্যক্তি যদি শুধু উপভাষা বুঝতে পারে, প্রামাণ্য ভাষায় তার দখল যদি আংশিকমাত্র হয়, তা হলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে তার সংজ্ঞা সীমিত, আঞ্চলিক হতে বাধ্য, সাম্প্রতিক কালের যে চিন্তাধারা দুনিয়া পরিব্যাপ্ত, তার তুলনায় এই সীমিত চিন্তাভাবনা সমকালের অনুপযোগী হতে বাধ্য। তার আগ্রহও সীমিত হতে বাধ্য—বিশ্বজনীন না হয়ে তার আগ্রহ শুধু তার আর্থনীতিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট হবে। কেউ যদি উন্নতমানের সংস্কৃতির অংশীদার হতে চান, তা হলে তিনি কোনও বৈদেশিক ভাষা যদি না'ও শেখেন, তাকে অন্তত প্রামান্য জাতীয় ভাষা ভালো করে শিখতে হবে। কোনও উপভাষা ঐশ্বর্যশালী আধুনিক ও পরিণত সংস্কৃতির বাহন হতে পারে না।

৪. নতুন এক সংস্কৃতির জন্মদান কারও ব্যক্তিগত এবং "অভিনব" এক আবিষ্কারের ব্যাপার নয়। নতুন সংস্কৃতির আসল অর্থ হল ইতোপূর্বে আবিষ্কৃত সত্যকে বিচার করে তার সংস্কৃতরূপ জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। 'অসাধারণ প্রতিভাশালী' কোনও দার্শনিকের আবিষ্কার যদি ছোট এক বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর সম্পত্তি হয়ে থাকে, তার চাইতে ঢের বেশি মূল্যবান ও 'অভিনব' হবে সাম্প্রতিক বিশ্বের বাস্তব রূপ সম্পর্কে স্ববিরোধহীন এবং সুসম্মত চিন্তাভাবনা যদি জনগণের মধ্যে প্রসারিত করা যায়।

গ্রামসির দার্শনিক চিন্তায় একটি মূল সুর সর্বদাই লক্ষ্য করা যায়—তা'

হচ্ছে উন্নত আধুনিক চিন্তাকে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া—কেন না, তাঁর মূল লক্ষ্যই ছিল "বৌদ্ধিক-নৈতিক (intellectual-moral) একটি ব্লক বা মিতালি গড়া যার মধ্য দিয়ে ব্যাপক জনগণের বৌদ্ধিক অগ্রগতি সম্ভব হবে"।[৫]

গ্রামসির মতে সাধারণ মানুষের চেতনা ও কর্মের মধ্যে বিরোধ ও অসঙ্গতি বিদ্যমান থাকে। "এমন কি, এ কথাও হয় তো বলা যেতে পারা যায় যে তার তত্ত্বগত চিন্তাই দ্বিমুখী (অথবা স্ববিরোধী এক চিন্তাধারা)"। একটি ধারা হচ্ছে তার ব্যবহারিক কাজকর্মের মধ্যে নিহিত, এরই মধ্য দিয়ে সে বাস্তব জগতের ব্যবহারিক রূপান্তরণের কাজে তার সহকর্মীদের সঙ্গে বাস্তবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকে; অন্য ধারাটি হচ্ছে যা সে চিন্তাভাবনা না করে, বিচার বিশ্লেষণ না করে অতীত থেকে আহরণ করেছে এবং নির্বিচারে আত্মস্থ করেছে। এই দ্বিতীয় চেতনা অনেক সময়েই বিশেষ তাৎপর্যহীন বাচনিক হতে পারে; কিন্তু তা সত্ত্বেও কিন্তু পুরোপুরি নিষ্ফল নাও হতে পারে। এই ধরনের চেতনা কোনও বিশেষ সামাজিক গোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করে, তাদের নৈতিক আচরণ এবং সংকল্পের লক্ষ্য প্রভাবিত করে। এর ফলে এমন অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে যে পরস্পর-বিরোধী চেতনার চাপে এই গোষ্ঠী কোনও কর্তব্য নির্ধারণে অসমর্থ হয়ে নৈতিক ও রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তার শিকারে পরিণত হয়।

গ্রামসির দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীকে ইতিহাসবাদী (historicist, কখনও বা historist) বলে আখ্যাত করা হয়। কিন্তু এই ইতিহাসবাদের মর্মকথাটি কী তা' নিয়ে তর্ক-বিতর্কের অন্ত নেই। এখানে অতি সূক্ষ্ম সেই তর্কে প্রবেশ করার প্রয়োজন নেই। মোটামুটি এই ইতিহাসবাদের তাৎপর্য সহজভাবে ব্যক্ত করেছেন পোলিশ তত্ত্ববিদ এল্ কোলাক্‌ভস্কি। যদিও তিনি এর মধ্যে ক্রোচের ভাববাদী দর্শনের যে অক্ষুণ্ণ প্রভাবের কথা বলেছেন, তা' নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। যাই হোক, কোলাকভ্স্কি যে মোটামুটি তোগলিয়াত্তির ব্যাখ্যার সঙ্গে একমত, তা' পরিষ্কার কোলাকভস্কির মতে :

"মানুষের চিন্তা, অনুভূতি ও সংকল্পের সঙ্গে 'বাস্তব' সামাজিক প্রক্রিয়ার সম্পর্কের প্রশ্নে গ্রামসির চিন্তাধারার সার কথা হচ্ছে তা'ই, যা' মার্ক্সের আদি যুগের রচনাকে প্রভাবিত করেছিল। ইতিহাসবাদ (কথাটির অন্যতম অর্থে) বলে সাধারণভাবে পরিচিত, অতীন্দ্রিয়বাদের পরিপন্থী এই দৃষ্টিভঙ্গীকে মার্ক্সবাদীদের মধ্যে অল্প লোকই এতখানি দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গীর মূলকথা হল এই যে দর্শনশাস্ত্র ও বিজ্ঞান জাতীয় মানসিক ফসলসহ মানুষের আচরণের ও ক্রিয়াকর্মের অর্থ এবং যৌক্তিকতা প্রকাশিত হয় শুধুমাত্র সেই 'বিশ্বজনীন' ইতিহাসগত প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংযোগের মধ্য দিয়ে, যার তারা অংশ বিশেষ। ভাষান্তরে, দর্শনশাস্ত্রের বা বিজ্ঞানের 'সত্য' শুধু সমাজগত প্রয়োগবাদী অর্থে সত্য : যা' সত্য, তা হচ্ছে এই যে, যা' কিছু কোনও একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে সেই পরিস্থিতির বিকাশের আসল

ধারাটিকে প্রকাশ করে, তা'ই সত্য। সামাজিক প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় বিশ্বাস, ভাবাবেগ অথবা রাজনৈতিক আন্দোলনকে বিচার করতে আমরা যে মানদণ্ড ব্যবহার করে থাকি, সেগুলি ছাড়া অন্য কোনও মানদণ্ড দিয়ে কোনও দর্শনশাস্ত্র বা কোনও বিজ্ঞানকে বিচার করা যায় না"।[৬]

গ্রামসির মতে মার্ক্সবাদ আরও একটি বিশেষ অর্থে সত্য—এই অর্থে যে, যে-যুগ নিয়ে মার্ক্সবাদের কারবার সেই যুগের সত্যিকারের তাৎপর্য মার্ক্সবাদের চাইতে ভালোভাবে অন্য কোনও তত্ত্ব প্রকাশ করতে পারে না।

গ্রামসির ইতিহাসবাদ ব্যাখ্যা করে কোলাকভস্কি আরও বলেন :

"কোনও চিন্তাভাবনার স্বাভাবিক ক্রিয়াকর্ম ও তাদের উদ্ভবকে উপেক্ষা করে, এই চিন্তাভাবনার সামাজিক ও ইতিহাসগত প্রসঙ্গের বাইরে তাদের বোঝা যায় না। 'বিজ্ঞানসম্মত দর্শনশাস্ত্র' বলতে অধিকাংশ মার্ক্সবাদী যা' বোঝেন, অর্থাৎ আমাদের জানা বা অজানা নির্বিশেষে বাস্তব জগতের 'প্রতিফলন' বলে গণ্য এমন কোনও শাস্ত্রের অস্তিত্ব নেই। একই যুক্তিতে মানব-নিরপেক্ষ, শুধুমাত্র যথাযথ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বর্ণনাকারী কোনও 'বিজ্ঞানসম্মত বিজ্ঞান'ও নেই।"[৭]

গ্রামসির ভাষায়, "আমাদের যদি একদিকে অহমবাদ এবং অন্যদিকে ভাবনাচিন্তাকে শুধু গ্রহণকারী ও বিন্যাসী কার্যকলাপ বলে ভাবার মত যান্ত্রিক ধ্যানধারণা এড়াতে হয়, তা' হলে প্রশ্নটি বিচার করতে হবে 'ইতিহাসগত' দৃষ্টি নিয়ে। একই সঙ্গে আমাদের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে (মানুষের) 'সংকল্পের' উপরে (যার অর্থ হচ্ছে শেষ বিচারে ব্যবহারিক অথবা রাজনৈতিক কাজকর্ম)—অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত সংকল্প, খামখেয়ালী সংকল্প নয়, যে সংকল্প ততটাই বাস্তবায়িত হবে যতটা তা' বস্তুগত ঐতিহাসিক অপরিহার্যতার (necessities) সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে ; অর্থাৎ যতখানি পরিমানে তা' বিশ্বজনীন ইতিহাসের উত্তরোত্তর বাস্তবায়নের সঙ্গে একাত্ম হতে পারবে। প্রথম দিকে যদি এই সংকল্প শুধুমাত্র ব্যক্তিবিশেষের দ্বারাও উপস্থিত হয়, সেই সংকল্পের যৌক্তিকতা প্রমাণিত হয় এই পরিণতি দ্বারা যে (পরবর্তীকালে) এই সংকল্প পাকাপাকিভাবে ব্যাপক মানবজাতি দ্বারা গৃহীত হয়ে তখন থেকে সংস্কৃতি ও 'সাধারণ জ্ঞানে'র ব্যাপারে পরিণত হয়ে যায়।[৮]

কোলাকভস্কি উপরে উদ্ধৃত গ্রামসির মতের ব্যাখ্যা করেছেন এই বলে যে,

"ভাষান্তরে, কোনও ভাবনাচিন্তার যথার্থতা প্রমানিত হয়, এই দ্বারা অথবা বলা চলে তার তাৎপর্যই এখানে যে, ইতিহাসের মধ্য দিয়ে তা' প্রতিষ্ঠালাভ করে—এই মত প্রচলিত মতের সঙ্গে অসমঞ্জস ; প্রচলিত মত হল কেউ জানুক আর না জানুক, কেউ মানুক আর না মানুক, যা সত্য, তা' সত্যই।"[৯]

গ্রামসির মতে "কোন বস্তুকে স্বয়ং-প্রকাশ রূপে বিবেচনা করা যাবে না, তাকে দেখতে হবে যে-ভাবে তা' উৎপাদনের জন্যে সামাজিক ও ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে সংগঠিত হয়েছে, সেইভাবে।" "মানবচরিত্র সম্পর্কেও ঐ একই কথা,

গ্রামসি বারম্বার বলেছেন, চিরস্থায়ী বা অপরিবর্তনীয় মানব চরিত্র বলে কিছু নেই, আছে শুধু ইতিহাসের মধ্য দিয়ে পরিবর্তনশীল সামাজিক সম্পর্ক। সাধারণ জ্ঞানের দৃষ্টি থেকে গ্রাহ্য যে মত অনুযায়ী মোটামুটি স্থায়ী জীবজাগতিক এবং প্রাকৃতিক পরিস্থিতি দ্বারা নির্ধারিত পরিসীমার মধ্যেই ইতিহাসগত পরিবর্তন ঘটে, যার মধ্য দিয়ে মানুষ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়মানুবর্তিতার প্রমাণ পায়—গ্রামসি যেন এই মত অগ্রাহ্য করতে চান।"[১০]

ফয়ারবাখের উপরে মার্ক্সের চতুর্থ থিসিসকে ভিত্তি করে গ্রামসি নিজেই বলেন :

"মানব চরিত্র 'সামাজিক সম্পর্কের জটিল গুচ্ছ' (complex) স্বরূপ—এই কথাই সর্বাপেক্ষা সন্তোষজনক উত্তর, কেন না এর মধ্যে পরিবর্তনের ধারণা রয়েছে ( মানুষের পরিবর্তন হয়, পরিবর্তনশীল সামাজিক সম্পর্কের সঙ্গে সঙ্গে সর্বদাই তার পরিবর্তন হয়। এবং এর মধ্য দিয়ে 'নির্বিশেষ মানুষে'র (man-in-general) ধারণা বর্জন করা হয়েছে। বাস্তবিকই মানুষের নানাবিধ গোষ্ঠীর মধ্য দিয়েই সামাজিক সম্পর্ক প্রকাশ পাচ্ছে ; যে কোন মানব গোষ্ঠীর অবস্থিতির পূর্বশর্ত হচ্ছে অন্যান্য গোষ্ঠীর অস্তিত্ব এবং তাদের ঐক্যের প্রকৃতি হচ্ছে ডায়ালেকটিক্যাল, আনুষ্ঠানিক নয়। মানুষ যদি অভিজাতবর্গীয় হয়, তা হলে ভূদাসও হবে, ইত্যাদি।"[১১]

এই বক্তব্যের তাৎপর্য হচ্ছে, মানব সমাজে শ্রেণীর অস্তিত্ব ও বিবর্তন সম্পর্কে অবহিত হওয়া। "মানুষের ঐতিহাসিকতা তার সামাজিক সম্পর্কের সঙ্গে জড়িত, এই সম্পর্কের পরিবর্তন হয় বিভিন্ন শ্রেণীর অবস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। সামাজিক শ্রেণীবিভাগ উপেক্ষা করলে মানুষ সম্পর্কে কোনও আলোচনাই সম্ভব নয়। ইতিহাসের সত্যিকারের বিষয়ী হচ্ছে সংঘাতরত সামাজিক শ্রেণী, যে শ্রেণীসমূহ পারস্পরিক সংঘাতের মধ্য দিয়েই তাদের যথাযথ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। শ্রেণী সমাজে সংগ্রামই হচ্ছে ঐক্যের একমাত্র ধরণ।"[১২]

মতান্ধতা থেকে মুক্ত করে মার্ক্সবাদকে সৃজনশীল কর্মের নির্দেশক ভূমিকায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যম প্রকাশ পায় রুশদেশে ১৯১৭ সনের বলশেভিক বিপ্লব সম্পর্কে গ্রামসির মন্তব্যে। 'ক্যাপিটালে'র বিরুদ্ধে বিপ্লব—এই শিরোনামা দিয়ে গ্রামসি লিখেছিলেন ঃ

"বলশেভিকরা যদি 'ক্যাপিটালে'র কিছু উক্তি বর্জন করে থাকেন, তার জন্যে তাঁরা এই গ্রন্থের তেজোদ্দীপক, অন্তস্থিত চিন্তাধারাকে পরিহার করেন নি। তাঁরা ( বলশেভিকরা ) 'মার্ক্সবাদী'—এর বেশি কিছু নয় ঃ তারা সংশয়াতীত মতান্ধ উক্তির অনমনীয় এক তত্ত্ব সংকলন করার উদ্দেশ্যে এই মহান শিক্ষকের রচনাবলীকে ব্যবহার করেন নি। মার্ক্সীয় চিন্তা তাঁদের প্রাণস্বরূপ⋯এই চিন্তার আলোকে ইতিহাসের প্রধান উপাদান কাঁচা আর্থনীতিক বাস্তব নয়, উপাদান হচ্ছে মানুষ, সমাজবদ্ধ মানুষ, পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কবদ্ধ মানুষ, যারা পরস্পরের সঙ্গে সহমতে পৌঁছে এই সব সংযোগের ( সভ্যতা )

মধ্য দিয়ে সমষ্টীগত, সামাজিক সংকল্পের বিকাশ সাধন করে, মানুষ, যারা আর্থনীতিক বাস্তবতাকে বুঝতে পারে এবং এই বাস্তবতাকে নিজেদের সংকল্প অনুযায়ী সমঞ্জস করে নেয় এমনভাবে, যাতে তা' অর্থনীতির পরিচালিকা-শক্তিতে পরিণত হয় এবং বস্তুগত বাস্তবতাকে এমনভাবে রূপান্তরিত করে যাতে তা' জীবন্ত হয়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত আগ্নেয়গিরির উদ্‌গীর্ণ স্রোতের মত হয়ে দাঁড়ায়, যাতে এই স্রোতকে মানুষের ইচ্ছামত যেখানে খুশী, যেদিকে খুশী, পরিচালিত করা যায়।" [১২]

গ্রামসির সব থেকে মূল্যবান অবদান হচ্ছে বস্তুগত বাস্তবতা (objective reality) এক বিষয়ীগত সক্রিয় ভূমিকার (active subjective role) মধ্যে সমন্বয় সাধনের দৃষ্টিভঙ্গী—যা' থেকে মার্ক্সবাদী কর্মতত্ত্বৈক্য (praxis) তার সার্থকতা লাভ করতে পারে। এই সমন্বয়ের মূল ভিত্তি হচ্ছে মার্ক্সের ১৮৫৯ সনের ভূমিকার উক্তি, যা' গ্রামসি সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন :

"যে সমস্যার সমাধানের উপযোগী বস্তুগত পূর্বশর্ত এর মধ্যে হাজির হয় নি, (মানব) সমাজ সে ধরনের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামায় না।[১৩] (মার্ক্সের) এই প্রতিজ্ঞা সরাসরি যে প্রশ্নটি তুলে ধরে, তা' হল সামগ্রিক সংকল্প গঠনের সমস্যাটি। এই প্রতিজ্ঞাটিকে বিচারশীল বিশ্লেষণ করতে হলে আমাদের সুনির্দিষ্টভাবে অধ্যয়ন করতে হবে স্থায়ী সমষ্টীগত সংকল্প কী করে গঠিত হয়, এবং এই ধরণের সংকল্প তার স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘ মেয়াদি মূর্ত লক্ষ্য—অর্থাৎ, সমষ্টীগত কর্মকাণ্ডের ধারা—কী করে নির্ধারণ করে।[১৪]

এই প্রসঙ্গে গ্রামসি মার্ক্সবাদী বিজ্ঞান এবং মার্ক্সবাদী তত্ত্বের মধ্যে যে পার্থক্য করেন, সে সম্বন্ধে এক ইতালীয় তাত্ত্বিকের বক্তব্য উলেখ্য। এই মতানুযায়ী ঃ

"উৎপাদন-পদ্ধতির ইতিহাস-প্রবণতা অনুধাবন করে রাষ্ট্র-অর্থনীতির (political economy) সমীক্ষা 'উত্তরাধিকারীকে পরিচিত করে দেয়; উত্তরাধিকারের এই দাবিদারকে কিন্তু তার জীবনীশক্তির সুস্পষ্ট প্রমাণ দিতে হবে।' [১৫] বিজ্ঞানের কর্তব্য হল স্বীকৃত বাস্তবতার ভিত্তিতে সূত্র প্রতিষ্ঠা করা। স্ববিরোধের তত্ত্ব হিসেবে মার্ক্সবাদী তত্ত্বের কর্তব্য হচ্ছে—শুধুমাত্র বিভিন্ন সম্ভাবনার প্রতিষ্ঠা। দর্শন ও সমীক্ষা ঘটনাবলীকে স্বচ্ছ করে তুলে সম্ভাবনা—শুধুমাত্র সম্ভাবনার—এবং নতুন বাস্তবতার ঘটনা সমাবেশের একটুখানি দৃষ্টিগোচর করে মাত্র। সম্ভবনাকে আয়ত্ত্ব করার কাজ সম্পূর্ণ-ভাবে এদের সীমাক্ষেত্রের বাইরে। এই অর্থে, গ্রামসির মতে, আমরা ভবিষ্যৎ সংপর্কে ততটাই বলতে পারি যতটা আমরা ক্রিয়াশীল হ'ব এবং এর সঙ্গে আরও একটু যোগ করা যায় যে, আমরা ততটাই ক্রিয়াশীল হব, যতটা আমরা (আমাদের কাজের মধ্য দিয়ে) বিদ্যমান বাস্তবতার রূপান্তর ঘটাতে পারব।" [১৬]

গ্রামসির নিজের ভাষায় এই বক্তব্যটি উপস্থিত করে আমরা এই মহান বিপ্লবীর বিপুল চিন্তা-সম্ভারের এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়-পত্রের সমাপ্তি টানতে পারি ঃ

"উৎপাদনের বস্তুগত শক্তির বিকাশের স্তরটি বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর উদ্ভবের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে, এদের প্রতিটি শ্রেণীরই উৎপাদনের মধ্যে নির্দিষ্ট ভূমিকা ও অবস্থিতি থাকে···এই ভিত্তিগত তথ্যাদি অধ্যয়ন করে এটা আবিষ্কার করা সম্ভব যে নির্দিষ্ট কোনও সমাজের মধ্যে তার রূপান্তরণের জন্যে প্রয়োজনীয় এবং যথোপযুক্ত পরিস্থিতি উপস্থিত আছে কিনা—ভাষান্তরে বলা যায়, এই সমাজের ক্ষেত্রের উপরে যে সব ভাবাদর্শ জন্মলাভ করেছে, তাদের বাস্তবতা ও প্রয়োগোপযোগিতা কতখানি, তা' বিচার করা যায়।" [১৭]

"অপরিহার্যতা (necessity) তখনই দেখা দেয়, যখন দক্ষ ও সক্রিয় **পূর্বশর্ত** বিদ্যমান থাকে, যে পূর্বশর্ত জনগনের মনের মধ্যে কার্যকর হয়ে সমষ্টীগত চেতনায় বিমূর্ত (concrete) লক্ষ্য হাজির করেছে এবং 'জনগণের বিশ্বাস' পর্যায়ে উপনীত হয়ে দৃঢ়মত ও উপলব্ধি হিসেবে প্রবলভাবে কার্যকর হয়ে উঠেছে। এই পূর্বশর্তের মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকতে হবে—বিকশিত অথবা বিকাশমান অবস্থায়—সমষ্টীগত সংকল্পের প্রেরণার বাস্তবায়নের উপযোগী অপরিহার্য ও যথোপযোগী বস্তুগত শর্তাদির ; কিন্তু একথাও সুস্পষ্ট যে, 'বস্তুগত' পূর্বশর্ত য' কিনা পরিমাপযোগ্য, এবং সংস্কৃতির একটা নির্দিষ্ট স্তরের মধ্যে ভেদ করা যায় না—সংস্কৃতির স্তর বলতে আমরা বোঝাচ্ছি বুদ্ধিগত কর্মের এক জটীল গুচ্ছ (complex) এবং এরই ফল এবং পরিণতি হিসেবে প্রবল ভাবাবেগ ও অনুভূতির এক জটীল গুচ্ছ, যা এই অর্থে প্রবল যে তা' মানুষকে 'যে কোন মূল্যে' কর্মে প্রবৃত্ত করার মত ক্ষমতা সম্পন্ন।" [১৮]

# গ্রামসি-র ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার : নাটা-র বক্তব্য

**—ফ্রাঙ্কো অটোলেঙ্ঘি ও জ্যুসেপ্প বাক্কা**

[ ১৯৩৭ সালের ২৭ এপ্রিল এন্তোনিও গ্রামসি-র মৃত্যু হয়েছিল—তারপর পঞ্চাশ বছর কেটে গেল। গ্রামসির চিন্তা ও কর্ম সম্বন্ধে ব্যাপক আলোচনা, গবেষণা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ইতালির কমিউনিস্ট পার্টি (পি. সি. আই.) এই অর্ধ শতাব্দী পূর্তিকে পালন করতে ইচ্ছুক। গোটা ১৯৮৭ সাল জুড়ে একের পর এক সন্নিবন্ধ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উদ্যোগে গ্রামসির অসাধারণ এবং বিস্ময়কর রাজনৈতিক ও তত্ত্বগত উত্তরাধিকারই প্রধানত আলোচিত হবে, সেটাই হবে মুখ্য সূত্র। একটি ইউরোপীয় সংস্কারকামী শক্তির প্রকৃতি ও সম্ভাবনার উচ্চতর ও পরিণততর বিষয়ের কাঠামোর মধ্যে এই অঙ্গীকারের ধারণাটি নিয়ে কমরেড আলেজান্দ্রো নাটার সঙ্গে নিচে আলোচনা করা হয়েছে। প্রশ্নগুলি উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে দেওয়া হয়েছে। ]

"১৯৮৭ সালে পি সি আই-র সভাপদের কার্ডে এন্তোনিও গ্রামসির ছবি ছাপা হয়েছে। এটা কি একেবারেই আনুষ্ঠানিক ব্যাপার? গ্রামসির মৃত্যুর পঞ্চাশতম বার্ষিকীর সঙ্গে সম্পর্কিত এক ধরনের বাধ্যতামূলক স্বীকৃতি? নাকি সপ্তদশ কংগ্রেসে যে সব দিক বাছাই করা হয়েছে তার সঙ্গে এর গভীরতর এবং ঘনিষ্ঠতর কোন সম্পর্ক আছে?"

অর্ধ-শতাব্দী পূর্তি উদ্‌যাপন করতে হবে বলেই কিন্তু এই বাছাইয়ের কথা বলা হয়নি বা ঐ কারণেই উৎসাহ সৃষ্টি হয়নি। যে পর্যায়ের মধ্য দিয়ে আমরা এখন চলেছি তা থেকেও এবং আমাদের নিজেদের সম্পর্কে ও আমাদের ইতিহাসের গভীর ভাবনা থেকেও এই বাছাইয়ের ব্যাপারটা স্থির হয়েছে।

অনেক মহল থেকেই এই ভাবনার ধারণাটি আমাদের কাছে পেশ করা হয়, ঘটনাস্রোতও এ ব্যাপারে সহায়তা করে—এই সব থেকেই গ্রামসি, তাঁর পদ্ধতি ও তাঁর 'শিক্ষা' আমাদের স্মৃতিতে ইতিমধ্যেই জাগ্রত হয়ে উঠেছে। আমার মনে হয়, এমন কি এর আগেও, পি সি আই-র উত্থান-পতনের ইতিহাসে এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তই আসেনি, যে সময়ে আমাদের নিজেদের সম্পর্কে সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা আমাদের নীতির বিকাশের ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে ওঠে নি। এর উদ্ভবের মূলে রয়েছেন গ্রামসি।

১৯২০-র দশকের কথা মনে পড়ছে। সে সময় পার্টি প্রতিষ্ঠার দু'তিন বছর পরেই, পার্টির পরিস্থিতি সম্পর্কে গভীর, এবং কোন কোন দিক থেকে নতুন করে র‍্যাডিক্যাল চিন্তাভাবনা শুরু হয়। এর উদ্যোগ এসেছিল গ্রামসির কাছ থেকেই। যে সব বিশ্লেষণের ফলে গ্রামসিকে ঘিরে নতুন এক নেতৃত্ব গড়ে উঠেছিল এবং লিয়ঁ শহরে কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছিল, অন্যভাবে

বলতে গেলে, পার্টি আবার গড়ে উঠেছিল, তার রণনীতি পুনর্নির্ধারিত হয়েছিল, সেগুলির কথাই বলছি। পরবর্তী ঘটনাবলীর আলোকে বিচার করলে এ ব্যাপারটিকে প্রকৃতপক্ষে পার্টির দ্বিতীয় জন্ম বলা যায়।

আজ নয়া-রক্ষণশীল অভিযানের নতুন এই জোয়ারের পর, জটিল রাজনৈতিক দিগন্তে মাঝে মাঝে যখন নতুনত্বের বিদ্যুৎ চমক দেখা যাচ্ছে, আমাদের চিন্তাধারা, রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও নীতির পুনর্নবীকরণ, পুনর্ভাবনা ও সমৃদ্ধিকরণ দেখা দিচ্ছে তখন সেই সব চাহিদার ক্ষেত্রে—যেগুলিকে আমরা কেবল আমাদের, বা কেবল ইতালির চাহিদা বলে মনে করি না, ইউরোপীয় চাহিদা বলেও মনে করি—উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে অধিকতর সাহস সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে আমরা গ্রামসির দিকে তাকাই। তাঁর পদ্ধতি অকাট্য: কার্যকর বাস্তবতাকে ভিত্তি হিসাবে মেনে নিয়ে, সমস্ত গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। সর্বোপরি, আজকের বাস্তব পরিস্থিতিতে, এবং যে সব চিন্তাভাবনা ধীরে ধীরে আমাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে, তাতে এক রকম মৌলিক পার্থক্য দেখা দিলেও, গ্রামসি থেকেই শুরু করতে চাই বলে যে কথা আমরা বলছি তার গুরুত্ব হ্রাস পায় না।

"গ্রামসি সম্বন্ধে উল্লেখের ব্যাপারটা তাহলে কেবল স্বল্পকালীন কোন ব্যাপার নয়, এবং সাময়িক সুবিধার জন্য তাঁকে আধুনিক করে তোলার বা গ্রামসির শিক্ষা থেকে অনুসিদ্ধান্ত টানার কোন চেষ্টা হচ্ছে বলে আশঙ্কিত হওয়ার কোন কারণ নেই। ফ্লোরেন্স কংগ্রেস যে কালটিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছিল, সেই কালের বিশেষত্বগুলির কথাই আপনি বলছেন: সার্বভৌম ও সুনির্দিষ্ট বিশেষত্বের পাশাপাশি একটি ইউরোপীয় মাত্রার বিকাশের মধ্যে একটি গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরণের কথা এখন ভাবতে হবে এবং সে কথা উত্থাপনও করা যেতে পারে। এভাবেই এসেছে নয়া-রক্ষণশীল নীতিগুলির কারণে ইউরোপের দ্রুত 'পতন' এবং, বামপন্থীদের কাছে, 'ইউরোপীয় সমস্যা'র উদ্ভব। অপরপক্ষে, ইউরোপীয় বামপন্থার বিভিন্ন ধারার একত্রিত হওয়ার ঘটনা এবং যে সব বিকল্প তাদের সকলের ক্ষেত্রেই অভিন্ন সেগুলির বিকাশলাভের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এসেছে দুটি অসাধারণ নতুন ব্যাপার: জাতীয় যে পরিধির মধ্যে সংস্কারবাদী সুপারিশ ও অভিজ্ঞতাগুলি এতাবৎ ব্যাখ্যাত হয়েছে তা থেকে বেরিয়ে আসার প্রয়োজনীয়তা, এবং ১৯২০-র দশক থেকে বামপন্থী শক্তিগুলির উত্থান-পতনে যে সব বিভাজন ও ভাঙন দেখা গেছে সেগুলি দূর করার সম্ভাবনা।"

পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে ফ্লোরেন্সে আমরা ব্যাপারটি সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম। সে সময় আমরা যখন নয়া রক্ষণশীল আবর্তচক্রে সংকটের আশংকা প্রকাশ করেছিলাম, তখন আমরা হয়ত কিছুটা বাড়াবাড়ি করেও থাকতে পারি। কিন্তু, একদিকে ইউরোপে এখন যে স্বাধীনতা, শান্তি, গণতন্ত্র এবং নতুন এক ধরণের বিকাশের দাবি জোরদার হচ্ছে তার, এবং,

অপরদিকে, নয়া-রক্ষণশীল নীতিসমূহ ও ভাবাদর্শের মধ্যে যে বৈষম্য সেদিন আমরা চিহ্নিত করেছিলাম, আজ সেগুলি তীব্রতর হয়েছে। যে নয়া-রক্ষণশীল আধিপত্য বিগত দশকের বিশেষত্ব তার এখন সংকটে পড়ার যে সব চিহ্ন চোখে পড়ে, তা আরও শক্তিশালী হয়েছে, তার সংখ্যা আরও বেড়েছে বলে আমার মনে হচ্ছে। কিংবা, পরিস্থিতি মোটেই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই, এগিয়ে চলেছে, ফ্লোরেন্সে আমরা যা বলেছিলাম এখন হয়ত তার চেয়ে আরও বেশি কিছু বলতে পারি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক নেতৃত্বে সংকটের ইঙ্গিত, ফ্রান্সের মত দেশের পরিস্থিতিতে জটিলতা, কমিউনিস্ট দুনিয়ায় পরিলক্ষিত আন্দোলন, এসব থেকেও বোঝা যাচ্ছে যে ইউরোপ ঠিক 'পতনের' ঝুঁকি নিচ্ছে না, একটা বড় সুযোগও তার ক্ষেত্রে দেখা দিতে পারে।

পক্ষান্তরে 'বৃহৎ (সামাজিক) ব্যবস্থাগুলি' যে ক্রমবর্ধমান জটিলতার সম্মুখীন হচ্ছে তার সুস্পষ্ট চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি। দ্বিমেরু রাজনীতির ভার ও উত্তেজনা, পুনরস্ত্রসজ্জা এবং সংঘাতের ক্রমবর্ধমান পরিস্থিতিও ক্রমশই বেশি বেশি করে আশংকাজনক মনে হচ্ছে। আমার মনে হয়, ১৯৮৬ সনে নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা শুরু করে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেবল নিজেদের ভার লাঘব করার চেষ্টাই করে নি, গভীরতর প্রয়োজনেও সাড়া দিয়েছে : এ প্রয়োজন, আমার মতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের এবং 'বিশ্বের কাঠামোর' পুনর্বিন্যাস।

এই কাঠামোর মধ্যে, ইউরোপের উভয় পক্ষই পুনরুজ্জীবনের সুযোগ পেতে পারে, শান্তি ও নতুন ধরণের বিকাশের সমস্যাবলী প্রসঙ্গে নিজেদের ভূমিকা পালনের সুযোগ পেতে পারে। পেতে পারে গণতন্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকেও। অতএব, যে সব শক্তি আজ পরীক্ষার সম্মুখীন, সেগুলি সর্বোপরি প্রগতিশীল শক্তি, বামপন্থী শক্তি। এবং, আগের থেকেও আরও বেশি করে, তাদের প্রতিক্রিয়ার অতিজাতিক মাত্রার ও বিশ্বের গতিধারার কথা খেয়াল রাখতে হবে।

সে যাই হোক, 'বৃহদাকার রাজনীতি'-র প্রয়োজনীয়তা, বিশ্বজনীন দৃষ্টিকোণ থেকে ক্রমশই বেশি করে চিন্তা করার সঙ্গে সঙ্গে কর্মের চাহিদা, এসব থেকেই দেখা দিচ্ছে আমাদের ঐতিহ্যে 'গ্রামসি'-র শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা।

"আপনি কি 'প্রিজন্ নোটবুক্স্'-এ অন্তর্নিহিত প্রবণতার কথা বলছেন? কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের 'উপপ্লববাদ'-এর সঙ্গে বিতর্কে অবতীর্ণ হয়ে গ্রামসি যে কায়দায় ১৯৩০-এর দশকে বিশ্ব ধনতান্ত্রিক বিকাশের নতুন নতুন পথ অনুসন্ধান করেছেন সে কথা বলছেন? কিংবা তুরি জেলের ভয়াবহ নিঃসঙ্গতার মধ্যে গ্রামসি যে চিন্তা করেছিলেন যে ইতালিতে ফ্যাসিবাদের মধ্য দিয়ে, টেলরবাদ ও ফোর্ডবাদের মধ্য দিয়ে বিশ্বব্যাপী 'মহাসংকট' থেকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা পরিত্রাণের রাস্তা পেতে পারে কিনা, এবং কী ভাবে তা' পেতে পারে—সেই সব কথা কি বলছেন?"

শুধু তাই নয়। বিপ্লবী কাজকর্মের একেবারে গোড়া থেকেই গ্রামসি চিন্তা করেছেন বিশ্বজনীন দৃষ্টিকোণ থেকে এবং এ ক্ষেত্রে তাঁর মৌলিকতা ছিল অসাধারণ। তাঁর সমস্ত চিন্তা ও কর্মের মর্মবস্তু ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে শুরু করে ইতালিতে তথা পাশ্চাত্যে বিপ্লব। গ্রামসির কাছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ছিল একটা মৌলিক, অপরিবর্তনীয় এবং যুগান্তকারী পরিবর্তন, জনগণ যার মধ্যে দিয়ে রাজনৈতিক মঞ্চে বিরাট ভাবে আত্মপ্রকাশ করল। আর এই ঘটনাই তাঁর গবেষণার অত্যাবশ্যক নির্দেশক বিন্দু. প্রতিটি পরিস্থিতির সুনির্দিষ্ট দিকগুলিও যা চিহ্নিত করে তেমন বিশ্লেষণের নির্দেশক-বিন্দু।

আমরা প্রায়ই বলে থাকি যে, এই দৃষ্টিকোণ থেকে, তাঁর মৌলিক স্বজ্ঞার প্রকাশ ১৯২০-র দশকের মাঝামাঝি থেকেই : "ধনতন্ত্রের স্থিতিশীলতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা", ইউরোপে বিপ্লবী আন্দোলনে ভাটা পড়ছে এটা বুঝতে পারা এবং যে পরিবর্তনকে গ্রামসি নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন "চলিষ্ণু সংগ্রাম" থেকে "অবস্থায়ী সংগ্রামে" রূপান্তর বলে।

আসলে কিন্তু পিছিয়ে যেতে হবে অনেকদূর, অক্টোবর বিপ্লব সম্পর্কে গ্রামসির চিন্তাভাবনার প্রাথমিক আবশ্যিক বিষয়গুলি পর্যন্ত তলিয়ে দেখতে হবে। ১৯২০ সালে 'লোর্দিনে নোভো' পত্রিকায় প্রকাশিত 'টু রেভল্যুশনস্' নামে তাঁর এক মৌলিক প্রবন্ধের ভিতর দিয়ে তাঁর পরবর্তী সমস্ত চিন্তাধারার কিছু কিছু প্রধান বিষয় চিরস্থায়ী হয়ে গেল। তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন যে যাকে তিনি বুর্জোয়া রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে 'বিদ্রোহ' বলে অভিহিত করেছেন, তা থেকে গভীরতর কোন বিপ্লবী প্রক্রিয়া যদি শুরু না হয়, তবে ঐ 'বিদ্রোহ' টিকবে না। প্রথমে, রাষ্ট্রযন্ত্রকে অধিকার করতে হবে, তারপর নিজেদের রাজনৈতিক নক্শা অনুযায়ী সমাজকে গড়ে নেবার জন্য ঐ রাষ্ট্রকে কাজে লাগাতে হবে, অর্থাৎ, পাশ্চাত্যে অক্টোবর বিপ্লবের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে হবে—এই ধরণের 'দুই স্তরে' বিপ্লব কোনমতেই সম্ভব ছিল না। জার্মানিতে এটা সম্ভব ছিল না, হাঙ্গেরিতেও না।

আক্রমণের সঙ্গে গঠনমূলক প্রক্রিয়ায় সঙ্গতি রাখতে হবে এই সচেতন মনোভাবও ছিল। সে সময়ে সমাজবাদের ভাবধারার সীমিত প্রভাবের মধ্যেও সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরণের পূর্বশর্ত ছিল যে বিকাশশীল এবং সম্প্রসারমান উৎপাদিকা শক্তিগুলির অস্তিত্ব থাকতে হবে, প্রলেতারিয় জনগণের সচেতন আন্দোলনে সেগুলিই প্রাণসঞ্চার করবে। অন্য ভাষায় বলতে গেলে, রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্থনৈতিক ক্ষমতার উপর প্রতিষ্ঠিত—এই চেতনা : বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার জৈবিক, দ্বান্দ্বিক বিকাশের ভাবধারা, 'নোটবুক্স্'-এ সেটাই হবে প্রধান বিষয়বস্তু। এই রচনায় দেখা যাচ্ছে যে ইতালির কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার আগেই গ্রামসির এই প্রারম্ভিক বিন্দুটিতে দারুণ মৌলিকত্ব ছিল : পাশ্চাত্যে বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার ঠিক পৃথক একটি পর্যায় দেখা দিচ্ছিল, তা নয়, ( অর্থাৎ, অক্টোবর বিপ্লবের প্রতিধ্বনির

ঢেউ মিলিয়ে যাচ্ছিল ), তাই প্রয়োজন ছিল পৃথক একটি রণনৈতিক ভূমির। গঠন, অঙ্গসংস্থান, এবং পূর্বধারণা, কর্মসূচি, প্রবক্তা এবং হাতিয়ার, ইত্যাদি সমস্ত রূপেই প্রক্রিয়াটি পৃথক।

"আপনি কি তাহলে বলছেন যে 'লোর্দিনে নোভো' থেকে 'প্রিজন্ নোটবুক্স্' পর্যন্ত গ্রামসির চিন্তাধারার মধ্যে একটা ঐক্য আছে!"

হ্যাঁ, ( প্রথম ) মহাযুদ্ধ থেকে ১৯২৬ পর্যন্ত পূর্ববর্তী সমস্ত রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা যদিও 'নোটবুক্স্'-এ পুনর্বর্ণিত হয়েছে, এবং, একদিক থেকে, ১৯২৯-এর-এর সংকট, স্তালিনের "উপর থেকে শুরু করা বিপ্লব", ভাইমার প্রজাতন্ত্রের সংকট, ফ্যাসিবাদের শক্তিবৃদ্ধি, ইত্যাদির আলোকে "সাজানো গোছানো হয়েছে"। এইভাবে, নতুন নতুন প্রত্যয় এবং বড় বড় তত্ত্বগত আবিষ্কারের জন্ম হচ্ছে।

অন্য অনেকের চেয়ে অনেক আগে থেকেই, গ্রামসি অক্টোবর বিপ্লবের সূত্র না ধরেই সমাজতান্ত্রিক সংগ্রামের পানে তাকানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন এবং দীর্ঘতর মেয়াদের জন্য রণনীতি নির্ধারণ করেছিলেন, যা তিনি "অবস্থায়ী সংগ্রামের"-র প্রতিরূপের মাধ্যমেই প্রকাশ করেছেন। 'নোটবুক্স্'-এ এই প্রত্যয়ের ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কিন্তু এর মূল প্রোথিত রয়েছে তাঁর পূর্বতন অভিজ্ঞতায় ও চিন্তায়, যদিও এগুলিকে পৃথক করা যায় তাদের বিভিন্ন প্রেরণা দ্বারা। যেমন, আমি ভাবছি ১৯২৩-২৪ সালের পত্রাবলীর কথা, গ্রামসি তখন নতুন নেতৃগোষ্ঠীটিকে তাঁর চারদিকে সমবেত করছিলেন। এঁরা তারপর লিয়ঁ শহরে পার্টির পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে হাত লাগালেন। ঐ পত্রাবলীতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সম্বন্ধে তাঁর চিন্তাধারায় জনসমাজের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্কের যে মৌলিক ভূমিকা ফুটে উঠেছে, সে কথাই আমি ভাবছি। এই বিষয়টি তিনি পরবর্তীকালে 'নোটবুক্স্'-এ বর্ণনা করেছেন এইভাবে : পাশ্চাত্য রাষ্ট্র="রাজনৈতিক সমাজ+জন সমাজ" এবং নেতৃত্ব ( দিরিজিওনে ) ও প্রভুত্বের ( দোমিনিও ) মধ্যে পার্থক্য দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তীকালে আধিপত্য প্রত্যয়ের পক্ষে এ বর্ণনা অত্যাবশ্যক।

"কিন্তু ইউরোপীয় সমাজতন্ত্র ১৯২০-র দশকে লেনিন ও অক্টোবর বিপ্লব সম্বন্ধে যে সমালোচনা করত, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে পার্থক্যের উপর জোর দিলে, গ্রামসি চেহারাটা কি তার কাছাকাছি, এমন কি তার অংশীদার হয়েও ফুটে ওঠার আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে না? এক ধরণের একপেশে পাঠের বিপদ থেকে যাচ্ছে না কি যেটা একদিক থেকে, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের বাস্তবতার অংশবিশেষ একটি প্রশ্নকে বিকৃত করে দেখাবে?"

আমি তা মনে করি না। লেনিনের উল্লেখ নিশ্চয়ই প্রয়োজন, কিন্তু গ্রামসিকে লেনিনের টানা গণ্ডি দিয়ে আটকে রাখা যায় না। আমি যার উপর গুরুত্ব দিতে চাই সেটা হল এই যে গ্রামসি কিভাবে কমিউনিস্ট

আন্দোলনের মধ্যে একটা মৌলিক ও পৃথক ঐতিহ্যের উৎস হয়ে উঠেছেন। লিয়ঁ কংগ্রেসের প্রস্তুতি যে সময়ে চলছিল, এর আগে আমি তখনকার কথা বলেছি। ১৯২৬ সনেই বসেছিল ঐ কংগ্রেস, বেরিয়েছিল 'নোট্স্ অন দ্য সাদার্ন কোশ্চেন' (পরবর্তীকালে এই খসড়া গবেষণা কর্মসূচি 'নোটবুক্স্' বিশদ করা হয়েছে), লেখা হয়েছিল বলশেভিকদের নেতৃস্থানীয় গোষ্ঠীর উদ্দেশে বিখ্যাত সেই পত্র। মর্মার্থ স্পষ্ট করার পক্ষে এ সব উল্লেখই যথেষ্ট। গ্রামসি একাত্মক অর্থে বিশ্ব ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার কথা ভাবছিলেন, যার মধ্যে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরণের সমস্যাবলী বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাবে এমন কি বিভিন্ন "আঞ্চলিক" এলাকাতেও, বা কতকগুলি দেশের সম্মিলনেও, তুলে ধরা হয়েছে। "আধিপত্য" এবং অবস্থায়ী সংগ্রাম প্রভৃতি প্রত্যয়গুলি কেবল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের পক্ষে প্রযোজ্য নয়; এগুলির লক্ষ্য একদিক থেকে যেমন সংখ্যালঘিষ্ঠ ট্রট্স্কি গোষ্ঠীর সমালোচনা, অপরদিকে তেমনি স্তালিনবাদী সংখ্যাগুরুদেরও সমালোচনা।

বলশেভিক নেতৃত্বের ভিতরে প্রত্যক্ষ সংঘাতে গ্রামসি ট্রট্স্কি-বিরোধী সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠীকেই সমর্থন করেছেন। "একদেশে সমাজতন্ত্র" গড়ার আহ্বান "অবস্থায়ী সংগ্রাম"-র আহ্বানের অনুরূপ, এবং "বিরামহীন বিপ্লব"-এর ধারণাটি বিপজ্জনক, 'নোটবুক্স্'-এ গ্রামসি সে কথাটা আবার বলেছেন। কারণ এমন এক সময়ে এ থেকে "চলিষ্ণু সংগ্রাম"-এ ঘোষণা করা হচ্ছে যে সেটা ভ্রমাত্মক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ফলে, শ্রমিক ও কৃষকের মধ্যে মৈত্রী ভেঙে যাওয়ার, রুশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েতকে অর্থনৈতিক-সংকীর্ণ স্বার্থ স্তরে পশ্চাদপসরণ করতে প্ররোচনা দেওয়ার আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে।

সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকেও গ্রামসি কিন্তু কম কড়া ভাষায় সমালোচনা করেন নি। গ্রামসি বলছেন সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ রাষ্ট্রে ও পার্টিতে প্রশাসনের এমন পদ্ধতি সৃষ্টি করছে যে সমগ্র বিশ্বে বিপ্লবী প্রক্রিয়ায় নেতৃত্বদানের দায়িত্ব পালনে তারা অসমর্থ হবে। আধিপত্যের প্রত্যয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি এ সমালোচনা করেছিলেন।

স্তালিনের "উপর থেকে শুরু করা বিপ্লবের" সম্মুখীন হয়ে গ্রামসির মনোভাব যা দাঁড়িয়েছিল, তার সঙ্গে সেই লৌহ ও ইস্পাতের যুগের, ইতালিতে ফ্যাসিবাদ এবং জার্মানিতে নাৎসিবাদ যখন মাথা চাড়া দিচ্ছিল সেই সময়ের অসংখ্য ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবীর দৃষ্টিভঙ্গির মিল আছে। এবং তাঁদের রাজনৈতিক সমর্থন প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল "সীজারবাদের" ভিতরের পার্থক্য দিয়ে, নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকারী প্রতিটি শ্রেণীর ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে "সুনিয়ন্ত্রিত ও শক্তিশালী সরকারের" প্রয়োজনীয়তা তত্ত্বগতভাবে ন্যায়সঙ্গত বলে দাবি করা হয়েছে।

কিন্তু স্তালিনপন্থী আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ নীতি যে সব ভাবধারার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল সেগুলির প্রতি উপরোক্ত ব্যক্তিদের বিরোধিতা অজানা

ত' নয়ই, বরং সর্বজনবিদিত ছিল। তাঁদের সমালোচনার ভিত্তি ছিল আধিপত্য সম্পর্কিত প্রত্যয়, যে প্রত্যয়টিকে শ্রেণী মৈত্রী এবং শ্রেণী ঐকমত্যের ব্যাপক নীতি হিসাবে গণ্য করা হত, এবং এই সমালোচনা সর্বদাই শ্রেণীগত সংকীর্ণতার নীতির সীমাবদ্ধতাকে নিন্দা করে এসেছে। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ষষ্ঠ কংগ্রেসের ক্ষেত্রে এটা প্রমাণিত হয়েছে—যখন শ্রেণী মৈত্রীর নীতির বদলে চালু হল বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সংঘর্ষের নীতি। সমাজবাদী ফ্যাসিবাদের (সোস্যাল ফ্যাসিজম) তত্ত্বও চালু করা হল। গ্রামসি তখন জেলে, সেখান থেকেই তিনি সর্বশক্তি দিয়ে নতুন এই মতের বিরুদ্ধতা করলেন। ফলে তাঁর কমরেডদের থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁদের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে পড়লেন। ইতিমধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নে রাজনৈতিক ডায়ালেক্‌টিক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বেশ বিদ্রূপের সুরেই তিনি বললেন বিরোধীরা যে সব কায়দা ধরেছেন সেগুলি "কালা সংসদবাদে"-র পূর্বকথিত রূপ।

গ্রামসির মনোভাব পালটাল না। 'নোটবুক্‌স্‌'-এ তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নে রাষ্ট্রের অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ এবং রাষ্ট্রের হাতে ক্ষমতার "অভূতপূর্ব কেন্দ্রীভবনের" বিপদের নিন্দা করলেন, বললেন এ রাষ্ট্র ক্রমশই বেশি বেশি করে "আমলাদের রাষ্ট্রে" পরিণত হচ্ছে। সমগ্র সোভিয়েত ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক সীমাবদ্ধতার উপরও গ্রামসি সমান তীব্র কশাঘাত করেছেন—তিনি আক্রমণ শুরুই করেছেন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ধারণাটি "আদিম", অতএব, অনুন্নত এবং স্বৈরতন্ত্রী বলে।

এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে তত্ত্বগতভাবে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে গ্রামসি অনুভব করেছিলেন যে সোভিয়েত ইউনিয়ন রাজনৈতিক সমাজের চূড়ান্ত রূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ক্ষেত্রে, তাঁর চিন্তাভাবনা শুরু হল এই ধারণা থেকে যে, অক্টোবর বিপ্লবের মধ্যে সম্পূর্ণ নতুন এক রাজনীতির আদর্শের বীজ রয়েছে, এখনও তাকে বিবৃত করা বাকি আছে ; গ্রামসির চিন্তার ভিত্তি ছিল এই যে বিপ্লবের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে লেনিন একটা বিরাট "পরাতাত্ত্বিক কর্ম" সম্পাদন করেছেন। যদি এ ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ না থাকে যে গ্রামসির আধিপত্যের ধারণা সোভিয়েত অভিজ্ঞতা থেকে উদ্দীপিত হয়েছিল তবে এর একটা বিপরীত দিকও আছে—সোভিয়েত ইউনিয়ন যে নীতিকে অনুসরণ করছিল সর্বদাই তার সমালোচনা করা হচ্ছিল।

পার্টি সংক্রান্ত চিন্তার মধ্যেই এর কেন্দ্রবিন্দু নিহিত। গ্রামসি কোনদিনই পার্টিকে অনপেক্ষভাবে প্রগতিশীল বা প্রতিক্রিয়াশীল লক্ষ্য সাধনে সমভাবে সক্ষম কোন প্রযুক্তিগত হাতিয়ার বলে মনে করেন নি। শ্রমিক শ্রেণীর পার্টির কাজ হল জনগণের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ প্রকাশ ও সংগঠিত করা এবং মুক্তির লক্ষ্যাভিমুখী সাধারণ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াকে বিকশিত করা। এ সম্পর্কে সন্দেহের কোন কারণ নেই যে পার্টি বলতে গ্রামসি যা বুঝতেন আমরা তা বুঝি না ; পার্টি যেন সর্ব-পরিব্যাপ্ত। বিদ্যমান একটা ঐতিহাসিক পরিবেশ

থেকে এই ভাবধারা কি করে সৃষ্টি হল সেটা বোঝা যায়. কিন্তু নীতিগত প্রশ্নগুলিকেও মুলতুবি রাখতে হয়েছিল, যেমনটি ঠিক তোগলিয়াত্তি "নতুন পার্টি" নিয়ে শুরু করেছিলেন। অবশ্য, যে পার্টি একই সঙ্গে সংকীর্ণ গোষ্ঠী নিরপেক্ষ ও কর্মসূচীভিত্তিক, আবশ্যিক মূল্যবোধে অবিচল তাকে থাকতেই হবে, কিন্তু সে সব মূল্যবোধের অধিকার যেমন তার নিজস্ব ক্ষেত্রে থাকে, তেমনই থাকে অন্যদের ক্ষেত্রেও।

"তা' হলে কি আপনি ইঙ্গিত করছেন যে ঐ যুগের অন্যান্য সমাজবাদী শক্তির সঙ্গে গ্রামসির মূলগত তফাতের ভিত্তি ছিল তত্ত্বগত ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ?"

গ্রামসির মূল বিষয়বস্তু হল সংস্কারবাদ এবং চরমপন্থা উভয়েরই অধোগত অবস্থা। তিনি এই বলে সতর্ক করে দিয়েছেন যে এই অধোগত অবস্থাটা সাংস্কৃতিক ও তাত্ত্বিক, শুধু রাজনৈতিক নয়; এবং শ্রমিক শ্রেণী নিজস্ব সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি স্থির না করতে পারলে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠাও করতে পারবে না।

যুদ্ধোত্তর সংকটে শ্রমিক আন্দোলনের কেবল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, আধিপত্যের প্রশ্নেও পরাজয় ঘটল; অন্যভাবে বলতে গেলে, শ্রমিক আন্দোলনের পরাজয় ঘটল (অন্য সব শক্তির সঙ্গে) একত্রিত হয়ে আন্দোলনের নেতৃত্ব দানের ক্ষমতার ক্ষেত্রে। কারণ বিপ্লবী প্রক্রিয়া কি হওয়া উচিত সে সম্পর্কে ইতালীয় সমাজতন্ত্রের বিভিন্ন ধারার সুস্পষ্ট কোন ধারণা ছিল না, কোন কর্মসূচীও তাদের ছিল না। গ্রামসির সমালোচনা এটাই, 'লোর্দিনে নোভো' পত্রিকা প্রকাশেরও কারণ এটাই। জাতীয় ইতিহাসের ব্যাখ্যা কিভাবে করা হচ্ছে তার মধ্যেই সাংস্কৃতিক স্বশাসনের মূল প্রোথিত রয়েছে—এই তত্ত্বের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল গ্রামসি ও তৎকালীন গোঁড়া মতাবলম্বীদের মধ্যেকার মতপার্থক্য। সে যুগে যে সব বিষয় নিয়ে বিতর্ক চলত সেগুলির সীমার মধ্যে থাকলেও, এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে 'লোর্দিনে নোভো' ইতিমধ্যেই একটি মূল্যবান পরীক্ষণাগারে রূপান্তরিত হয়েছিল, সংস্কারপন্থী ও চরমপন্থী মতবাদের মধ্যেকার গোপন অভিসন্ধিগুলির বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক বিদ্রোহের প্রবল উত্তাপ তাকে অনুপ্রাণিত করেছিল।

পি সি আই-র ইতিহাসে ১৯২৬ খুব গুরুত্বপূর্ণ বছর, কারণ লিয়ঁ কংগ্রেসের ফল হিসাবে আমরা পেলাম ইতালির ইতিহাসের এক পূর্ণতর চিত্র এবং কর্মসূচির নির্দেশিকা। কেবল তৎকালীন সমাজতন্ত্রের নয়, 'লোর্দিনে নোভো' গোষ্ঠী সহ, কমিউনিস্ট আন্দোলনে যে সব সীমাবদ্ধতা আছে, সেগুলিরও সাংস্কৃতিক পরিসীমা অতিক্রম করার কাজ শুরু হয়েছিল—'লোর্দিনে নোভো' ১৯২৪-২৫ সাল পর্যন্ত বর্দিগার নেতৃত্বে পরিচালিত হত।

"এই বিকাশের পদ্ধতি ও অনুপ্রেরণা থেকে স্থায়ী এবং অকাট্য কোন শিক্ষা আহরণ করা যায় কি ?"

হ্যাঁ। ইতালির ইতিহাসের এই পুনর্বিচার করতে গিয়ে গ্রামসি যে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলেছিলেন তা, পুরোপুরি বিকশিত হবে সর্বোপরি, 'নোটবুক্‌স্‌'-এ। এই চিন্তাধারা থেকেই জন্ম হল 'নিষ্ক্রিয় বিপ্লবের 'ধারণা'। ইতালিতে ঐক্য স্থাপন না হওয়া পর্যন্ত প্রধান শক্তিজোটের বিশেষত্ব এর দ্বারাই নির্ধারিত হয়েছিল। এই চিন্তাধারা "আধিপত্য" এবং "অবস্থায়ী সংগ্রামের" চিন্তাধারার অনুরূপ। ইতালীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর "নিক্রিয় বিপ্লব" এবং "রূপান্তরবাদ"-এ অবস্থায়ী সংগ্রামের রূপ, ঐ শ্রেণীর প্রতিপক্ষদের কর্মসূচি খন্ডে খন্ডে আত্মস্থ করার মধ্য দিয়ে তাদের আধিপত্য বিস্তারের ক্ষমতা বিন্দু বিন্দু করে চূর্ণ করে তাদের সম্পূর্ণরূপে অধীন ভূমিকায় নামিয়ে আনার ব্যাপারে ঐ শ্রেণীর ক্ষমতা চিহ্নিত হয়েছে।

রিসর্জিমেন্তো-র সময় মডারেট দল এবং অ্যাকশন পার্টির মধ্যে গোটা প্রশ্নটা, পরবর্তীকালে জোলিত্তির যুগে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনে যা ঘটবে তার প্রতীকস্বরূপ হয়ে গেল। ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েত যে ভূখন্ড অধিকারের জন্য ইতালিতে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে লড়াই করেছিল, "নিষ্ক্রিয় বিপ্লব" এভাবেই তার একটা ব্যাখ্যামূলক মূল্য হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল।

ফ্যাসিবাদের ব্যাপারে, 'নোটবুক্‌স্‌'-এ ব্যাখ্যাত বিশ্লেষণও প্রতীকস্বরূপ, কারণ নতুন নতুন উৎপাদন পদ্ধতির (টেলরবাদ ও ফোর্ডবাদ) মাধ্যমে বুর্জোয়া শ্রেণী যে সব দেশে আধুনিকীকরণের ব্যাপারে সুবিধাজনক পরিস্থিতি পেয়েছিল, তাদের সঙ্গে ইতালিকেও জুড়ে দেবার একটা প্রচেষ্টা এর মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। পাশাপাশি ফ্যাসিবাদকে অবশ্য রূপান্তরবাদের চরম রূপ হিসাবেও দেখা হয়, কারণ এই মতবাদ এর বিরোধীদের, অর্থাৎ, ইতালির প্রলেতারিয়েতকে হিংস্র ভাবে ধ্বংস করতে চেয়েছিল, চেয়েছিল এমন সব পদ্ধতি বিকশিত করতে এর নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে যেগুলির স্বাভাবিক প্রবক্তা একেই হতে হবে। এ ক্ষেত্রে, ফ্যাসিবাদ অনুসরণ করল প্রভুত্বসম্পন্ন শ্রেণীগুলির চিরায়ত পদ্ধতি অর্থাৎ 'নিষ্ক্রিয় বিপ্লব"।

"আন্তর্জাতিক স্তরের চিন্তানায়ক হিসাবে গ্রামসির জীবন এবং বাস্তবতা দিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম, কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক কর্মসূচির ভিত্তি হিসাবে আমরা আলোচনা করে চলেছি ইতালির জাতীয় স্বীকৃতি এবং ইতালির ইতিহাস নিয়ে।"

গ্রামসি সম্পর্কে ভাবনার গুরুত্বের দিক থেকে এটি আর একটি অত্যাবশ্যক বিষয়: জাতীয়/আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। গ্রামসি এই ব্যাপারটি বুঝতে পেরেছিলেন এবং স্পষ্ট ভাষায় বলেছেনও যে আন্তর্জাতিকতাবাদের দিকেই প্রবণতা, পারস্পরিক নির্ভরতার দিকেই, যে-ইতিহাসে সমগ্র বিশ্বই প্রবক্তা তার দিকেই। আমি মনে করি এটি গ্রামসির আরও একটি মৌলিক স্বজ্ঞা ঃ অক্টোবর বিপ্লবের প্রেরণায় শুরু হয়ে যাওয়া মহান ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া

সম্পর্কিত বোধ। তাই আরম্ভটা জাতীয় ক্ষেত্রে হলেও পরিপ্রেক্ষিত আন্তর্জাতিক। ইউরোপের প্রলেতারিয়েতের মধ্যে কেবল বলশেভিকরাই জয়লাভ করতে পেরেছিল কারণ রুশ শ্রমিকশ্রেণীকে তারা জাতীয় শক্তি সমূহের এক সম্মিলনকে শাসক শ্রেণীতে রূপান্তরিত করতে পেরেছিল।

বলশেভিকরা একদিকে দেখাল যে অতীতের সমস্ত বোঝা ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার জন্য সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবই পন্থা। অপরদিকে তারা প্রমাণ করল যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব জাতীয় ইতিহাসের এবং রুশ জনগণের সাধারণ বিপ্লবের আবশ্যিক অনিবার্য পরিণতি।

বুর্জোয়া শ্রেণী পরিচালিত শক্তি সমূহের বিকল্প হিসাবে জাতীয় শক্তি সমূহের একটি সম্মিলন তৈরি করার দায়িত্বের সম্মুখীন হতে হয় প্রত্যেক জাতিকেই। প্রক্রিয়াটি তাই একটি "ঐতিহাসিক শক্তিজোট" সংগঠনের, রূপ পরিগ্রহ করে, যে জোট ধনতান্ত্রিক বিকাশ থেকে বৈপ্লবিক সমাধানের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম। এই বিষয়টি খুবই আবশ্যকীয়, কারণ শ্রমিক শ্রেণীর "নিজেকে জাতীয়করণ" করার প্রয়োজনীয়তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় এ থেকে। আর তাই দেশের সমস্যাবলীর প্রসারণশীল সমাধান কল্পে ঐ সব জাতীয় শক্তির নেতা হিসাবে শ্রমিক শ্রেণীর জাতীয় দায়িত্বের রূপরেখাও তা' নির্ধারণ করে।

সমাজতন্ত্রের বাস্তবিকতা পুনর্ঘোষণা করতে গিয়ে আপনারা তাই বিশ্বজোড়া নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির ভিত্তিস্বরূপ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার দীর্ঘ সময়সীমা সম্পর্কে সচেতন হন—আর আমার মনে হয় আপনারা এই প্রক্রিয়ায় জাতীয় স্তরগুলির ব্যাখ্যাও পেয়ে যান, যে ব্যাখ্যা 'নোটবুকস'-এ দেওয়া আছে এবং জাতীয় বিশেষত্বগুলির উপর গুরুত্ব থেকে ইতিমধ্যেই কিছুটা স্বতন্ত্র বলে প্রমাণিত হয়েছে। আমি এর দ্বারা একথা বলতে চাই না যে গ্রামসি-র রচনায় সমাজতন্ত্রের নানা জাতীয় পথের চিন্তাধারার বা সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পরবর্তীকালে প্রকাশিত যে পার্থক্যগুলি আপনারা দেখতে পেয়েছেন তারও ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। কিন্তু, তাঁর গভীর চিন্তার প্রবণতা নিঃসন্দেহে সেইদিকেই।

"এই প্রসঙ্গে, আন্তর্জাতিকতাবাদ এবং জাতীয় ক্রিয়ার মধ্যে সম্পর্ক কী?"

গ্রামসির মহান মৌলিকত্ব, এবং তাঁর চিন্তার স্থায়ী মূল্য, তাঁর পদ্ধতির মধ্যেই নিহিত, সমকালের বিশেষত্বের পরিচায়ক স্বশাসিত, সুসংজ্ঞায়িত যুগবিশেষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ধারণা থেকে তা অবিচ্ছেদ্য। বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে, মহাযুদ্ধের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল যে সব বিরাট বিরাট নতুন ঘটনা, বলতে গেলে সেগুলি হল "মার্কিনীবাদ" ও সাম্যবাদ: ইতিহাসে আবির্ভূত হল জনগণের মুক্তি সমস্যার দুটি বিকল্প ধারা। এই প্রক্রিয়ায় নেতৃত্বের ব্যাপারটা বিভিন্ন জাতীয় ও আঞ্চলিক বাস্তবতায় ভিন্ন ভিন্নভাবে নির্ধারিত হয়। কিন্তু, সে যাই হোক, মূল ব্যাপারটি হল, শান্তি, বিকাশ,

সংহতি ইত্যাদি এ যুগের বড় বড় সমস্যা যে ভাবে উত্থাপিত হয়, তার সঙ্গে সম্পর্কের দৃষ্টিকোণ থেকে জাতীয় শক্তিগুলির সম্মিলনের স্বীকৃতি। এই বোধ থেকেই আধিপত্যের প্রয়োজনীয়তাটা বুঝতে হবে।

"সুতরাং, বিগত কয়েক বছরে গ্রামসীয় আধিপত্য ধারণার প্রতিস্পর্ধী অদম্য স্বৈরতান্ত্রিক বৃত্তিকে উক্ত ধারণার মধ্যে দেখতে আপনি পান না। এই ধারণায় জটিল সমাজগুলির গণতান্ত্রিক অভিব্যক্তির সঙ্গে পার্থক্য আপনি খুঁজে পান নি, বহুত্ববাদের ধারণার সঙ্গেও পান নি।"

প্রথমত, আধিপত্যের ধারণাটি ব্যাখ্যামূলক রূপে দেখতে হবে। এটি একটি বিশ্লেষণমূলক নীতি। যেমন, গ্রামসি মেকিয়াভেলি থেকে সমকাল পর্যন্ত ইতালির ইতিহাস নিয়ে তাঁর সমগ্র পুনর্বিচারের ক্ষেত্রে এই নীতিকে প্রয়োগ করেছেন এবং সে প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে সফল হয়েছে।

একই সঙ্গে আধিপত্য হচ্ছে রাজনৈতিক রণকৌশলের একটি আনুষঙ্গিক উপাদান। এই ক্ষেত্রে এই আধিপত্যের দ্বারাই চিহ্নিত হয় বিভিন্ন শ্রেণীর ও সামাজিক গোষ্ঠীর কার্যকলাপের মধ্যে নৈতিক-রাজনৈতিক মৌলের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের ব্যাপারটা। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, উৎপাদনী ও রাজনৈতিক স্তরে ঐতিহাসিক বিকাশ শ্রমিকশ্রেণীকে যে নেতৃত্বমূলক ভূমিকার সুযোগ দিয়েছে, সেই শ্রমিকশ্রেণীকে তার আর্থনীতিক-সংকীর্ণতার সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিকাশের স্বার্থে অন্যান্য শ্রেণীর সঙ্গে আপস ও জোট গঠন করে নেতৃত্বমূলক ভূমিকা নিতে হবে। এই অর্থে, তাকে আধিপত্যের ভূমিতে অবস্থিত হতে হবে।

আধিপত্য ও বহুত্ববাদের মধ্যে এই বিরোধিতা আরোপ গ্রামসির গভীরতম বিশ্বাসের অপব্যাখ্যা বলেই আমার মনে হয়। সে সময়ে গ্রামসির ঐ ধারণার মধ্যে অখণ্ডবাদের উপাদান বিদ্যমান থাকতে পারে বলে সুস্পষ্ট-ভাবেই মনে হয়—ঐ অখণ্ডবাদের তত্ত্বটি আমরা অবশ্য পুরোপুরি বাতিল করেছি। বিশেষ করে, অন্যান্য জিনিসের মধ্যে, ঐ সময়ের পরিস্থিতির কথা ভাবলে বোঝা যাবে কেন গ্রামসির মনে ঐ ধারণা ছিল।

কিন্তু আধিপত্য ও গণতন্ত্রের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই, ঐতিহাসিক বোধশক্তির এবং তাই থেকে প্রশস্ততম ঐকমত্য অর্জনের সর্বোচ্চ ক্ষমতার উপর রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যেই যখন তা পরিচালিত।

সোজাসুজি বলতে গেলে, আধিপত্যের পরিপ্রেক্ষিত যে ভাবে বোঝা গেছে, তার মধ্যে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর হয় গণতান্ত্রিক হবে, নাহয় হবে না। ঐকমত্য ছাড়া শাসন করা যায় না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে এটি এক চিরন্তন অখণ্ডনীয় দৃষ্টিভঙ্গি। গ্রামসির প্রত্যয়কে চলতি ভাষায় রূপায়িত করতে চাইলে আমরা বলতে পারি : ক্ষমতা জয়ও করা যেতে পারে (তার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠের ঐকমত্য যে কোন ভাবেই হোক ইতিমধ্যে দরকার ছিল);

ক্ষমতা অবশ্য অধিরাজত্ব (দোমিনিও) প্রয়োগ করে রক্ষা করা যায় না—ক্ষমতার ক্রমাগত পুনর্নবীকরণের যোগ্যতার জন্য ক্ষমতাধিকারীর বিশেষ বৈধতারও প্রয়োজন আছে। এর অর্থ গোটা সমাজের সমস্যাবলীর ন্যায্য ও কার্যকরী সমাধান।

"সুতরাং, গণতন্ত্রের আরও নির্ভুল ধারণার জন্য গ্রামসির আধিপত্যের মত কি উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে পারে?"

নিঃসন্দেহে পারে, আমাদের পার্টির সমগ্র ইতিহাস তাই প্রমাণ করে। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে রক্ষা করা ও নতুন করে গড়ে তোলার জন্য, সমস্ত দিক থেকে গণতন্ত্র ঘোষণা করার উদ্দেশ্যে এটা আগাগোড়াই একটা মৌলিক শক্তি।

এ ব্যাপারে, গ্রামসির বিতর্ক প্রধানত বেনেদেত্তো ক্রোচের সঙ্গে। ক্রোচের সঙ্গে বিতর্কের শুরু থেকেই তত্ত্বগত দৃষ্টিভঙ্গির অনগ্রসরতা মনে করে যে সমালোচনা করা হয়েছে, তাতে প্রায়ই ভুল হয়েছে, কিন্তু ক্রোচের "আত্মার দর্শন" কোন অনগ্রসর দেশের জন্য রচিত অনগ্রসর দর্শন নয়। এটা বরং সাংস্কৃতিক আধিপত্যের নকশা, যার মধ্যে শ্রেণীগত সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে উদার-নৈতিক গণতান্ত্রিক চিন্তার এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে। গ্রামসি ক্রোচেকে তাঁর বিতর্কের প্রতিপক্ষ স্থির করেছিলেন, কারণ বিরোধীদের দিক থেকে নৈতিক-রাজনৈতিক কারণের ব্যাখ্যাটি ক্রোচেরই সবচেয়ে সমৃদ্ধ, তাছাড়া এটিকে তিনি বুর্জোয়া আধিপত্যের ভূমি হিসাবে দেখেছিলেন বলেও বটে। আর গ্রামসির মতে সঠিক ভাবে ক্রোচেই সেই চিন্তানায়ক, যিনি "সংশোধনবাদ" এবং ইউরোপীয় সোস্যাল ডেমোক্রেসি-র সূচনায় সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছেন। (এই সম্পর্কে বের্নস্টাইনের মন্তব্য স্মর্তব্য।)

আধিপত্য ও গণতন্ত্রের এই যোগসূত্র, এর ফলে গণতন্ত্রের এমন একটি রূপের কল্পনা জাগ্রত হয়, যা কিনা সংঘর্ষের ভূমি হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বীরা মেনে নেয়, মেনে নেয় তার নির্দিষ্ট নিয়মকানুনও; এই ভিত্তিতে বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী শক্তি বিভিন্ন অথবা পরস্পরবিরোধী লক্ষ্য ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার সন্ধান করে, যদিও এই বিরোধ সত্ত্বেও কেউ জাতির বা সমগ্র মানব-জাতির কোনও মৌলিক সমস্যার ক্ষেত্রে একক দৃষ্টির সম্ভাবনা বাতিল করে না। শ্রমিকশ্রেণীসমূহকে রাজনৈতিক স্বাধিকার অর্জন করতেই হবে কিন্তু এর জন্যে চাই এমন এক বিশাল সাংস্কৃতিক পৃষ্ঠপট, যা সমাজের রূপান্তরণের খসড়া আঁকড়ে রাখতে পারে। সেই রূপান্তরণ, যা' চাহিদা পূরণ করতে পারে, যা' মূল্যবোধ দ্বারা অনুপ্রাণিত, যার জন্যে আমরা সংগ্রাম শুরু করেছি।

যে নিদারুণ পরিবেশের মধ্যে থেকে গ্রামসি নির্ভয়ে এই চিন্তাধারা বিকশিত করেছিলেন সেটা যদি চিন্তা করেন, তাহলে দেখবেন এই বিশেষ মহত্ত্ব নিহিত রয়েছে আত্মসমর্পণে অসম্মত একটি মনের "চিন্তার বীরত্বে"। সব রকমের অত্যাচার ও বিরুদ্ধতা অতিক্রম করে "মহান ও নিদারুণ পৃথিবী"

নিয়ে চিন্তা করে গেছেন, যাতে তিনি ভবিষ্যৎ প্রজন্মগুলির জন্য চিন্তাধারার এক অনন্য উত্তরাধিকার এবং স্বাধীনতার হাতিয়ার রেখে যেতে পারেন।

"ফ্লোরেন্স কংগ্রেসেই আমরা পি সি আই-কে কর্মসূচির অধিকারী একটি পার্টি হিসাবে বিশেষিত করার উপর এত জোর দিয়েছিলাম। আপনি কেন তাহলে এ ধরণের ব্যাপক এক সাংস্কৃতির ও আদর্শ অঙ্গীকারের প্রয়োজনীয়তার উপর এত জোর দিচ্ছেন?"

আমার মনে হয় 'কর্মসূচী' এই শব্দটি সম্পর্কে আমাদের চিন্তাভাবনা স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে, কারণ নিঃসন্দেহে এর বহু রকম অর্থ করা যায়। আমরা যখন বলি পি সি আই একটি পার্টি যার কর্মসূচী আছে এবং যুদ্ধের অব্যবহিত পরে আমরা যখন বললাম জনগণ পি সি আই-কে সমর্থন করেছে তার কর্মসূচীর কারণে, সে কর্মসূচীকে তখন কতকগুলি প্রস্তাবের তালিকা হিসাবে ধরা হয় নি, সরকারি মঞ্চ হিসাবে ত নয়ই। এটি ছিল ইতালির ইতিহাসের বিকাশের এবং রাষ্ট্রের ও সমাজের পুনর্নবায়ন ও রূপান্তরণের নীতি সম্পর্কিত একটি দৃষ্টিভঙ্গি এবং তা'ই আছে।

আমাদের বিগত কংগ্রেসে আমরা এই ধরণের প্রেরণাসহ একটি কর্মসূচীর প্রয়োজনীয়তা আবার ঘোষণা করেছি। এর ফলে সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যার এক ব্যাপক প্রচেষ্টার প্রয়োজন আবার জোরালভাবে ঘোষিত হল। যে সব প্রক্রিয়া আমরা নিজেরা শুরু করেছি বা তা'তে সহায়তা করেছি, সেগুলির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে আমাদের চিন্তাধারা নতুন করে তুলে ধরার ব্যাপারে আমরা সব সময় যথেষ্ট সময়ানুগ হইনি বা যথেষ্ট জোরও দিইনি।

একেবারে ইদানিংকালে যেমন, ঠিক অত্যাবশ্যকটিকে আমরা ধরতে পেরেছি বলে মনে হয়। আমাদের প্রচেষ্টাগুলি মাঝেমাঝে মোটামুটি নিতর্কযোগ্য বা 'তৃতীয় পথ' ইত্যাদি মোটামুটি গ্রহণযোগ্য সূত্রাবলীর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু ইউরোপে নতুন পন্থা খুঁজে বার করার প্রয়োজনীতা সম্পর্কে আমাদের সচেতনতা এবং সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরণ সম্পর্কে ইউরোপীয় মাত্রার দৃষ্টিভঙ্গি একেবারে সদ্যোজাত স্বজ্ঞামাত্র নয়। যে কোন ভাবেই হোক, এ সব স্বজ্ঞাকে বিকশিত করার ব্যাপারে আমাদের ক্ষমতার মধ্যেই, সময়োচিত কায়দায় সমস্ত তত্ত্বগত, কর্মসূচিভিত্তিক, এবং ব্যবহারিক তাৎপর্য নির্ধারণের ব্যবস্থার মধ্যেই সমস্যা নিহিত থাকতে পারে। আমাদের অতীত ইতিহাসের প্রভাব এক্ষেত্রে অবশ্যই অনুভূত। যেমন, আমরা সম্প্রতি ঘোষণা করেছি যে অতীতে কিভাবে আমরা পক্ষ নির্বাচন করেছি তার উপরই নিঃসন্দেহে এ ব্যাপারটি নির্ভর করছে।

আমাকে ভুল বুঝবেন না। মহাযুদ্ধ পরবর্তী ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াগুলি তর্কাতীত সিদ্ধান্ত ছিল বলে আমি মনে করি না। যেমন, তোগলিয়াত্তি যখন প্রগতিশীল গণতন্ত্র এবং জাতীয় ঐক্য নীতির প্রস্তাব করলেন,

তিনি তখন কেবল ইতালির কথা ভাবছিলেন না। ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে আরও বহু ইউরোপীয় দেশে অনুরূপ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। শুরু হয়েছিল আরও নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ইউরোপের পূর্ব ও পশ্চিম উভয় অংশেই নতুন নতুন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করার উদ্দেশ্যে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে পথনির্দেশ করার চেষ্টা।

এসব প্রচেষ্টা ঠান্ডা লড়াইয়ের আবর্তে তলিয়ে গেল। কিন্তু তোগলিয়াত্তির পরবর্তীকালের চিন্তাধারায় দেখা যাচ্ছে যে তাঁর মনে এ সম্বন্ধে কোন দ্বিধা ছিল না যে সোভিয়েত আদর্শ অনুযায়ী "জনগণের গণতন্ত্র" চাপিয়ে দেওয়ার এবং কমিনফর্ম-এর মাধ্যমে কমিউনিস্ট আন্দোলনে কেন্দ্রিকতা আবার চালু করার যে প্রচেষ্টা সোভিয়েত ইউনিয়ন করেছিল সেটাও ভুলই হয়েছিল। আর একটা বড় ভুল হয়েছিল যুগোশ্লাভিয়ার ক্ষেত্রে, কারণ সেখানে নতুন পথ খোঁজার জন্য স্বাধীনভাবে যে প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল তাকে বাতিল করে দেওয়ায় আমাদের ক্ষেত্রেও তীব্র দ্বন্দ্ব দেখা দিল। কিন্তু প্রধান দ্বন্দ্ব ছিল গণতান্ত্রিক পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য "ইতালীয় পন্থা"র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রস্তাব এবং সোভিয়েত ইউনিয়নকে আমরা দীর্ঘদিন ধরে যেভাবে উপকথায় পরিণত ঠাকুর করে এসেছি তার মধ্যে।

কিন্তু পক্ষ নির্বাচনে সোস্যাল ডেমোক্রেসির উপরও কম চাপ পড়েনি। এর ফলে দেখা দিয়েছে এক ধরণের সীমিত সংস্কারবাদ যার চৌহদ্দিটা ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে—সেই সব দলের মধ্যে যে বিতর্ক বর্তমানে চলছে তার ভেতর দিয়েই এ কথা প্রমাণিত। বলা যেতে পারে যে উভয় পক্ষেরই সমাজতান্ত্রিক ইউরোপীয়ত্ব সম্পর্কে কোন ধারণা ছিল না; দ্বিমেরুতন্ত্রের ক্রমশ সঙ্কুচিত পরিসরকে যে তত্ত্ব দিয়ে ঠেকানো যেতে পারত।

এই অতীত থেকে জেগে ওঠা আজ ইউরোপীয় বামপন্থার সকল ধারার পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। এবং ইউরোপীয় সমাজবাদ এবং তার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের বিভিন্ন শক্তি এবং বামপন্থার পুনর্গঠন আজ সম্ভাবনার পর্যায়ে। নিজের নিজের শিকড় থেকে উন্মূলিত না হয়ে নিজের নিজের ইতিহাসকে সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে আবার পাঠ করাটাই প্রত্যেকের ক্ষেত্রে সমস্যা। ইউরোপীয় বামপন্থাকে গড়ে তোলা উচিত, তোলা যায়ও, কিন্তু কেবল অতীতকে আদিকেন্দ্র করে তা করা উচিত হবে না; বরং ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াদি বিশ্লেষণে নানা মত যেখানে এসে মিলবে তাই হবে পাথেয়, সাধারণ পরিপ্রেক্ষিত সেখান থেকেই নির্ধারণ করতে হবে।

এই প্রসঙ্গে আমাদের দেশে যে সব গুরুভার বাধা গণতন্ত্রের সম্প্রসারণ ও সম্পূর্ণতার পথ এখনও রোধ করছে সেগুলিকে অপসারণ করা সম্ভব হতে পারে। এ ক্ষেত্রে, নির্ধারক কারণগুলি একদিকে আধেয় ও কর্মসূচির ভূমি হবে এবং, অন্যদিকে কমিউনিস্টদের শক্তির বিরুদ্ধে একগুঁয়ের মত প্রযুক্ত বৈষম্যসৃষ্টিকারী শক্তিগুলিকে জয় করার ক্ষেত্রের সাফল্য প্রয়োজন।

"কিন্তু গ্রামসি আমাদের পার্টির, এবং ইতালির সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করেছেন কিভাবে?"

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রে আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে গ্রামসির চিন্তাধারা যে বিপুল স্বাধীনতা এনেছে সেটাই সম্ভবত সবচেয়ে বড় ব্যাপার। 'প্রিজন লেটার্স' প্রকাশিত হওয়ার ব্যাপারটা বেশ বড় একটা ব্যাপার তো ছিলই, কারণ এর মধ্য দিয়ে কেবল একটা নীতিবোধ বিশেষভাবে গ্রথিত হয়নি, অন্য দিক থেকে বিচার করলে তা একটা গবেষণা ধারার নির্দেশিকা নীতির সামিল। তোগলিয়াত্তি শেষ পর্যন্ত এমন একটা মৌলিক রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিলেন যা আমাদের আন্দোলন এবং আমাদের সম্ভাবনায় অকস্মাৎ যতি এনে দিল: ঠিক ১৯৪৭ থেকে ১৯৪৯ সনের মধ্যে তিনি স্থির করলেন 'নোটবুকস্' প্রকাশের কাজে হাত দেওয়া হবে! অন্তর্বস্তু সংক্রান্ত সংস্করণ প্রকাশের সিদ্ধান্ত খুবই বিজ্ঞজনোচিত হয়েছিল, কারণ এত স্বল্প সময়ে একমাত্র এটাই সম্ভব ছিল এবং গ্রামসিকে পরিচিত করানোরও এটাই ছিল সবচেয়ে ভাল উপায়। ফলে ইতালিয় সংস্কৃতিতেও সংযোজিত হল এক সারবান অধ্যায়।

পত্রাবলী এবং 'নোটবুকস্' উভয় ক্ষেত্রেই যা ছাঁটাই করা হয়েছে তা অনুমোদন করা অসম্ভব। যেমন, বর্দিগা প্রসঙ্গে সমস্ত অনুচ্ছেদই বাদ দেওয়ার কোন গ্রহণযোগ্য যুক্তিই নেই। কিন্তু অন্তর্বস্তুগত সংস্করণ প্রকাশের সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক দিক দিয়ে সঠিক, গ্রামসির সুশৃংখল চিন্তাধারার প্রতি সম্মানই এর মধ্য দিয়ে দেখান হয়েছে। বিশ বছর ধরে দলাদলির পর গ্রামসি ইতালির সংস্কৃতি ও রাজনীতিতে অজ্ঞাতই ছিলেন। তাঁর রচনা থেকে কমিউনিস্টরাই কেবল ইতিহাসের বিশেষ জ্ঞান এবং সমকালীন ঐতিহাসিক বিকাশের অসাধারণ এক মৌলিক দৃষ্টি লাভ করেনি। গ্রামসি তাঁর কারাবাসের অভিজ্ঞতাতেও পুরোপুরি সক্রিয় রাজনীতিবিদ হিসাবে প্রতিভাত হয়েছেন, শ্রমিক শ্রেণী এবং ইতালির জনগণের মুক্তির লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট একটা কাঠামো তিনি তুলে ধরেছেন। এদিক থেকেও, ক্যাথলিক ও অক্যাথলিক উভয় ধরণের ইতালিয় সংস্কৃতির উপর তাঁর প্রভাব খুবই বেশি।

আমাদের ক্ষেত্রে আর একটু উল্লেখের ব্যাপার আছে। ইতালীয় সমাজতান্ত্রিক ঐতিহ্যের, গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হবার, এবং কেবল শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের ক্ষেত্রেই নয়, সমগ্র জাতির ক্ষেত্রেও রূপান্তরণের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে উপলব্ধি করার ব্যাপারে উত্তরাধিকারী হবার প্রেরণা গ্রামসিই আমাদের জুগিয়েছেন।

"নয়া-রক্ষণশীল অভিযানের প্রসঙ্গে আবার বলছি যে ইতালীর সংস্কৃতিতে গ্রামসির উপস্থিতি গত দশ বছরে কিছু কমে এসেছে বলে মনে হয়। পক্ষান্তরে, রাজনীতির চিরায়ত সাহিত্যে তাঁর উপস্থিতি ইউরোপে, সর্বোপরি লাতিন আমেরিকায়, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও বেশি বেশি করে টের পাওয়া

যাচ্ছে। এখানে ইতালিতে অনেকে আমাদের একথা বিশ্বাস করাতে চান যে আমরা বামপন্থার অংশ স্বরূপ একটা অবর সংস্কৃতির কথা বলছি, গোটা বামপন্থার কথাও বলছি না।"

এ সব কথা গূঢ় কোন উদ্দেশ্যে স্বল্পমেয়াদি বিতর্ক মাত্র। বর্তমান শতাব্দীর আর কোন ইতালিয় রাজনৈতিক নেতার লেখা সারা দুনিয়ায় এত বেশি লোকে এত আগ্রহ নিয়ে পড়া হয় নি। এবং গ্রামসির উপস্থিতি আজও সমান উজ্জ্বল। পাশ্চাত্যে যারাই সমাজতান্ত্রিক পুনর্নবায়নের পথ অনুসরণ করতে চান, গ্রামসি আজও তাঁদের সকলকেই রাজনৈতিক অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছেন। আমি কেবল ইউরোপের কথা বলছি না। লাতিন আমেরিকায় যে সব বড় বড় আন্দোলন ঘটছে এবং অ্যাংলো স্যাক্সন দুনিয়ায় গ্রামসির প্রতি যে মনোযোগ নিবদ্ধ হয়েছে তার কথাই বলছি। বিরাট একটা কাঠামোর মধ্যে, তাঁর রচনাবলীতে আমাদের কালের বড় বড় বিষয়ের অনেকগুলিরই আভাস দেওয়া আছে।

চিন্তানায়ক গ্রামসি কোন "পক্ষ অবলম্বন" করেননি। মেকিয়াভেলি ও মার্ক্স এই দুই মনীষীর সঙ্গে মুখোমুখি সংঘাতের মধ্য দিয়ে রাজনীতির মূলগত পুনর্বিচারেই নিহিত তাঁর সর্বজনীনত্ব। তাঁর বাস্তবতায় উপলব্ধি এবং নীতিবোধগত টানা পোড়েনের যে তুলনাতীত সম্পর্ক, তা থেকে উদ্ভূত গ্রামসির সর্বজনীনতা।

# নির্দেশিকা